উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৩১১.০১ (-১৪৮.১৪)
নিফটি : ২৫,৫০৯.৭০ (-৮৭.৯৫)

ভোট পড়ল ৬৪ শতাংশ
মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই মিটল বিহারের প্রথম দফার ভোটপর্ব। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভোট পড়েছে ৬৪.৪৬ শতাংশ। ▸▸ ৭

মমতার সাফাই
যতক্ষণ না রাজ্যের সব মানুষ এসআইআর ফর্ম ফিলআপ করছেন, ততক্ষণ তিনিও কোনও ফর্ম ভরবেন না বলে জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ▸▸ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	৩১°	৩১°	২৮°
সর্বনিম্ন	১৮°	১৯°	১৯°	১৭°

অজি-বধের স্ক্রিপ্ট লিখলেন অক্ষর ▸▸ ১১

শিলিগুড়ি ২০ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 7 November 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 168

উত্তরের খোঁজে

রিচাদের নিয়ে উচ্ছ্বাস শেষে কিছু তিক্ত প্রশ্ন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ির হাতি মোড়ে রিচা ঘোষদের বাড়ির সামনেই একটা মূর্তি রয়েছে চারু মজুমদারের। পাশের রাধাচূড়া গাছের ফাঁক দিয়ে হৈমন্তী রোদ এসে যখন মূর্তির উপর পড়ে, তখন সাধারণ মূর্তিটিকে অসামান্য দেখায়। এখন সামনের সাধারণ বাড়িটিকেও।

রিচার বাড়ির দু'দিকে দুটো বিশাল ওষুধের দোকান। ভিড় লেগেই। কোনও তরুণ সাংবাদিক যদি সেই ভিড়ে বুম হাতে গণহারে জিজ্ঞেস করেন, রিচার বাড়ি চেনেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধেয়ে আসবে ভুল উত্তর। অথবা শূন্য চোখে তাকানো।

আমাদের মেয়েরা বিশ্বকাপ জেতার পর শিলিগুড়িতে রিচার বাড়ির সামনের মোড়ে বেশি নাচানাচি হয়নি। নাচানাচি যা হয়েছে তা হাসমি চকে। চিরাচরিত জায়গায়। যেখানে মজা মুখ্য। বিশ্বজয়ে বাংলার একমাত্র অংশীদারের বাড়িকে তুলে ধরা মুখ্য নয়। রিচার সাফল্য কিন্তু এই প্রথম নয়। তখন এমন উচ্ছ্বাস দেখাননি কেন শহরবাসী?

ওই দুটো জায়গার মাঝে কাছারি রোড পোস্ট অফিস মোড়। সেখানকার সরকারি আবাসন থেকে শিলিগুড়িরই মেয়ে মধুমিতা গোস্বামী কত কষ্টে উঠে এসেছিলেন জাতীয় সার্কিটে, সাতবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন ব্যাডমিন্টনে। মনে আছে শিলিগুড়ি?

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের বাইরে গোষ্ঠ পালের মূর্তি থেকে আপনি হাঁটা লাগালেন ভুটিয়া মার্কেটের দিকে। ডানদিকে স্টেডিয়ামের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটো মুখ আঁকা হয়েছিল বহুদিন আগে। ঋদ্ধিমান সাহা এবং রিচা ঘোষ। ধূলিধূসরিত, আবছা হয়ে আসা মুখ। রিচা প্রথম বাঙালি সিনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে ভেবেছিলাম বেশ কিছু মালা পড়বে সেখানে। ছবিটি আরও পরিষ্কার আঁকা হবে। সে তো হলই না, বরং তাঁর ছবির সামনে অজস্র বাইক রাখা।

এরপর দশের পাতায়

রিপোর্ট তলব নবান্নের

চক্রান্তের শিকার, দাবি বিডিও'র

নিউজ ব্যুরো

৬ নভেম্বর : স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে এক বিডিও'র নাম জড়িয়ে যাওয়ায় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট চাইল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ) দপ্তর। ওই বিডিও'র নাম প্রশান্ত বর্মন। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের বিডিও'র একই নাম। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সল্টলেক থানায় অপহরণ ও খুনের অভিযোগ দায়েরের তথ্য অস্বীকার করছেন না। তবে ওই অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা বলে তাঁর দাবি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদকে রাজগঞ্জের বিডিও বলেন, 'আমি চক্রান্তের শিকার হয়েছি। একশ্রেণির অসাধু লোকজনের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এঁরাই এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তবে আইন-আদালত খোলা আছে।' তবে শুধু দত্তাবাদে নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার পরিবার নয়, একদল ঠিকাদার বৃহস্পতিবার তাঁর গ্রেপ্তারি দাবি করে।

রহস্যের জট

- নিউটাউনে প্রশান্তর বাড়িতে কুকুর দেখাশোনার কাজ করতেন অশোক কর
- তিনি সোনা চুরি করেছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছেন
- স্বপন কামিল্যা ও অশোক করকে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে মারধর করেন প্রশান্ত
- রাজগঞ্জের বিডিও দাবি করেছেন, বিধাননগর পুর এলাকায় তাঁর কোনও বাড়ি নেই

রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে ওই ঠিকাদাররা বিক্ষোভও দেখান। ''দুর্নীতিগ্রস্ত বিডিও'র গ্রেপ্তার চাই, বকেয়া টাকা ফেরত দাও'' ইত্যাদি স্লোগান ওঠে। ঠিকাদারদের অভিযোগ, রাজগঞ্জে বিডিও পদে প্রশান্ত বর্মন যোগ দেওয়ার পর থেকে অনিয়ম বেড়েছে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বহু ঠিকাদার ও শ্রমিক। বকেয়া না পেয়ে তাঁদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে।

এই ডামাডোলের মধ্যে প্রশান্তর বিরুদ্ধে মারধরের আরেক অভিযোগ করেছেন দত্তাবাদ এলাকার বাসিন্দা অশোক কর। তিনি নিজেকে নিউটাউনে প্রশান্তর বাড়িতে কুকুর দেখাশোনার কর্মী বলে দাবি করেছেন। যে সোনার খোঁজে প্রশান্ত স্বপন কামিল্যার দোকানে হানা দিয়েছিলেন, সেই সোনা তিনি চুরি করেছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে অশোক বৃহস্পতিবার স্বীকার করেন।

তাঁর কথায়, '৮ মাস আগে গয়না চুরি করেছিলাম। প্রশান্তবাবু জানতে পেরে আমাকে মারধর করেন। আমি স্বীকার করি। এরপর আমাকে ও স্বপন কামিল্যাকে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসা হয়। আমাকে ও স্বপনবাবুকে বেল্ট দিয়ে মারেন উনি। লাথিও মারা হয়। আমার গোটা শরীরে দাগ হয়ে গিয়েছে। এখন আমাকে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করেছে পুলিশ। আমি বাড়িতেই আছি।'

অশোক জানান, চুরি করা সোনার গয়না তিনি স্বপনকে দিয়েছিলেন। তিনি গয়নাগুলি পরীক্ষা করার পর জানাবেন বলে বলেছিলেন। অশোকের ভাষায়, 'এর মধ্যে শুনলাম উনি খুন হয়েছেন।' বিধাননগর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার তদন্তে দত্তাবাদে গিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

মদনমোহন দর্শনে ভিড় পুণ্যার্থীদের। রাস উৎসব শুরুর পরদিন। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

শংসাপত্র জালিয়াতিতে তদন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : জাল জন্ম শংসাপত্রে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম জুড়ে যাওয়ায় অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করল পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের (ডিডি) অভিযানে মঙ্গলবার সব মিলিয়ে ১১টি জাল জন্ম শংসাপত্র সহ পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ওই জাল সার্টিফিকেটগুলোই পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ইস্যু করা। কোথা থেকে ওই জাল শংসাপত্র এল, তা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদ বলছেন, 'বিষয়টা জানার পরেই আমরা এব্যাপারে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছি। আইডি ও পাসওয়ার্ড কোনওভাবে বাইরে চলে গেলেই এমন কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।'

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, কোনও নার্সিংহোমে কোনও শিশুর জন্মের পর শিশুর পরিবার জন্মমৃত্যু তথ্য পোর্টালে আবেদন করে থাকে। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরনিগমের মধ্যে বাছাই করার অপশন দেওয়া হয়ে থাকে।

এরপর দশের পাতায়

রিচাকে বরণে প্রস্তুত শহর

বিমানবন্দর থেকে র‍্যালির পরিকল্পনা

ভাস্কর সাহা

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকঘণ্টার। শুক্রবার সকালে শহরের মাটিতে পা রাখবেন রিচা ঘোষ। যাকে নিয়ে দেশের দশের গর্বের শেষ নেই। প্রস্তুতি চলছে। এদিন সন্ধ্যায় বিশ্বজয়ীর বাড়ির সামনে গিয়ে দেখা গেল, আলোর মালায় সেজে উঠেছে চারপাশ। কৃত্রিম ফুল দিয়ে বাড়ির সামনে একটি গেট তৈরি হচ্ছে। বাড়ির দিকে মুখ করে একটি বড় আলো লাগানো হয়েছে। অপরটি রাস্তার দিকে। মেয়েকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রিচার পরিবার। এ শহর। চম্পাসারিতে থাকেন দেবলিনা দে। 'কটার সময় র‍্যালি হবে দাদা জানিস?' মেসেজ এলো রাত নয়টা নাগাদ। কখন বাগডোগরায় তিনি নামবেন, কীভাবে তাঁকে স্বাগত জানানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে, কোথায় কোথায় যাবেন তিনি-উৎসাহ আর উচ্ছ্বাসের মেজাজে বিশ্বজয়ীর সহনাগরিকরা।

আলোয় সেজে উঠেছে রিচার বাড়ি। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

হায়দরপাড়ার বাসিন্দা তুহিন দত্ত বলছিলেন, 'ভারত প্রথমবার মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ জিতল। সেই দলের সদস্য আমাদের শিলিগুড়ির মেয়ে। এটা শিলিগুড়ির জন্য অত্যন্ত গর্বের। ওকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না।' একই সুর ভরতনগরের মৌ সাহার গলায়, 'বিশ্বকাপজয়ী কাল বাড়ি ফিরছে। ওর বাড়ির সামনে কাল অবশ্যই যাব।' ঘোঘোমালির সৈকত রায়ও প্রহর গুণছেন, 'বিশ্বকাপে ভারতের প্রতিটা ম্যাচ টিভিতে দেখেছি। রিচার ব্যাটিং দারুণ লাগে। কাল ওকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেলে অবশ্যই ভালো লাগবে।'

রিচা ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথনের ভাইরাল ভিডিও শেয়ারের হিড়িক পড়েছে সমাজমাধ্যমে। 'রিচা যেখানেই যায়, খেলা জিতে আসে। সব জায়গায় সুযোগ পায়...', বলছেন নরেন্দ্র মোদি। বুধবার নয়াদিল্লিতে নিজের বাসভবনে বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে রিচার প্রশংসা শোনা গিয়েছে মোদির গলায়। অতীতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে মহিলাদের আইপিএল জিতেছেন রিচা। তাঁর ট্রফি ক্যাবিনেটে এবার যোগ হল মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপও। সেই প্রসঙ্গে রিচাকে প্রধানমন্ত্রী ওই কথা বলেন। যা শুনে লাজুক হাসি খেলে যায় শিলিগুড়ির তারকা কন্যার মুখে। সেসময় পাশ থেকে স্মৃতি মান্ধানা বলে ওঠেন, 'রিচা খুব জোরে ছয় মারতে পারে।' এরপর রিচার কথা, 'হ্যারিদি (হরমনপ্রীত কাউর), স্মৃতিদি (স্মৃতি মান্ধানা) সহ গোটা দল আমার উপর ভরসা রাখে। যা আমাকে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে আত্মবিশ্বাস জোগায়।'

২২ বছরের এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে বরণ করতে আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না, বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব।

এরপর দশের পাতায়

রাজ্য পুলিশে চাকরির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ২ নভেম্বর টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে প্রথমবার মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গে

এরপর দশের পাতায়

স্কুল শুরু 'বাংলার মাটি' গানে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' এখন স্কুলে গাওয়া বাধ্যতামূলক। ক্লাস শুরুর আগে সব স্কুলে গানটি বাধ্যতামূলকভাবে গাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ সচিব সুব্রত ঘোষ বলেন, 'প্রার্থনাসভায় রাজ্য সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্কুলগুলিকে তা মানতে হবে।' এতদিন স্কুলগুলিতে নিজস্ব সংগীতের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী কখন জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

যদিও পর্ষদের এক কর্তা বলেন, 'প্রার্থনাসভায় স্কুলগুলি প্রথমে নিজস্ব পছন্দের কোনও গান গাইত। তারপর জাতীয় সংগীত গাওয়া হত। এবার থেকে স্কুলগুলি তাদের নিজস্ব গানের পর রাজ্য সংগীত ও জাতীয় সংগীত গাইবে। এই নিয়ে বিতর্কের

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ

কিছু নেই।' পর্ষদ কর্তার কথা অনুযায়ী, ক্লাস শুরুর আগে তিনটি গানও গাইতে হতে পারে।

এই নির্দেশিকা নিয়ে শিক্ষাবিদদের প্রতিক্রিয়া তীব্র। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'প্রার্থনা সংগীত হিসেবে এই গান গাওয়া যেতেই পারে। রবীন্দ্রনাথের এই গানের সঙ্গে বাঙালির আবেগ জড়িয়ে আছে। কিন্তু সরকার সবকিছু চাপিয়ে দিতে পারে না। তাই বাধ্যতামূলক করা মেনে নিতে পারি না।'

শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, 'অনুপ্রেরণাদায়ক বহু প্রাসঙ্গিক সংগীত রয়েছে। সেই নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু যেন মনে হচ্ছে প্রতিযোগিতায় আমাদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নত করার জন্য যা করণীয়, তা করা হচ্ছে না। বদলে যা করা হচ্ছে, তার মূল্য কী?'

বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে তৃণমূল বাঙালি ভাবাবেগকে উসকে দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে। বাঙালি অস্মিতাকে ভোটের অস্ত্র করে তুলছে। ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর নিয়েও বাঙালি ভাবাবেগকে উসকে দিতে মরিয়া রাজ্যের শাসকদল।

রাজ্য সংগীতকে স্কুলে বাধ্যতামূলক করার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকাকে এই আবহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৩ সালেই গানটিকে রাজ্য সংগীত হিসেবে ঘোষণা করার পর এতদিন শুধু সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান শুরুর আগে গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছিল নবান্ন। তখনও স্কুলের জন্য নির্দেশিকা ছিল না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকায় রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও

এরপর দশের পাতায়

ক্যাম্প করে ফর্ম বিলি বিএলও-দের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : পাড়ায় শিবির করে সেখান থেকেই ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের ফর্ম বিলি করছেন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। কোথাও আবার বিএলও নয়, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অর্থাৎ বুথ লেভেল এজেন্টই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিয়ে আসছেন।

যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাঁরা বলছেন, নির্বাচন কমিশন বলেছে, বাড়ি বাড়ি এসে বিএলও-রা ফর্ম দিয়ে যাবেন। অথচ আমাদের বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম ফেলে ক্যাম্পে গিয়ে ফর্ম নিতে হচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় বিতর্ক ছড়ায়। এসআইআর নিয়ে মানুষ এতটাই চিন্তায় যে, সমস্ত কাজকর্ম ফেলে বিএলও'র খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক তথা মহকুমা নির্বাচন আধিকারিক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'এই সংক্রান্ত বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করুন।'

গত মঙ্গলবার থেকে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি হিসাবে বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি এসআইআর ফর্ম নিয়ে যাচ্ছেন। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিএলও-রা বাড়িতে গিয়ে সেই বাড়ির ভোটারদের প্রত্যেককে দুটি করে ফর্ম দেবেন। সেই ফর্মগুলি

বিতর্ক যা নিয়ে

- বিএলও নয়, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অর্থাৎ বুথ লেভেল এজেন্টই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিচ্ছেন
- অন্য কাজকর্ম ফেলে বিএলও'র খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছেন মানুষ
- কমিশনের নির্দেশ, বিএলও-রা বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের প্রত্যেককে দুটি করে ফর্ম দেবেন
- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে একটি করে এসআইআর ফর্ম দেওয়া হচ্ছে

কীভাবে পূরণ করতে হবে, সেখানে কোন কোন তথ্য থাকা বাধ্যতামূলক- এই সমস্ত কিছুই ভোটারকে জানাতে হবে।

এরপর দশের পাতায়

জুতোর মালা গলায় বিজেপির বিএলএ।

মাথাভাঙ্গায় বিএলএ-কে জুতোর মালা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৬ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গাজুড়ে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা। এসআইআর চলাকালীন বিজেপির বিএলএ-২'কে মারধর করে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিএলও-র চোখের সামনে গোটা ঘটনা ঘটলেও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। বিজেপির অভিযোগ, স্থানীয় বিএলও নিজেই তৃণমূল নেতার ভাই। তাঁর নীরব দর্শক হয়ে থাকার কারণও সেটাই। ঘটনায় এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ফটিক দাস, সুজন দাস ওরফে কেতা এবং খইমালা দাসের বিরুদ্ধে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা শেখর রায়। এসআইআর চলাকালীন সরকারি নথি হাতে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রকাশ্যে বিজেপির বিএলএ অপমানিত হওয়ায় এবং তাঁকে মারধর করে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ছাটখাটেরবাড়িতে।

নিগৃহীত বিজেপি বিএলএ-২ নিবাস দাসের বক্তব্য, এদিন সকালে ছাটখাটেরবাড়ি ২/২৩৯ বুথের এসআইআর-এর কাজে তিনি বিএলও নিশীথ রায়ের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। গ্রামের ফটিক দাসের বাড়িতে পৌঁছোতেই ফটিক দাস ও সুজন দাস ওরফে কেতা তাঁর উপর চড়াও হন। এরপর খইমালা দাস এগিয়ে এসে তাঁর গলায় জুতোর মালা ঝুলিয়ে দেন এবং তাঁকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন। নিবাসের অভিযোগ, 'বিএলও নিশীথ রায়ের সামনেই আমাকে অপমান করা হয়েছে। তিনি কিছুই বলেননি। কারণ তিনি তৃণমূল পরিচালিত মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত রায়ের ভাই।'

বিজেপির জেলা এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য শেখর রায় বলেন, 'তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। সরকারি কাজে নিযুক্ত দলের প্রতিনিধিকে মারধর ও অপমান করা হচ্ছে, অথচ প্রশাসন নীরব। এই ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিজেপি।' শেখরের আরও অভিযোগ, 'বিএলও নিশীথ রায় প্রথম থেকেই পক্ষপাত দেখাচ্ছিলেন।'

এরপর দশের পাতায়

ভাষা বিতর্কের সঙ্গী 'ভুল' ওষুধ

প্রেসক্রিপশন নিয়ে ৭ বছরের এক শিশুকন্যার মা যান ফার্মাসিতে। হিন্দিতে কথা বুঝতে না পারায় 'ইন্টার্ন' তরুণী বিষয়টিকে ওই মহিলার দোষ বলে কটাক্ষ করেন। ভুল ওষুধ দেওয়ার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে। পরে বিক্ষোভ সামলাতে নামে পুলিশ।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : 'বাংলা বুঝি না, হিন্দিতে বলুন', পেটব্যথায় কাতরানো সাত বছরের শিশুকন্যার মা ও এক পরিচিতকে বলা হল ফার্মাসি থেকে। ভাষা বিতর্কে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। ঝামেলার শেষ এখানেই নয়। অভিযোগ, ফার্মাসির ওই কাউন্টার থেকে ভুল ওষুধ দেওয়া হয়েছিল রোগীর পরিবারকে। জানাজানি হতেই পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়। ঝামেলা বড় হতে থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বৃহস্পতিবারের ঘটনা।

বাংলা ভাষা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে এর আগে। রাজনীতির ময়দানে এই ইস্যু হয়ে উঠেছে হাতিয়ার। ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে বারবার। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও সাংবাদিককে হিন্দিতে প্রশ্ন করতে বলে ভাষা বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। তালিকায় নতুন সংযোজন জেলা হাসপাতাল।

অভিযোগ, প্রেসক্রিপশন দেখানোর পর ফার্মাসিতে বসা এক তরুণী হিন্দিতে কথা বলতে শুরু করেন। বুঝতে অসুবিধা হওয়ায় রোগীর মা ও তাঁর সঙ্গে আসা এক পরিচিত বাংলায় বলতে অনুরোধ করেন। ওই তরুণী যদিও কর্ণপাত করেননি। এরপর ওই কাউন্টার থেকে দেওয়া ওষুধ কখন কীভাবে খেতে হবে, তা বোঝার জন্য হাসপাতালের বাইরে একটি ওষুধের দোকানে যান তাঁরা। রোগীর মায়ের সঙ্গে আসা রণজিৎ সাহা নামে সেই ব্যক্তির দাবি, ''ওষুধের দোকান থেকে জানানো হয়, একটি ওষুধ ভুল দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা হাসপাতালে গিয়ে ওই কাউন্টারের পাশের কাউন্টারে গিয়ে প্রেসক্রিপশন সহ ওষুধ দেখাই। সেখানে বসা এক ব্যক্তি 'একটি ওষুধ ভুল করে দেওয়া হয়েছে' বলে ভুল ওষুধটি নিয়ে নেন।'' এরপর অভিযুক্ত তরুণীকে ভুল ওষুধের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি ফের হিন্দিতে কথা বলেন। রণজিতের কথায়, ''আমি বাংলায় কথা বলতে বললে উনি পালটা আমাকে বলেন, 'হিন্দি বোঝেন না, এটা আপনার সমস্যা'।''

জেলা হাসপাতালের সুপারের ঘরে রোগীর পরিবারের লোকজন।

ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। অন্য কর্মীরা অভিযুক্তকে ফার্মাসির কাউন্টার থেকে সরিয়ে দেন। অস্বস্তিতে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এরপর দশের পাতায়

ফর্ম পূরণ করতে পারবে পরিবারও

পরিযায়ীদের স্বস্তি দিল নির্বাচন কমিশন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : এসআইআর ঘোষণা হতেই চিন্তায় ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। যাঁরা ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের এসআইআরের জন্য এনুমারেশন ফর্ম কি বাড়িতে এসে পূরণ করতে হবে? এই প্রশ্ন অনেকেই করছিলেন। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিলেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'কোনও বৈধ ভোটার এসআইআরে বাদ যাবেন না। সবার নাম থাকবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ির লোকেরা তাঁদের ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। এছাড়াও কিউআর কোডের মাধ্যমেও ফর্ম পূরণ করা যাবে।' এদিন মনোজ ছাড়াও সিনিয়ার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী সহ কমিশনের দল এসআইআর সম্পর্কিত একটি বৈঠক করে ডুয়ার্সকন্যায়। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মনোজ পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্তব্য করেন।

ফর্ম বিলি করছেন বিএলও। আলিপুরদুয়ারের সোনাপুরে। -সংবাদচিত্র

ফর্ম নিয়ে চা, পরিযায়ী শ্রমিকদের চিন্তা এতে অনেকটাই দূর হল বলে মনে করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতার বাসিন্দা সুনীল দাস যেমন জয়পুরে কাজ করেন। এদিন ওই কথা শুনে তিনি বলেন, 'এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। তবে বাড়ির লোক ফর্ম পূরণ করতে পারলে আর চিন্তা নেই।' পুনেতে শ্রমিকের কাজে থাকা নিমতির বাসিন্দা পূরণ ওরাওঁ বলেন, 'ভেবেছিলাম এবার হয়তো বাড়ি যেতে হবে এসআইআরের জন্য। তবে এখন আর যেতে হচ্ছে না।'

'শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে ভারতীয় মজদুর সংঘের জেলা সম্পাদক কুশল চট্টোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, তাঁদের কাছে খবর রয়েছে নির্বাচন কমিশন অনলাইন ফর্ম পূরণের ব্যবস্থাও চালু করতে পারে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ বলেন, 'প্রয়োজন পড়লে আমাদের বিভিন্ন বুথের বিএলএ-২ সহ কর্মীরা গিয়ে ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করবেন।'

এদিন একদিকে যেমন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সুখবর দেওয়া হয় তেমনই আবার জেলার নির্বাচনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের কড়া বার্তাও দেওয়া হয়। কোনও ভুয়ো ভোটার যদি কোনওভাবে সংশোধিত ভোটার তালিকায় জায়গা পান, তাহলে সেই ভোটারের ফর্ম দেখার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের শাস্তি পেতে হবে বলে জানানো হয়। ফর্ম জমা দেওয়ার সময় কোনও কাগজ জমা দিতে হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

কোনও ভোটারের কাছেই কোনও কাগজ চাওয়া যাবে না। সব কাগজ দেখানোর প্রক্রিয়া হবে হিয়ারিংয়ের সময়। বিভিন্ন জায়গায় বিএলও-দের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দলের তরফে জানানো হয়, জেলা নির্বাচন আধিকারিকরা সমস্যাগুলির সমাধান করবেন।

মেধা তালিকায় ৪৯তম হর্ষ

নাগরাকাটা, ৬ নভেম্বর : চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির (সিএ) পরীক্ষায় সর্বভারতীয় মেধাতালিকায় ৪৯তম স্থান অধিকার করলেন চামুর্চির ছাত্র হর্ষ মিত্তাল। প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই এমন ফল করেছেন তিনি। হর্ষর সাফল্যে এখন তাই গোটা চা বলয়ে খুশির হাওয়া। হর্ষ বলছেন, 'মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে যে কোনও পরীক্ষায় সাফল্য মেলা সম্ভব। আমি যখন পেরেছি, অন্যরাও পারবেন।' ভবিষ্যতে কর্পোরেট জগতে প্রবেশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন হর্ষ। আর ছেলের কৃতিত্বে চোখে জল বাবা সঞ্জীবকুমার ও মা ববিতা মিত্তালের। দম্পতি বলছেন, ছোট থেকে হর্ষকে পড়তে বসার কথা বলতে হত না। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে গিয়েছে। তাঁর পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, হর্ষর প্রারম্ভিক পড়াশোনা চামুর্চির সিটি অফ ফেথ নামে এক স্কুল থেকে। পরে ২০২১ সালে বিন্নাগুড়ির সেন্ট জেমস স্কুল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হন তিনি। এরপর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পাশাপাশি সিএ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন।

প্রয়াত চিকিৎসক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ নভেম্বর : এলাকার মৌলবাদীদের দাপটে মেয়েদের ফুটবল খেলা বন্ধ হতে বসেছিল। বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ২০১৪ সালে বাল্যবন্ধু রেজা রাজিকে নিয়ে গ্রামের মাঠে মেয়েদের ফুটবল খেলার আয়োজন করেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার চণ্ডীপুর গ্রামের অশীতিপর ডাক্তার পীযূষকান্তি দাস। দীর্ঘ রোগভোগের পর বৃহস্পতিবার ভোরে নিজের বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

একসময় বাবার নির্দেশে উচ্চ বেতনের ডাক্তারি চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন, শুধুমাত্র গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করবেন বলে। মাত্র ২ টাকা ভিজিটে গ্রামের মানুষের চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। এলাকার মুশকিল আসানে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা দেখা যেত। প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে দীর্ঘদিন এলাকায় সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। পীযূষকান্তি দাসের ভাগ্নি, ভারতীয় হ্যান্ডবল দলের প্রাক্তন অধিনায়িকা অনীতা রায় বলেন, 'তাঁর মৃত্যুতে গ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। গ্রামে খেলাধুলো থেকে শুরু করে নারী শিক্ষার বিষয়ে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।'

অ্যাফিডেভিট

আমি সহিদুল হক্, পিতা- বাচ্চা মিয়া, ছোট সিঙ্গিমারী, পো: পাতলাখাওয়া, থানা- পুন্ডিবাড়ী, জেলা- কোচবিহার, আমার নাম সহিদুল হক্ এবং বাবার নাম বাচ্চা মিয়া, ভুলবশ:ত জমির খতিয়ানে আমার নাম সহিদুল ইসলাম ও বাবার নাম ঝড়ু মহম্মদ হয়েছে। ১০/১২/২৪ তারিখে J.M. ফার্স্ট কোর্ট কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি সহিদুল হক্, পিতা- বাচ্চা মিয়া নামে পরিচিত হলাম।

●

আমি Subita Kujur পিতা মৃত Jogi Kujur আধার কার্ডে আমার নাম Sabita Kujur এবং জন্মসাল 1986 থাকায় গত ইংরাজী 29/10/25 জপলাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Subita Kujur জন্মসাল- 1985 ও Sabita Kujur জন্মসাল- 1986 উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। Huldibari. Binnaguri. (A/B)

●

I, Jharna Das w/o Togendra Nath Das. In my husband's PPO book my DOB is 02/03/1977. But actual DOB is 12/08/1979. As per aadhaar and the affidavit of Alipurduar Executive magistrate 4/11/2025, all documents DOB is same. (C/119037)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি আশিঘরের পাশে কারখানার জন্য লেবার চাই। MB - 9475665570. (C/119033)

●

Beauty Salon-এ কাজের জন্য ১জন Beautician ও Helper মেয়ে চাই। 9832036768. (C/119035)

●

আবাসিক বিদ্যালয়ের পূর্ণ সময়ের শিক্ষক চাই। বিষয় - ইংরেজি, অঙ্ক, কম্পিউটার সায়েন্স ও খেলাধুলা। মালদা ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, ঠিকানা - সোনাঝুরি, পোঃ- ঝাড়পুকুরিয়া, মালদা। M - 9434511270/ 9733433300. (C/119036)

●

শিলিগুড়িতে প্লাইউডের দোকানে সবরকম কাজের জন্য কর্মঠ ছেলে ও মেয়ে চাই। বেতন: 8000+ প্রতিদিন 160 টাকা, ছুটির দিন বাদে। কাজের সময়- রোজ সকাল 9.30 টা থেকে রাত 9.30 টা। Phone- 9609055662. (C/119106)

●

শিলিগুড়ি, কিশনগঞ্জের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি+খাবার ব্যবস্থা)। বেতন: 10,000/- - 11,500/-. (M) 8797633557. (C/119107)

অ্যাফিডেভিট

6/11/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Santoshi Balmiki ও Mina Balmiki একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113603)

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/BDO/NIT-013/2025-26. Last date of online bid submission 27/11/2025 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

e-Tender Notice
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I..T No:- 1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-09/2025-26 MEMO No. 3250/JM DATE:17/10/2025
Tender ID : 2025_MAD_935789_1
Tender ID : 2025_MAD_935789_2
Tender ID : 2025_MAD_935789_3
Tender ID : 2025_MAD_935789_4
Tender ID : 2025_MAD_935789_5
Tender ID : 2025_MAD_935789_6
Tender ID : 2025_MAD_935789_7
Tender ID : 2025_MAD_935789_8
Tender ID : 2025_MAD_935789_9
Tender ID : 2025_MAD_935789_10
Tender ID : 2025_MAD_935789_11
Tender ID : 2025_MAD_935789_12
Tender ID : 2025_MAD_935789_13
Tender ID : 2025_MAD_935789_14
Tender ID : 2025_MAD_935789_15
Tender ID : 2025_MAD_935789_16
Tender ID : 2025_MAD_935789_12
Tender ID : 2025_MAD_935789_13
Tender ID : 2025_MAD_935789_14
Tender ID : 2025_MAD_935789_15
Tender ID : 2025_MAD_935789_16
Tender ID : 2025_MAD_935789_17
Tender ID : 2025_MAD_935789_18
Tender ID : 2025_MAD_935789_19
Tender ID : 2025_MAD_935789_20
Tender ID : 2025_MAD_935789_21
Tender ID : 2025_MAD_935789_22
Last date of bidding (On line) dated:- November 26, 2025 at 11:00 Hrs.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৪১_২০২৫/কে/৯২৬; তারিখ: ০১-১১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৪১_২০২৫। কাজের নাম : (i) কাটিহার ডিভিশনে ২ বছরের জন্য বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। (ii) কাটিহার ডিভিশনে ২ বছরের জন্য বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৭৫ কেভিএ -এর কম ক্ষমতার ডিজি সেটের শিডিউল রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৬৮,৪৮,৫৬৬.৫৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৩৭,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৫-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জিআন্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/৩৬_২০২৫/কে/৯০৬, তারিখ: ৩০-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ৩৬_২০২৫, কাজের নাম: "সিনি. ডিইএন/I/ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে বারসুইতে পুরানো কোয়ার্টারগুলিকে ১৬ ইউনিট টাইপ-II এবং ৪ ইউনিট টাইপ-III মাল্টিস্টোরিড কোয়ার্টার দ্বারা প্রতিস্থাপন" -এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২৩,৫৭,০১৭/- টাকা; বায়নার অর্থ: ৪৭,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/৩৯_২০২৫/কে/৯২২, তারিখ: ৩১-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ৩৯_২০২৫, কাজের নাম: (ক) "কাটিহার ডিভিশনের একলাখী, আদিনা, গুড মালদা, ... [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহারে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৪০_২০২৫/কে/৯২৫ তারিখ: ০১-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার সংখ্যা: ৪০_২০২৫। কাজের নাম: ... [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৩৫_২০২৫/কে/৯০৫; তারিখ: ৩০-১০-২০২৫; ... [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহারে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৩৪_২০২৫/কে/৯০৪ তারিখ ৩০-১০-২০২৫। ... [illegible] ... ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং সিওএম/পার্কিং/এমএলডিটি/সিপিআরও/২০২৫, তারিখ : ০৪.১১.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অকশন পরিচালন অধিকর্তা), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বারহারওয়া (বিএইচডব্লিউ), সুজনীপাড়া (এসপিএলই) ও রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. : পার্কিং-১২-২০২৫; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় : ১৯.১১.২০২৫, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্রম নং., লট নম্বর এবং স্টেশন যথাক্রমে :- (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিএইচডব্লিউ-এমএক্স-২৬-২৫-২; বারহারওয়া; (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-২৩-২৫-১; সুজনীপাড়া; (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৫-৪; রাজমহল; (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিপিভি-৭৪-২৫-১; রাজমহল; সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস- ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-217/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Alipurduar
PO- Alipurduar Court, Dist. Alipurduar, Pin- 736122.
NOTIFICATION
Applications are invited from the Retired Govt. employees for Walk-In-Interview on 18.11.2025 for the post of Contractual Clerical Staffs(Gr.C) at the office of the District Magistrate, Alipurduar. Engagement Notification and application forms available in the district website, i.e. https://alipurudar.gov.in/
Sd/-
District Magistrate
Alipurduar
Memo no. 65(2)dico/advt/apd Date: 06/11/2025

অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্যে সহায়ক নিযুক্তি
বিজ্ঞাপন নোটিশ নং সি/কে-১৫০/এটিভিএম ফ্যাসিলিটেটর/২৫ তারিখ: ০৩-১১-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে, কাটিহার মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীর স্ত্রী/পুত্র/কন্যা এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কাটিহার মণ্ডলের স্টেশনগুলিতে স্থাপন হতে চলা অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) এর মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্যে ১৬ টি স্থানে সহায়ক নিয়োগের হেতু আবেদন আহ্বান করছেন। সহায়ক হিসেবে কাজ করার নিয়োগ প্রাথমিকভাবে দু'বছরের জন্য হবে এবং বিদ্যমান নীতি নির্দেশিকা অনুসারে সময়ে সময়ে বাড়ানো হবে। নির্বাচিত আবেদনকারীর এটিভিএম সহায়ক হিসেবে নিয়োগের কারণে রেলওয়েতে চাকরির কোনো দাবি থাকবে না। রেলওয়ে কর্তৃক কোনো পারিশ্রমিক/বেতন/মজুরি প্রদান করা হবে না। নির্বাচিত সহায়কদেরকে এটিভিএম স্মার্ট কার্ডে সময়ে সময়ে প্রযোজ্য বোনাস ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। অতিরিক্ত বিস্তৃত তথ্যের জন্যে, অনুগ্রহ করে প্যারা নং ৩-এ বোনাসের যোগ্যতার শর্তাবলী দেখুন।
নীচে স্টেশনগুলির তালিকা, প্রত্যেক স্টেশনের বিপরিতে এটিভিএম-এর সংখ্যা এবং প্রত্যেক স্টেশনের বিপরিতে নিয়োগ করার জন্য সহায়কদের সংখ্যা দেওয়া হলো:

ক্রমিক সংখ্যা.	স্টেশনের নাম	শ্রেণী	এটিভিএমের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটেটরের সংখ্যা
১	কাটিহার	এনএসজি-২	০৮	২০
২	বারসোই	এনএসজি-৩	০৩	০৭
৩	পুর্নিয়া	এনএসজি-৩	০৪	১০
৪	জোগবানী	এনএসজি-৩	০৩	০৭
৫	কিষাণগঞ্জ	এনএসজি-৩	০৪	১০
৬	সামসি	এনএসজি-৪	০৩	০৭
৭	রায়গঞ্জ	এনএসজি-৪	০৩	০৭
৮	ফরবেসগঞ্জ	এনএসজি-৫	০৩	০৭
৯	আরারিয়া কোর্ট	এনএসজি-৪	০২	০৫
১০	কালিয়াগঞ্জ	এনএসজি-৫	০২	০৫
১১	লালগোলা	এনএসজি-৫	০২	০৫
১২	বালুরঘাট	এনএসজি-৪	০২	০৫
১৩	আলুয়াবাড়ি রোড	এনএসজি-৫	০২	০৫
১৪	জলপাইগুড়ি	এনএসজি-৫	০২	০৫
১৫	গঙ্গারামপুর	এনএসজি-৫	০২	০৫
১৬	বুনিয়াদপুর	এনএসজি-৫	০২	০৫

আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ২২-১২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত টেন্ডার খোলার তারিখ: ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টায়। আবেদনপত্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in থেকেও ডাউনলোড করা যাবে।
জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
জলপাইগুড়ি ৪ ৯ ১০ NOV.
হোটেল ভেলা প্রিভম
10th November upto 2 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

আজ হলদিবাড়ি কাল শিলিগুড়ি পরশু মালবাজার ১০.১১ ময়নাগুড়ি
শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

Tender Notice
E-NIT No: -15(e)/CHAN-II/APAS/2025-26, Dated-03/11/2025, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Dev. Block, Malatipur
Malda

সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
JATADHARA
*ing : Sudhir Babu, Sonakshi Sinha
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
Deewaniyat — SONAM BAJWA, HARSHVARDHAN RANE — SHOW TIME 11.00 AM, 1.30 PM, 7.00 PM
স্বার্থপর — KOEL MALLICK, RANJIT MALLICK, KOUSIK SEN — SHOW TIME 4.15 PM

আজ টিভিতে

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ ভিলেন, দুপুর ১.৪৫ হঙ্গামা, বিকেল ৪.৪৫ আলো, সন্ধে ৭.৪৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.৪৫ লাঠি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দেবতা, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ মস্তান

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ তোমায় পাব বলে, দুপুর ১২.০০ রক্ত নদীর ধারা, ২.৩০ রূপবান, বিকেল ৫.০০ চৌধুরি পরিবার, রাত ১০.৩০ দাবাড়ু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মন মানে না

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৬ দবং-টু, দুপুর ১.৪৯ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১৭ হিম্মতওর, রাত ৮.৩০ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.৫৭ পথু থালা

জি বলিউড : বেলা ১১.৩৫ আরজু, দুপুর ২.০২ প্রেমগ্রন্থ, বিকেল ৫.০২ কোহরাম, সন্ধে ৭.৫৯ নসীব, রাত ১১.৩২ ইজ্জত

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.০২ দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার, দুপুর ১২.৪৫ অন্ধাধুন, বিকেল ৩.০৫ ব্যাং ব্যাং, ৫.৪১ বিল্লু, সন্ধে ৭.৫৯ রেঙ্গুন, রাত ১০.৪২ নো ওয়ান কিলড জেসিকা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৯ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৩.৪২ দবং-থ্রি, বিকেল ৫.৪৫ ডি ব্লক, সন্ধে ৭.৫৯ ভোলা, রাত ১০.০০ ইচ্ছাধারি কিং কোবরা

আলো বিকেল ৪.৪৫ জলসা মুভিজ

রিলেন্টলেস এনিমিজ রাত ১০.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

দবং-থ্রি বিকেল ৩.৪২ অ্যান্ড পিকচার্স

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৯৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৯৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হবে। আইনি ঝামেলায় নিজের বুদ্ধিবলে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আর্থিক শুভ। বৃষ : হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাবেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যায় চিন্তা থাকবে। মিথুন : লক্ষ্যে পৌঁছোতে সফল হবেন। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথ খুলবে। জমি কেনাবেচায় বিপুল লাভ। কর্কট : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ খুব সহজেই সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। চাকরি সংক্রান্ত পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। প্রেমে শুভ। কন্যা : সাংসারিক খরচ বাড়বে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্তরা সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারেবেন। তুলা : জরুরি কোনও কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বেহিসেবি খরচের মাশুল গুনতে হবে। সংসারে জটিলতা কাটবে। বৃশ্চিক : অলসতার কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হবে। চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। ভ্রমণে গিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়তে শুরু হবে। ধনু : বেফাঁস কোনও কথা বলে পরিবারে অশান্তি। সৃজনমূলক কাজে প্রশংসিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ আরও সক্রিয় হবে। মকর : ঝামেলা, বিবাদ, বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য এবং সেই সূত্রে ভালো চাকরি পেতে পারেন। কুম্ভ : বেলার দিকে দারুণ খবর পেতে চলেছেন। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। আর্থিক শুভ। মীন : ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। জমি কেনার ভালো সুযোগ পাবেন। সারাদিন আনন্দে কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ কার্তিক, ৭ নভেম্বর ২০২৫, ২০ কাতি, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ বদি, ১৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৯, অঃ ৪।৫৩। শুক্রবার, দ্বিতীয়া দিবা ২।২৩। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৬।৫৬ পরে রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।১৮। বরীয়ানযোগ দিবা ৬।৪৩ পরে পরিঘযোগ রাত্রি ৩।৩৬। গরকরণ দিবা ২।২৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।১৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৬।৫৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৫।১৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৬।৫৬ গতে একপাদদোষ, দিবা ২।২৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ২।২৩ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি- ৮।৩৫ গতে ১১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৭ গতে ৯।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৫।৯ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১।১৪ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৪৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডণ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৮ মধ্যে ও ৭।৩১ গতে ৯।৩৯ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৪।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪০ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ৩।২৪ মধ্যে ও ৪।১৯ গতে ৫।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঝোপে গোছা গোছা ভোটার কার্ড

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে চারিদিক বর্তমানে সরগরম। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের নির্বাচন কার্যালয়ের পিছনে ঝোপঝাড়ে গোছা গোছা ভোটার কার্ড পড়ে থাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এই ভোটার কার্ডগুলির মধ্যে মালদার নানা এলাকার ভোটারদের নথি রয়েছে। কী কারণে এখানে এই ভোটার কার্ডগুলি পড়ে রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, উঠেওছে। প্রশাসনের অবশ্য দাবি, পড়ে থাকা ওই ভোটার কার্ডগুলি বাতিল করা কার্ড। তবে বাতিল করা হলেও কার্ডগুলির সেখানে পড়ে থাকার কথা নয় বলে প্রশাসনের দাবি।

রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল বলেন, 'এগুলি পুরোনো ভোটার কার্ড। এগুলিকে বাতিল করা হয়েছে। তবে বাতিল করা হলেও এগুলির সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকার কথা নয়। কী কারণে ভোটার কার্ডগুলি সেখানে পড়ে ছিল তা খতিয়ে দেখা হবে।'

প্রশাসন অবশ্য যাই দাবি করুক না কেন, বিষয়টি এদিন ভালোভাবেই চর্চায় ছিল। কাজের সূত্রে চিরঞ্জিত মহন্ত এদিন ডিও অফিসে এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'যখন এসআইআরের কাজ চলছে সেই সময় বিডিও অফিসের পিছন দিকে ঝোপঝাড়ে প্রচুর ভোটার কার্ড পড়ে থাকার বিষয়টি যথেষ্টই চিন্তার। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।'

এই পরিস্থিতিতে রিরোধীরা প্রশাসনের ভূমিকায় সরব হয়েছে। বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লক আহ্বায়ক নিতাই মণ্ডল বললেন, 'এসআইআর হচ্ছে ভূত তাড়ানোর ওষুধ। এসআইআর না হলে বিডিও অফিসের বাউন্ডারির ভিতর ঝোপঝাড়ে শয়ে-শয়ে ভোটার কার্ড পাওয়া যেত না। টাকাপয়সা নিয়ে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে এই ভোটার কার্ডগুলি তৈরি করা হয়েছে।' গোটা ঘটনার সঙ্গে প্রশাসন ও শাসক শিবিরের অনেকে যুক্ত বলে পদ্ম নেতার দাবি। ঠিকমতো তদন্ত করা হলে অনেক কিছুই স্পষ্ট হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। রাজগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'যাঁরা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা বিষয়টি দেখবেন।'

জীবন ও জীবিকা। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বনাঞ্চল লাগোয়া কারখানা, গোডাউনে বিপদ

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : আশিঘর মোড় থেকে ফারাবাড়ি, রাস্তার দু'ধারে শুধুই বিভিন্ন কারখানা এবং গোডাউন। ছবির তেমন পরিবর্তন দেখা যায় না উত্তর একতিয়াশাল, বড় ফাঁপড়ি, ছোট ফাঁপড়ি, পাপিয়াপাড়া, ফকদইবাড়ি, তেলিপাড়ায়। গত কয়েক বছরে যেন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এলাকাগুলিতে। শহরে প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ায় ব্যবসায়ীদের বড় অংশ বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট লাগোয়া জায়গাগুলিকে বেছে নিচ্ছেন, তা সময়ের সঙ্গে কারখানা ও গোডাউনের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই স্পষ্ট। কিন্তু এই গোডাউন ও কারখানাগুলিতে ফায়ার লাইসেন্স আদৌ রয়েছে কি? অগ্নিনির্বাপণের ন্যূনতম কোনও পরিকাঠামো, ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে কি?

গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এখানকার বেশ কয়েকটি কারখানায়। বুধবারও তেলিপাড়া এলাকায় একটি ইলেক্ট্রিক সামগ্রীর ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রায় দেড় মাস আগে ওই এলাকাতেই অন্য একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল। কয়েকমাস আগে একই ধরনের ঘটনা ঘটে পাপিয়াপাড়াতেও। একের পর এক এমন ঘটনায় সামনে আসে ফায়ার লাইসেন্স ছাড়াই রমরমিয়ে চলছে ফ্যাক্টরি বা কারখানাগুলি। কিন্তু নজর নেই প্রশাসনের। ফ্যাক্টরিতে থাকা কর্মীদের কেউবা প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন, সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে বলে আবার কারও দাবি। কিন্তু ব্যবস্থাটা কী স্পষ্ট হচ্ছে না কিছুতেই। বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় কারখানাগুলি গড়ে ওঠায় কোনওভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়লে বড়সড়ো বিপদ ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কাও করছেন অনেকে।

এ বিষয়ে ডাবগ্রাম-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে ফ্যাক্টরিগুলিতে। আমরা একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পরিদর্শনে যাওয়ার। তবে কিছু কাজের চাপে এখনও তা হয়ে ওঠেনি। বুধবারের ঘটনা শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শীঘ্রই ফ্যাক্টরিগুলিতে গিয়ে সরেজমিনে সমস্তটা দেখা হবে।' শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার ডি লেপচা বলেন, 'অনেকেই ফায়ার লাইসেন্স ছাড়া ফ্যাক্টরি ও গোডাউন চালাচ্ছেন। এরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে, তখন আমাদের ডাকছেন। অনলাইনেই সমস্ত প্রক্রিয়া রয়েছে। সেখানেই ফায়ার লাইসেন্স পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। সেগুলো সম্পন্ন করলেই তাঁরা ফায়ার লাইসেন্স পেয়ে যেতে পারেন। অনেক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরে সমস্ত কিছু যাচাই করে দেখা যায় ফায়ার লাইসেন্স বা ফায়ার সেফটি, কোনও কিছুই নেই।'

এমন ঘটনায় চিন্তা বাড়াচ্ছে স্থানীয়দের। পাপিয়াপাড়ার বাপি রায় বলছিলেন, 'আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করব, বড় কিছু ঘটার আগে দয়া করে এই বিষয়টাতে নজর দিক।'

আগুনে পোড়া ফ্যাক্টরি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে ফ্যাক্টরিগুলিতে। আমরা একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পরিদর্শনে যাওয়ার। তবে কিছু কাজের চাপে এখনও তা হয়ে ওঠেনি। বুধবারের ঘটনা শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শীঘ্রই ফ্যাক্টরিগুলিতে গিয়ে সরেজমিনে সমস্তটা দেখা হবে।

মিতালি মালাকার *প্রধান, ডাবগ্রাম-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত*

ক্রেতা নেই, ধুঁকছে এসজেডিএ মার্কেট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ক্রেতাদের যাওয়া-আসা কমেছে। ফলে একে একে দোকানের শাটার নামতে শুরু করেছে জংশনের এসজেডিএ মার্কেটে। একসময় এই মার্কেটে একশো কুড়িটি দোকান থাকলেও এখন মাত্র ষাটটি দোকান খোলা রয়েছে। কতদিন খোলা থাকবে তা নিয়ে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী অশোক দাস, প্রদীপ বিশ্বাসরা জানালেন, একসময় টার্মিনাসে আসা যাত্রীদের অনেকেই এই মার্কেটে ঘুরে যেতেন, কেনাকাটা করতেন। এখন এই মার্কেটের কথা সবাই কার্যত ভুলেই গিয়েছেন। এসজেডিএ-র প্রধান কার্যালয়ও সরে যাওয়ায় ভবনে সাধারণ মানুষের যাতায়াতও আর নেই।

বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত ব্যবসায়ীরা। ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় কী, সেটা অবশ্য জানা নেই কারও। এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার অবশ্য বলছেন, 'আমি ওখানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওই জায়গাটা সংস্কার করতে হবে। তার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের একটি রিপোর্টও তৈরি করতে বলেছি। সংস্কারের পর ওখানকার ব্যবসার হাল কীভাবে ফেরানো যেতে পারে, সে ব্যাপারেও আমরা অবশ্যই আলোচনা করব।'

ব্যবসায়ী শিবেশ সরকার বলছিলেন, 'একসময় আমাদের এখানে ইলেক্ট্রনিক্সের বিভিন্ন সামগ্রী, ছাতা থেকে পর্যটনের নানা দোকান ছিল। সারাদিনই বাজারে ক্রেতাদের যাওয়া-আসা লেগে থাকত। এখন ক্রেতারা আর ঢুকতে চান না।' তিনি বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দোকান হোটেলে পরিবর্তন করে লোক টানার চেষ্টা করছেন। তাছাড়া যে অন্য কোনও উপায় নেই।'

দোকান বন্ধ করে দেওয়া নিলয় দাসের হতাশা, 'আমার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ছিল। সারাদিন বসে থাকতে হত। এভাবে কী আর সংসার চালানো যায়? তাই দোকান বন্ধ করে অন্য জায়গায় দোকানভাড়া নিয়ে ব্যবস্থা করছি।' এসজেডিএ চেয়ারম্যানের কথায়, 'এসজেডিএ মার্কেটে ঢোকার মুখটাতেও সমস্যা রয়েছে। সেই জায়গাটাও আমাদের ঠিক করতে হবে।' সবমিলিয়ে, কবে সংস্কার হবে, কবে ক্রেতাদের মুখ দেখবেন ব্যবসায়ীরা, তার উত্তর অবশ্য নেই কারও কাছেই।

তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের পাশে এসজেডিএ মার্কেট।

আমার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ছিল। সারাদিন বসে থাকতে হত। এভাবে কী আর সংসার চালানো যায়?

নিলয় দাস *ব্যবসায়ী*

ধৃতকে নিয়ে দিল্লি রওনা

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : দিল্লির ফরিদাবাদের এক ব্যক্তিকে ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ধৃত ঋতম মহারাজকে বৃহস্পতিবার দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল। এনজেপি থানা এলাকার গেট বাজারের বাসিন্দা ঋতমকে এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আবেদন মঞ্জুর হতেই ধৃতকে নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় পুলিশ।

গত মাসের শেষের দিকে ঋতমের মোবাইল থেকে ফরিদাবাদের এক ব্যক্তিকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ফরিদাবাদের পুলিশের দাবি, ওই ব্যক্তির ওপর কয়েকদিন আগে দুষ্কৃতীরা অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছিল। ঘটনায় ওই ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে যান। তবে পরে ওই ব্যক্তির মোবাইলে হুমকির ফোন আসছিল। তার মধ্যে একটি ফোন ঋতমের মোবাইল থেকে যায়।

৫০ শতাংশ বুথে বিএলএ নেই বিজেপির

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৬ নভেম্বর : ইসলামপুর মহকুমার চারটি বিধানসভা এলাকার ৫০ শতাংশ বুথে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-২ নিয়োগ করতে পারেনি পদ্ম শিবির। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূলের সন্ত্রাসের ভয়ে আমরা ৫০ শতাংশ বুথে বিএলএ-২ নিয়োগ করতে পারিনি।' যদিও বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেছেন, 'বিজেপি নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতা ঢাকতে আবোল-তাবোল বলছে।'

চোপড়ায় ২৮২টি, ইসলামপুরে ২৩৮টি, গোয়ালপোখরে ২৩৬টি এবং চাকুলিয়া বিধানসভায় ২৩৮টি বুথ রয়েছে। পদ্ম শিবির সূত্রের খবর, মোট বুথের ৫০ শতাংশে বিএলএ-২ নিয়োগ করতে পারেনি দল। যা নিয়ে বিজেপির অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে। দলের এক প্রভাবশালী নেতা বলেছেন, 'আমরা বিএলএ-২ হতে রাজি আছি। কিন্তু শাসকদলের সন্ত্রাস থেকে আমাদের সুরক্ষা কে দেবে? আপনারা দায়িত্ব নেবেন?' ওই নেতার সংযোজন, 'আমাদের বিধায়ক ও সাংসদ সম্প্রতি যেভাবে হামলার মুখে পড়েছেন, তাতে কে কার দায়িত্ব নেবে সেটাই বড় প্রশ্ন।' চোপড়া ব্লক দীর্ঘদিন বিরোধী শূন্য। সেই তুলনায় ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়া বিধানসভা এলাকায় বিজেপির সংগঠন একটু হলেও শক্তিশালী। অথচ এই তিনটি ব্লকেও এমন করুণ পরিস্থিতি হল কেন? দলের অন্দরে প্রশ্নগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে। বিজেপির

ইসলামপুর

জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ বলেন, 'চারটি বিধানসভা এলাকায় ৫০ শতাংশ বুথে আমরা বিএলএ-২ দিতে পারিনি। কারণ শাসকদলের সন্ত্রাস ও চোখরাঙানি। নিরাপত্তার প্রশ্নে বুথ স্তরে কর্মীরা পিছিয়ে গিয়েছেন। বিএলও-দের একাংশও শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন। আমরা সবটাই নজরে রেখেছি। ভোটে সাধারণ মানুষ এর উচিত জবাব দেবে। ২০২১ সালের বিধানসভা ও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের হিংসা বিভিন্ন এলাকায় মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে।' কানাইয়ার প্রতিক্রিয়া, 'বিজেপি নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতা ঢাকতে মনগড়া অভিযোগ করছে। ভিত্তিহীন অভিযোগ।'

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : চুরি যাওয়া সাইকেল উদ্ধারের পাশাপাশি প্রধাননগর থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত করণ মালিক শিলিগুড়ির কুলিপাড়ার বাসিন্দা। বুধবার সকালে এক ব্যক্তি প্রধাননগর থানায় তাঁর সাইকেল চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ অভিযুক্তকে শনাক্ত করে। রাতে পুলিশ কুলিপাড়া এলাকা থেকে করণকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি চুরি যাওয়া সাইকেলটি উদ্ধার করে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক ওই ব্যক্তিকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হল শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সংগঠনের ডিভিশন শাখার সভাপতি সঞ্জীব রায়, সম্পাদক দিলীপ দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ হেপাজত

বাগডোগরা, ৬ নভেম্বর : ধৃত বাংলাদেশি নন্দ মণ্ডলের ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। বুধবার ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এলাকা থেকে নন্দকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা রুজু করে। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে তোলে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

মোষ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ৬ নভেম্বর : অবৈধভাবে মোষ পাচার রুখল এসএসবি। বৃহস্পতিবার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৪৭টি মোষ উদ্ধার করা হল। বিহার থেকে মোষগুলি অসমে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসএসবি ধৃতদের বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড়ে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বিশেষ অভিযান চালান সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। সন্দেহজনকভাবে একটি কনটেনারকে আটক করা হয়। কনটেনারটি বিহার থেকে অসমের উদ্দেশে যাচ্ছিল। চালক অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকায় গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ছোট-বড় ৪৭টি মোষ। চালক মোষগুলির কোনও বৈধ কাগজপত্র কিংবা প্রাণী পরিবহণের পারমিট দেখাতে পারেননি।

উদ্বোধনে নেই উদয়ন গোষ্ঠী

রাসমেলা শুরু কোচবিহারে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ নভেম্বর : দলীয় কোন্দলের ছায়া কি এবারে রাসমেলাতেও? বৃহস্পতিবার মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে উদয়ন গুহ, জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, পরেশচন্দ্র অধিকারী, অভিজিৎ দে ভৌমিকের মতো (হিপ্পি) তৃণমূল কংগ্রেসের একঝাঁক প্রথম সারির নেতার অনুপস্থিতি সেই সম্ভাবনাকেই উসকে দিল। মাঠে ফিতে কেটে জেলা শাসক এদিন রাসমেলার সূচনা করেন। পরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা শাসক রাজু মিশ্র, পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় সহ পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলার ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, সহ সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ অনুপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

উদয়নকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এসআইআর-এর কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাই রাসমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি।' মোবাইলে ফোন করা হলেও হিপ্পি সাড়া দেননি। জগদীশের বক্তব্য, 'ব্যক্তিগত কারণে বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি।' গিরীন্দ্রনাথের বক্তব্যে অবশ্য অসন্তোষের বিষয়টি স্পষ্ট, 'পুরসভা আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আমরা সবাই একই দল করি। তাই আশা করেছিলাম কেউ অন্তত একবার ফোন করে বিষয়টি জানাবে। কিন্তু তা কেউ না করায় আমি এদিন রাসমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাইনি।' বাকিদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে মন্তব্য না করলেও অন্য শিবিরের কাছ থেকে সৌজন্যবোধ আশা করেছিলেন বলে জানান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের পুরসভার কর্মী-আধিকারিকরা সকলের বাড়িতে সম্মান সহকারে কার্ড পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি ব্যক্তিগত অসুবিধা ও সমস্যার কারণে যাঁরা আসতে পারেননি তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।'

রাসমেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।

তিনদিন পরেও ফর্মের আকাল চোপড়ায়

চোপড়া, ৬ নভেম্বর : এসআইআর চালু হয়ে তিনদিন পেরিয়ে গেলেও, এনুমারেশন ফর্মের আকাল চলছে চোপড়ায়। বৃহস্পতিবার দিনভর বিএলও-দের একাংশকে ফর্মের জন্য বিডিও অফিসে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। তাঁদের অনেকের দাবি প্রতিদিন মাত্র ১০টি করে ফর্ম নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এতে সমস্যা বাড়ছে। তাঁদের যুক্তি, ১০টি ফর্মের জন্য ১০ জনের বাড়ি যেতে হচ্ছে। একসঙ্গে সব ফর্ম হাতে পেলে একটি পরিবারে গেলেই, বাড়ির সবার ফর্ম একদিনেই দিয়ে দেওয়া যেত।

বিএলও-দের একাংশ বলছেন, তাঁদের ফর্ম আসেনি। এদিকে জোড়াতালি দিয়ে মানুষকে শান্ত রাখার চেষ্টা চলছে। বিডিও অফিসে বলতে গেলেই সান্ত্বনা হিসেবে বিএলও-দের হাতে ১০-২০টা করে ফর্ম ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, ৩ অক্টোবরের প্রশিক্ষণ শিবিরে, ৭ দিনের মধ্যে বাড়ি বাড়ি ফর্ম পৌঁছানোর টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে পর্যাপ্ত ফর্মের জোগান নেই। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ও তৃণমূল বুথ সভাপতি চঞ্চল সরকার বলেন, 'ভাটা এলাকায় সাড়ে ৭০০ ভোটার রয়েছে। গত তিনদিনে সেখানে মাত্র ৩০টি ফর্ম ঢুকেছে।' সদর চোপড়ার বাসিন্দা মদন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মধ্য চোপড়া এলাকায় হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ ফর্ম পাননি।'

ফর্মের সংকটের কথা স্বীকার করে নিচ্ছে ব্লক প্রশাসনও। আধিকারিকদের দাবি, অধিকাংশ বুথেই পর্যাপ্ত ফর্ম পৌঁছেছে। শুক্রবারের মধ্যে আরও কিছু বিএলও ফর্ম পেয়ে যাবেন।

ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত, শিলিগুড়ি
তৃতীয় তল, পিসিএম টাওয়ার, দ্বিতীয় মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪ ০০১
কেস নং. ওএ / ৬৮ /২০২২ থেকে সৃষ্ট আরসি / ১০৯ / ২০২৪
সংশ্লিষ্ট বিষয়
কানাড়া ব্যাঙ্ক
- বনাম -
শ্রীমতি কল্পনা চৌধুরী এবং অন্যান্যেরা
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

উপরে উল্লেখিত কেস নম্বরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তিটি https://drt.auctiontiger.net ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে।

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ: বন্ধকে থাকা সম্পত্তি যে জমির সমস্ত অংশের পরিমাণ ৩.৫০ শতক, এল.আর প্লট নং ৫৪৬- এর অংশে এবং জমির পরিমাণ ৩.৬০ শতক এল.আর প্লট নং ৫৪৭- এর অংশে, আর.এস প্লট নং ১৩৬- এর সঙ্গে সম্পর্কিত, মোট জমির পরিমাণ ৭.১ শতক বা ৪ কাঠা ৫ ছটাক খতিয়ান নং ২০৩৭- এ নথিবদ্ধ, জে.এল নং ৩৯, তৌজি নং ৯১, মৌজা- কড়াইবাড়িতে অবস্থিত, সাব-ডিভিশন শিলিগুড়ি, থানা: প্রধান নগর, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং আই-২৬১০, ২০১৫ সালের জন্য, যার সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- বিক্রেতার বিক্রিত জমি, পূর্বে- বিক্রেতার জমি, পশ্চিমে- বিক্রেতার জমি, দক্ষিণে- ১৬'০" চওড়া কাঁচা রাস্তা, মূল আবেদনের তপশীল "V"- এ উল্লেখ অনুযায়ী।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫। ১৫.০০ ঘটিকা (দুপুর ৩:০০ টা) থেকে ১৬:০০ ঘটিকা (বিকেল ৪:০০ টা)-র মধ্যে সঙ্গে বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) মিনিটের স্বয়ংক্রিয় বর্ধিত সময়।

সংরক্ষিত মূল্য: সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য ২৬,৬৫,৮০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো টাকা মাত্র) নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) অগ্রিম জমার পরিমাণ (ইএমডি): ২,৬৬,৫৮০ টাকা (দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো আশি টাকা মাত্র)। আগ্রহী ক্রেতাদের ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডার/এনইএফটি/আরটিজিএস/ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে অগ্রিম জমার পরিমাণ নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে:
ব্যাঙ্কের নাম: কানাড়া ব্যাঙ্ক
শাখার ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, পোস্ট- সালুগাড়া, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪ ০০৮।
অ্যাকাউন্টের নাম: কানাড়া ব্যাঙ্ক আর.ও. শিলিগুড়ি
অ্যাকাউন্ট নং: ২০৯২৭২৪৩৪
আইএফএস কোড: CNRB0008327
অ্যাকাউন্টের ধরন: আর.ও. কালেকশন অ্যাকাউন্ট
ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল যোগাযোগ: মিসেস পায়েল বিশ্বাস
(মোবাইল: ৭৫৮৫৮ ৩৮৭১৫। ইমেল: payelbiswas@canarabank.com)
৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ৪:০০ টের মধ্যে বা তার আগে।

(গ) দর বৃদ্ধি: বিক্রয়ের জন্য দর বৃদ্ধির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) বা তার গুণিতকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ঘ) দর নিবন্ধন এবং জমা: অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতাদের বিক্রয় ঘোষণাপত্রের পরিশিষ্ট-১ এবং ২ যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষর সহ পুনরুদ্ধার আধিকারিকের কার্যালয় ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত, তৃতীয় তল, পিসিএম টাওয়ার, দ্বিতীয় মাইল, সেবক রোড- এই ঠিকানায় ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে, ১৬:০০ ঘটিকা (বিকেল ৪:০০ টে)- র মধ্যে বা তার আগে জমা করতে হবে একই সঙ্গে নিবন্ধনের জন্য সহায়ক নথি এবং ইএমডির প্রমাণ সহ কারণ শুধুমাত্র নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতারা লগ ইন করে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, দরপত্রদাতাদের যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং পূরণকৃত বিড ফর্ম এবং ইএমডির প্রমাণ সহ পিডিএফ ফর্ম্যাটে ঘোষণাপত্র পুনরুদ্ধার আধিকারিকের কাছে তাঁর অফিসিয়াল ই-মেল আইডি rohitbathwal_2007@rediffmail.com এ উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানি কর্তৃক নিবন্ধিত গ্রাহক/ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছে লগইন এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশাবলী সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি তাঁদের ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে।

বিক্রয়ের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয় ঘোষণাপত্রে পাওয়া যাবে যেটি https://drt.auctiontiger.net ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। আগ্রহী ক্রেতারা সম্পত্তি পরিদর্শন এবং পরবর্তী আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: মিসেস পায়েল বিশ্বাস, কানাড়া ব্যাঙ্ক (ম্যানেজার ল)। (মোবাইল: ৭৫৮৫৮ ৩৮৭১৫। ইমেল: payelbiswas@canarabank.com)

স্বাক্ষর/- রোহিত বাথওয়াল
পুনরুদ্ধার আধিকারিক- ২
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, শিলিগুড়ি- ২

হাতির হানা নিয়ে ভুল তথ্যে নাজেহাল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৬ নভেম্বর : হাতির আতঙ্কে সিঁটিয়ে রয়েছেন মাদারিহাট-বীরপাড়া এবং ফালাকাটা ব্লকের বন লাগোয়া গ্রামগুলির বাসিন্দারা। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে কাঠ মাফিয়ারা। ফোন করে বনকর্মীদের হাতির হানার ভুয়ো খবর দিচ্ছে তারা। তা শুনে বনকর্মীরা ছুটছেন ঘটনাস্থলে। আর নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে কাঠ পাচারের রাস্তা বানিয়ে নিচ্ছে মাফিয়ারা। অভিযোগ বনাধিকারিকদের। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়ের অভিযোগ, 'প্রায়ই বনকর্মীদের কাছে এধরনের ভুয়ো ফোন আসছে। এর পেছনে রয়েছে কাঠ মাফিয়ারা।'

উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে বলছেন, 'প্রায়ই ভুয়ো ফোন আসছে। কোনটা সত্যি হানার খবর, কোনটা ভুয়ো, ফোন কলে তা বোঝা মুশকিল।' মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার আরও জানান, হাতি নিয়ে এলাকায় গুজব ছড়াচ্ছে কাঠ মাফিয়ারা। হাতির ভয়ে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা রাতে ঘর থেকে বের হতে চাইছেন না। শুনসান 'ফাঁকা মাঠে গোল' দিচ্ছে পাচারকারীরা। কিছুদিন আগে মোটরবাইকে সওয়ার দুই তরুণকে হাতি আক্রমণ করেছিল বলে শোনা যায়। তদন্তে নেমে অনেক অসংগতি পান বনকর্মীরা। বনকর্মীরা একপ্রকার নিশ্চিত, ওই ঘটনার পিছনে কাঠ পাচার রয়েছে।

যেমন এর মধ্যে একাধিকবার বনকর্মীরা ফোনে হাতির হানার খবর পেয়ে ফালাকাটার দক্ষিণ দেওগাঁওয়ে গিয়ে হাতির চিহ্নমাত্র পাননি। দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বিট অফিসার প্রকাশ সুব্বা বলছেন, 'মাঝে মাঝে এধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে।' আবার উত্তর খয়েরবাড়ি এবং দক্ষিণ খয়েরবাড়ি বিটের সীমান্ত এলাকায় টহলরত বনকর্মীরা একাধিকবার ইসলামাবাদ কিংবা ছেকামারি এলাকায় হাতি হানা দিয়েছে বলে খবর পেয়েছেন। পরে দেখা যাচ্ছে সব ভুয়ো খবর।

খয়েরবাড়ি জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় মাদারিহাট-বীরপাড়ার ছেকামারি, খয়েরবাড়ি, ইসলামাবাদ, পশ্চিম মাদারিহাট, ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও, পশ্চিম শালকুমার গ্রামগুলিতে হাতির হানা অব্যাহত। অক্টোবর মাসে ছেকামারিতে একজন, মধ্য খয়েরবাড়িতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে হাতির হানায়। সন্ধ্যা হলেই বন থেকে বেরিয়ে গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করছে হাতি। ফলে খুব প্রয়োজন ছাড়া সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইছেন না গ্রামবাসীরা। ওই সুযোগটাই নিচ্ছে কাঠ মাফিয়ারা। খয়েরবাড়ি জঙ্গল থেকে সেগুন গাছ কেটে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র লাগোয়া গাছের গুঁড়ি সহ একটি মালবাহী ছোট গাড়ি এবং একটি টোটো বাজেয়াপ্ত করেন বনকর্মীরা। গাড়ি ফেলে চম্পট দেয় পাচারকারীরা। বাজেয়াপ্ত করা সেগুন গাছের গুঁড়িগুলির মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা, খবর বন দপ্তর সূত্রের।

বন দপ্তরই মানছে, হাতি তাড়াতে বনকর্মীদের ব্যস্ত থাকার সুযোগে সক্রিয় হয়েছে কাঠ পাচারচক্রগুলি। গাছ কেটে বন থেকে বের করে আনার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে টোটো। এরপর মালবাহী গাড়িতে চাপিয়ে সেগুলি পাচার করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে টোটোয় চাপিয়ে গাছের গুঁড়িগুলি চাপিয়ে বন থেকে বের করে এনে গাড়িতে বোঝাই করার সময় সেখানে হানা দেন বনকর্মীরা।

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র এলাকা থেকে পাঁচমাইল পর্যন্ত পাকা রাস্তাটি শুনসান। রাস্তা ঘেঁষে বেশি বাড়িঘর নেই। আবার তোর্ষা সেতু থেকে ওই রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে সোজা খাড়াকদম হয়ে বীরপাড়া-ফালাকাটা রোডে ওঠা যায়। ওই রুট ব্যবহার করে কাঠ পাচার চলছে। আবার দেওগাঁও-জটেশ্বর রুটেও পাচার করা হচ্ছে কাঠ।

ভুয়ো ফোনে বনকর্মীদের ব্যতিব্যস্ত করে কাঠ পাচার। দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে।

রাজনীতিতে অনীহা মেডিকেলের প্রাক্তনীদের

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : অতীতে অনেক রাজনীতি হয়েছে। এবার রাজনীতিমুক্ত সংগঠন তৈরি করে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করতে চায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠনে শুধু উত্তরবঙ্গের চিকিৎসকরাই নন, এই কলেজের প্রাক্তনী, যাঁরা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত, এমন অনেক চিকিৎসক নাম লেখাচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে সংগঠনের সাংগঠনিক সভাপতি হিসাবে মেডিকেলের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংক অধিকর্তা ডাঃ মৃদুময় দাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মৃদুময় বলেছেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলকে এইমসের ধাঁচে গড়ে তুলতে চাই। সেই জন্য রাজ্য সরকার তো বটেই, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও দরবার করা হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'কোনও রাজনৈতিক রং দেখে নয়, এই কলেজের প্রাক্তনী হলেই সংগঠনের সদস্যপদ দেওয়া হবে। আমরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে একজোট হয়ে কাজ করার লক্ষ্যেই সংগঠন তৈরি করেছি।'

এবার রাজনীতিকে বাইরে রেখে এই মেডিকেলের সমস্ত প্রাক্তনীকে নিয়েই সংগঠন তৈরির চিন্তাভাবনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এখানকার প্রাক্তনীরা দুটি বৈঠকও করে ফেলেছেন। সেই বৈঠক থেকে ডাঃ মৃদুময় দাসকে অর্গানাইজিং চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সদস্য সংগ্রহের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৬-১৭ নভেম্বর কলেজে পুনর্মিলনের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ থেকেও বেশকিছু চিকিৎসক যোগ দেবেন। মেডিকেলের মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরার বক্তব্য, 'আশা করছি শুধু বছরে একবার পুনর্মিলন নয়, সারাবছরই রোগী পরিষেবা এবং চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের স্বার্থে এই সংগঠন কাজ করবে।' মৃদুময় বলেছেন, ডাঃ ইন্দ্রনীল খান, সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় এই মেডিকেলের প্রাক্তনী। তাঁরাও সম্ভবত সংগঠনের সদস্যপদ নেবেন। ডাঃ ইন্দ্রনীল খান কলকাতায় থাকেন। তিনি টেলিফোনে বলেন, 'প্রাক্তনীদের সবাই ওই সংগঠনে থাকছে, আমিও রয়েছি। ১৬-১৭ নভেম্বর পুনর্মিলন উৎসব হচ্ছে, সেখানে সবাই অংশ নেব।'

পরিদর্শন

চোপড়া, ৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার সদর চোপড়ার ক্যাম্প পরিদর্শনে যান ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, বিডিও সৌরভ মাঝি, আইসি সুরজ থাপা। বিধায়ক বলেন, 'সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েছে। সেনার আধিকারিকরা আসবেন বলে বিগত কয়েকদিন ধরেই প্রস্তুতি চলছিল। চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘাবানা মাঠে হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়।'

নয়া সভাপতি

বাগডোগরা, ৬ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি এবং ওবিসি সেলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) সভাপতি মনোনীত হলেন গোঁসাইপুরের নীরেন রায়। বৃহস্পতিবার দলের রাজ্য কমিটির তরফ থেকে সব জেলার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সমতলের সভাপতি নীরেনকে করা হলেও দার্জিলিং জেলা (হিল)-এর সভাপতি পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ৬ নভেম্বর : চোপড়া থানা হুলাসুগছে বৃহস্পতিবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম বিষ্ণু মুর্মু (২৪)। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাহাড়ি পথে।। *সান্দাকফুর পথে টংলুতে সুশান্ত পালের ক্যামেরায়।*

ভোটের আগে মুখ বদল ৬ পুরসভায়

নিউজ ব্যুরো

৬ নভেম্বর : এসআইআর চলাকালীন জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ছয় পুরসভার প্রশাসনিক পদে রদবদল করল তৃণমূল। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান হলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় এবং ভাইস চেয়ারম্যান হলেন চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো। ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়কে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হলেন সোমেশ (ঝুলন) সান্যাল। অপরদিকে, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি আগেই ছিলেন। সেখানে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে মিলন ছেত্রীকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে তিন পুরসভার নতুন ও পুরোনো চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠক শেষে রদবদলের খবর জানিয়ে দেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তিন পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান শপথ নেবেন।

পদ পাওয়ার পর সৈকত ও মনোজ দুজনেই বলেছেন, পুরসভার সার্বিক উন্নয়নে আরও দায়িত্ব বাড়ল।

জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'দলের শীর্ষ মহলের নির্দেশেই এই পুর প্রশাসনিক পদে রদবদল করা হয়েছে। সকলের পদত্যাগের পরেই বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠকে একজন সিনিয়ার কাউন্সিলারকে সভাপতি করে নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের নাম প্রস্তাব করে পাশ করানো হবে। প্রশাসনিক স্তরে মহকুমা শাসক বা কোনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে। যাঁদের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁদের কাজের দায়িত্ব আরও বাড়ল।' তৃণমূল সূত্রেই জানা গিয়েছে, চেয়ারম্যান পদে রদবদলের পরে চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিলেও নতুন মুখ আসতে চলেছে।

জলপাইগুড়ির নতুন-পুরোনো চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরা।

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুর চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরিয়ে দিল তৃণমূল। একই পথ অনুসরণ করে ডালখোলা পুরসভার ক্ষেত্রেও পুর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন মুখ। তবে প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে রায়গঞ্জ পুরসভায় পুরোনো মুখেই আস্থা রেখেছে শাসকদল।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এমন পরিস্থিতিতে শুধু সাংগঠনিক ক্ষেত্রে রদবদল নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও মুখ বদলের ওপর জোর দিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুর চেয়ারম্যান পদে রামনিবাস সাহাকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বিশ্বজিৎ কুণ্ডুকে। ভাইস চেয়ারম্যান পদে ঈশ্বর রজককে সরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে জয়া বর্মন দেবশর্মাকে। তেমনভাবেই ডালখোলা পুরসভায় পুর চেয়ারম্যানের চেয়ার থেকে স্বদেশচন্দ্র সরকারকে সরিয়ে সুজনা দাসকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকালে কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় বসে পদ হারানো রামনিবাস বলছেন, 'দলের নির্দেশ আমাদের কাছে সবকিছু। দলের জেলা সভাপতি কানাইদা ফোনে আমাকে এই পরিবর্তনের কথা জানালেন।' দলীয় অথবা প্রশাসনিক স্তর থেকে এই সংক্রান্ত কোনও খবর তিনি পাননি বলে দাবি করেছেন জয়া।

(তথ্য : পূর্ণেন্দু সরকার, অনির্বাণ চক্রবর্তী, শুভ্রজ্যোতি রাহা ও রাহুল দেব)

প্রশ্নের মুখে জিটিএ

বাসগুলি গেল কোথায়?

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : পর্যটকদের পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য বেশ কিছু ছোট বাস রাস্তায় নামিয়েছিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। এই বাস ভাড়া দিয়ে একদিকে যেমন জিটিএ'র বাড়তি আয় হবে, ঠিক তেমনই পর্যটকদের বেশ সুবিধা হবে। কিন্তু সেই বাস এখন কোথায় রয়েছে? সেই বিষয়ে খোদ জিটিএ কর্তাদের অনেকেই অন্ধকারে।

বাসগুলি আগে ভানু ভবনে রাখা থাকত, কিন্তু বর্তমানে সেগুলি দার্জিলিংয়ে কোথাও দেখাও যায় না বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, এই বাসগুলি আসার পরে বেশ কয়েকবার দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ঘোরানোর জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সম্ভবত সব বাসই খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি জিটিএ'র তরফে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে দার্জিলিং রুটে যে বাতানুকূল বাস চালু করা হয়েছিল সেটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের আহ্বায়ক দাওয়া গ্যালবো শেরপা অবশ্য দাবি করেছেন, 'বাস চলছে। একটি বাস কালিম্পংয়ে গিয়েছে।'

বিমল গুরুং চিফ এগজিকিউটিভ থাকাকালীন ২০১৬ সালে জিটিএ'র তরফে পাঁচটি ছোট বাস কেনা হয়েছিল। এই বাসগুলিতে ১৮-২০ জন বসার ব্যবস্থা ছিল। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের মাধ্যমে বুকিং করে যে পর্যটকরা পাহাড় বেড়াতে আসতেন, তাঁদের এই বাসে ঘোরানো হত। পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও বাসগুলি ভাড়ায় নিতেন। দার্জিলিংয়ের পর্যটন ব্যবসায়ী দাওয়া ছেত্রীর কথায়, 'এখন আর বাস পাওয়া যায় না। বাসগুলি কোথায় রয়েছে জানি না।' অপর পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল জানালেন, জিটিএ বাসগুলি কেনার পর অনেকের উপকার হয়েছিল। ছোট গাড়ি ভাড়া করার চেয়ে এই বাস ভাড়া করলে আর্থিক লাভ হত, পর্যটকরাও একসঙ্গে যেতে পেরে খুশি হতেন। এমনকি জিটিএ বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং যে বাস চালু করেছিল সেটাও বন্ধ। এগুলি পুনরায় চালু হলে খুব ভালো হবে।

বিষয়টি নিয়ে বিমলের আমলে জিটিএ'র অন্যতম সভাসদ রোশন গিরি বলছেন, 'দার্জিলিংয়ে প্রচুর পর্যটক আসেন। সেই পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই এই বাসগুলি চালু করা হয়েছিল। এতে জিটিএ'রও আয় বাড়ত। কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে যাঁরা জিটিএ'র দায়িত্বে এসেছেন, তাঁরা হয়তো এসবে গুরুত্ব দেননি। তাই ওই পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

পাহাড়ের অর্থনীতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে পর্যটন। সেই পর্যটনের প্রসারে অনেক কথা বলা হচ্ছে। অথচ পর্যটকদের জন্য যে পরিষেবাগুলি চালু হয়েছিল সেগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বাসগুলি কী অবস্থায় রয়েছে আমার জানা নেই। খোঁজ নেব। যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি যাতে আবার চালু করা যায় সেই চেষ্টা করা হবে।'

> বাসগুলি কী অবস্থায় রয়েছে আমার জানা নেই। খোঁজ নেব। যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি যাতে আবার চালু করা যায় সেই চেষ্টা করা হবে।
>
> **শক্তিপ্রসাদ শর্মা**
> মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, জিটিএ

অদৃশ্য কাহিনী

- পর্যটকদের কথা ভেবে বেশ কিছু ছোট বাস রাস্তায় নামিয়েছিল জিটিএ
- কিন্তু সেই বাসগুলি এখন আর পাওয়া যায় না
- এ বিষয়ে জিটিএ'র কর্তারাও অন্ধকারে
- আগে ভানু ভবনে বাসগুলিকে দেখা গেলেও, এখন সেগুলি 'অদৃশ্য' হয়ে গিয়েছে

অভিযোগপত্র

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন। নিরপেক্ষভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের এসডিওকে অভিযোগপত্র দিল সিপিএম। দলের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'আমরা চাই এসআইআর যেন স্বচ্ছতার সঙ্গে করা হয়। কোনও রকম রাজনৈতিক দলের প্রভাব যেন না পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিএলও-দের সঙ্গে অনেকে দলের ঝান্ডা নিয়ে যাচ্ছে। এটা যেন না হয়।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

চোপড়া, ৬ নভেম্বর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালটলিতে বুধবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চা কারখানার এক শ্রমিকের। মৃতের নাম বিজয় সিংহ (৩৩)। তিনি ঝুটিয়ার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি ছোট গাড়ি বিজয়কে ধাক্কা মারে। এরপর তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উদ্ভাসিত।। *আলিপুরদুয়ারের জয়ন্তীতে ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ দে।*

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত দম্পতি

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়ের পর এক নাবালিকাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জোর করে আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগে বুধবার রাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, স্বামীর এমন জঘন্য কাজে মদত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তের স্ত্রীকেও। ধৃত মুকেশ রায় ও পূজা রায় তুলসীনগরের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। তবে এমন ঘটনায় পুলিশ কেন ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে চাইল না সে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের এব্যাপারে আরও জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে।'

অভিযুক্ত মুকেশ রায়কে নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ।

গত মাসের ৩০ তারিখ প্রধাননগর থানায় একটি পরিবারের তরফে মিসিং ডায়েরি দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগপত্রে জানানো হয়, ষোলো বছরের ওই নাবালিকা পড়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ওই ব্যক্তির সঙ্গে নাবালিকাকে শেষবার দেখতে পাওয়া যায়। এরপরই নাবালিকার মোবাইল ট্র্যাক করে তার অবস্থান জানতে পারেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেইমতো বুধবার রাতে তুলসীনগরের ওই বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। সেখানেই একটি ঘরে থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় দম্পতিকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নাবালিকা জানায়, অভিযুক্ত মুকেশ তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করেন। এমনকি সব দেখেও কোনও প্রতিবাদ করার পরিবর্তে অভিযুক্তকে সাহায্য করেন তাঁর স্ত্রী। পুলিশ জানতে পেরেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হওয়ার সময় মুকেশ নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপরই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যান ওই নাবালিকাকে। তারপরেই তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন বলে অভিযোগ।

এদিকে, শহরে এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন অনেকেই। গোটা ঘটনা সামাজিক অবক্ষয় বলে জানিয়েছেন অনেকে। অনেকেই বলছেন, এমন ঘটনার শেষ হবে কবে?

> গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের এব্যাপারে আরও জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে।
>
> **রাকেশ সিং** *ডিসিপি (পূর্ব), মেট্রোপলিটান পুলিশ*

'এসআইআর-কে গুরুত্ব দিন, না হলে পরে বিপদ'

ভয় না পাওয়ার বার্তা মন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।

ইসলামপুর, ৬ নভেম্বর : এসআইআর নিয়ে ভয়ের কিছু নেই, আশ্বস্ত করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সকালে ইসলামপুর সার্কিট হাউসে আসেন মন্ত্রী। সেখান থেকে ইসমাইল চকে একটি মাদ্রাসায় পৌঁছে জমিয়তে-উলেমায়ে হিন্দ সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে এসআইআর নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সেখান থেকে ফের সার্কিট হাউসে যান মন্ত্রী। এরপর দুপুরে ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে যান। সেসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, দলের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান জাভেদ আখতার।

মহকুমা শাসকের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক বৈঠকের পর সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, '১২টি রাজ্যে নির্বাচন কমিশন এসআইআর কার্যকর করেছে। এটা এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যাতে মানুষের মধ্যে ভয়, ভীতি ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এসআইআর নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ ইসলামপুরের মানুষ ভারতীয়।' এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিজেপিকেও একহাত নেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'এসআইআর-কে সামনে রেখে বিজেপি ফায়দা তুলতে চাইছে। ভোটার লিস্টে কারও নাম বাদ গেলে তাঁকে এনআরসি-ভুক্ত করা, তারপর অসমের কায়দায় হেনস্তা করার চক্রান্ত চলছে। আমরা এটা হতে দেব না।'

এসআইআর নিয়ে দলের অবস্থানের উলটো পথে হেঁটে সিদ্দিকুল্লাহর মন্তব্য, 'মন না চাইলেও এসআইআর মানতে হবে। কারণ নির্বাচন কমিশন এটা ঘোষণা করেছে। তাই আমি ইসলামপুর ও উত্তর দিনাজপুরের মানুষকে বলব এসআইআরের ব্যাপারে গুরুত্ব দিন। অবহেলা করলে পরে বিপদ ঘটে যাবে।'

> মন না চাইলেও এসআইআর মানতে হবে। কারণ নির্বাচন কমিশন এটা ঘোষণা করেছে। তাই আমি ইসলামপুর ও উত্তর দিনাজপুরের মানুষকে বলব এসআইআরের ব্যাপারে গুরুত্ব দিন। অবহেলা করলে পরে বিপদ ঘটে যাবে।
>
> **সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী** *গ্রন্থাগারমন্ত্রী*

এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও একহাত নেন মন্ত্রী। শুভেন্দুর ডিটেক্ট, ডিলিট ও ডিপোর্ট ফর্মুলা নিয়ে সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, 'শুভেন্দু যে পরিবার থেকে এসেছেন তাতে তিনি চামার মুচির মতো কথা বলবেন এটা আশা করা যায় না। বিজেপির হাতে তামাক খেয়েছেন বলে এতটা নীচে নামতে হবে? বিজেপির বাবার সাধ্য নেই, কারও গায়ে হাত দিয়ে বলবে, তুমি বাংলা ছেড়ে চলে যাও।'

মাছের আঁশের ব্যবসা নিয়ে গণ্ডগোল

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : মাছের আঁশের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য এলাকার শাসক দলের নেতাকর্মীদের একাংশের কাছ থেকে হুমকি আসছিল। এরমধ্যেই বাড়ির সামনে মজুত করা মাছের আঁশ চুরি হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পরেছেন ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জটিয়াকালী এলাকার বাসিন্দা ইমতিয়াজ আলি। ঘটনাটি নিয়ে ইমতিয়াজ এনজেপি থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন। তিনি জানান, বাড়ি থেকে ১০ বস্তা মাছের আঁশ চুরি হয়েছে। এর আগেও তাঁর বাড়ি থেকে ২৫ বস্তা মাছের আঁশ চুরি গিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বুধবার ভোররাতে ইমতিয়াজের বাড়ির সামনে থেকে ১০ বস্তা মাছের আঁশ চুরি যায়। এরপর বুধবার রাতে এনজেপি থানায় অভিযোগ জানান তিনি। চুরি যাওয়া সামগ্রীর বাজার দর ২৫ হাজার টাকা বলে জানান তিনি। ইমতিয়াজের কথায়, 'এলাকার অন্য একজন একই ব্যবসা শুরু করেছে। তাতে আমার কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি যাতে ব্যবসা বন্ধ করে দিই, সেজন্য এলাকার শাসকদলের কয়েকজন নেতা এবং এক জনপ্রতিনিধির আত্মীয় আমাকে হুমকি দিচ্ছেন।' ইমতিয়াজের আরও অভিযোগ, 'এলাকার এক জনপ্রতিনিধির সামনে শাসক দলের এক স্থানীয় নেতা আমাকে প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন।'

মাছের আঁশ দিয়ে ওষুধ, প্রসাধনী সামগ্রী ও সার তৈরি করা হয়। ইমতিয়াজ বিভিন্ন বাজার থেকে মাছের আঁশ সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এরপর সেগুলি ধুয়ে, শুকিয়ে বিক্রি করে দেন। তবে ওই ব্যক্তির ব্যবসায় এলাকার কয়েকজন যে বাধা দিয়েছেন তেমনটা স্বীকার করে নিয়েছেন জটিয়াকালী এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাফিরুল রহমান। কিন্তু ইমতিয়াজকে ব্যবসা বন্ধের জন্য হুমকি দেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁর। সফিরুলের কথায়, 'মাছের আঁশ শুকোনোর কারণে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। সেই কারণে অনেকে সেই ব্যবসা বন্ধ করতে বলেছিল। তবে আমি ওই ব্যক্তিকে ব্যবসা করতে সহযোগিতা করেছি।' তিনি জানান, থানায় অভিযোগ দায়ের করলে নিশ্চিতভাবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করবে।

ব্যাগ উদ্ধার

চোপড়া, ৬ নভেম্বর : চুটিয়াগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি ধানখেতে তিনটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাগগুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রকল্প ধুঁকছে, তৈরি হচ্ছে না সার

নকশালবাড়ি, ৬ নভেম্বর : মেশিন চলে না, আবর্জনার পাহাড় জমছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা। যার জেরে ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট প্রকল্প। মাস গেলে লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ মিললেও, জৈব সার উৎপাদন হয় না সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে।

এলাকার বাসিন্দারা ছাড়াও নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হুদুভিটায় অবস্থিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পকে নিয়ে নাজেহাল সংলগ্ন চা বাগানগুলির কর্তৃপক্ষও। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পই এখন সাধারণ মানুষের চোখের বিষে পরিণত হয়েছে।

নকশালবাড়ি ব্লকের ছ'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের সবচেয়ে বড় ইউনিটটি শান্তিনগরের হুদুভিটায় অবস্থিত। এই প্রকল্প একাধিকবার বন্ধ হয়েছে আবার চালুও করা হয়েছে। ২০১৯ সালে প্রথম দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর প্রকল্পটি চালু হয়। মাঝখানে আবার বরাদ্দের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'নির্মল বাংলা' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পটি চালু রাখার জন্য জৈব সার তৈরির মেশিনও বসানো হয়।

চলতি বছর বাগডোগরা বিমানবন্দরের আর্থিক সহযোগিতায় ফের ১১ মার্চ থেকে প্রকল্পটি শুরু করা হয়। এতে মাসিক দেড় লক্ষ টাকার চুক্তিতে, বাগডোগরা বিমানবন্দরের সমস্ত আবর্জনা সেখানে আনা হয়। কিন্তু যে জৈব সার তৈরির জন্য মেশিন বসানো হয়েছিল, তা এখনও চালু করা যায়নি।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, গোটা প্রকল্পজুড়ে আবর্জনা। গোরু, ছাগল, মুরগি, শুয়োরের দল আবর্জনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সার তৈরির কোনও কাজই হচ্ছে না সেখানে। প্রকল্পের পাশেই ফাঁকা জায়গায় গর্ত করে অনেক আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে। এনিয়ে ইতিমধ্যে নকশালবাড়ি চা বাগানের পক্ষ থেকে বাগান এলাকায় আবর্জনা জমে থাকার বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বেহাল অবস্থায় হুদুভিটায় অবস্থিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প।

প্রকল্পের সুপারভাইজার বাবুরাম ছেত্রী বলেন, 'পচনশীল আবর্জনা আসছে না। বেশিরভাগই প্লাস্টিক জাতীয় আবর্জনা। তা দিয়ে তো সার হতে পারে না। তাই গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হচ্ছে।'

এনিয়ে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরো বলেন, 'বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে পচনশীল কোনও আবর্জনা আসছে না। আর সার তৈরি করতে গেলে প্রচুর পচনশীল আবর্জনার প্রয়োজন। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও ২৬টি সংসদের মধ্যে মাত্র ৮টি সংসদে থেকে আবর্জনা আনা হচ্ছে। আগামীদিনে সব সংসদ থেকেই আবর্জনা সংগ্রহ করা হবে। চাহিদামতো পচনশীল বর্জ্য এলে নিশ্চয়ই সার তৈরি করা হবে।'

সাক্ষ্যে প্রশ্ন

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে নামের তালিকা টাইপ করে দিতেন বলে নিম্ন আদালতে জানালেন সাক্ষী। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পার্থর আইনজীবী। মিথ্যে সাক্ষীর অভিযোগ করলেন তিনি।

এগোল কাজ

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। ৫টি ছোট স্লুইসের কাজ ৯০ শতাংশ শেষ। নো কস্ট মডেলে ড্রেজিং প্রকল্প শুরু হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

নিয়োগের খসড়া

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগবিধির একটি খসড়া প্রকাশ্যে আসা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। খসড়ায় টেটের জন্য বরাদ্দ ৫ নম্বর বেড়ে ২৫ করা হয়েছে। যদিও খসড়ার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা মহলে।

জীবন জেলেই

ইডির তত্ত্বে সায় দিয়ে জীবনকৃষ্ণ সাহার জামিনের আর্জি খারিজ হল নিম্ন আদালতে। ইডির অভিযোগ, নিয়োগ দুর্নীতির সমস্ত টাকা কোনও এক 'বড় মাথা'র ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে।

সবশেষে ফর্ম পূরণ মমতার

প্রকাশিত খবর অস্বীকার, ফের চ্যালেঞ্জ বিজেপিকে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দু-দিন আগেই জোড়াসাঁকোর সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'ঘটি-বাটি বিক্রি করে হলেও ভোটার লিস্ট থেকে একজন প্রকৃত ভোটারের নামও বাদ দিতে দেব না।' মুখ্যমন্ত্রীর ওই হুঁশিয়ারির পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে এসআইআর ফর্ম জমা দিয়ে এসেছেন কলকাতা পুরসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও। কিন্তু রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দার ফর্ম জমা এবং ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম না ওঠা পর্যন্ত তিনি কোনওরকম ফর্ম পূরণ করবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বুধবার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করতে। কর্মসূত্রে আমার রেসিডেন্স অফিসে এসে ক'জন ভোটার জেনেছেন এবং ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন। যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করিনি এবং করবও না।'

মুখ্যমন্ত্রী বিএলও-র কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে তা পূরণ করেছেন বলে কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছিল। এমনকি তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'তেও প্রথম পাতায় গুরুত্ব দিয়ে এই খবর ছাপা হয়েছিল। এই খবর যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা দাবি করে এদিন মমতা বলেছেন, 'এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার।' দলীয় মুখপত্রের ওয়েবসাইটেও খবরটি প্রকাশিত হয়। যদিও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এদিন 'জাগো বাংলা'র সান্ধ্য সংখ্যায় এই নিয়ে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'বিএলওদের একটি সংগঠনের তরফে প্রেস বিবৃতি দিয়ে যা বলা হয়, তা বহু মিডিয়া প্রকাশ করে। আমরাও ভুলবশত তা প্রকাশ করি। যদিও ওই বিবৃতিতে তথ্যগত ভুল ছিল। সেজন্য আমরা দুঃখিত। বাস্তব বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী নিজে পূর্ণাঙ্গ বিবৃতিতে জানিয়েছেন।'

এদিন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েও এসআইআর নিয়ে মমতা তাঁর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ২০০২ সালে প্রায় আড়াই বছর ধরে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন হয়েছিল। তাহলে এবার কী করে মাত্র দু-মাসের মধ্যে নিবিড় সংশোধনের কাজ শেষ করা যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, 'যেভাবেই হোক, বাংলা দখল করা লক্ষ্য। কিন্তু আমরাও ছেড়ে দেব না। একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও নির্বাচন কমিশনকে বুঝিয়ে দেব বাংলা কী জিনিস।' ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এরাজ্যে 'আবকি বার দোশো পার' স্লোগান তুলেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ৭৭টি আসনে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দলবদল ও উপনির্বাচনে হারের ফলে এই মুহূর্তে বিজেপির সরকারিভাবে বিধায়কের সংখ্যা ৬৫ জন। কিন্তু এর মধ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এসআইআর করে রাজ্যে ২ কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতা এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ওই গদ্দার কী করে জানল কত ভোটারের নাম বাদ যাবে? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলেছি, বাংলায় একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও আমরা ছেড়ে দেব না। বাংলার প্রতিটি মানুষের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৭৭ নম্বর বুথের বাসিন্দা। তিনি ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দেন। ৭৭ নম্বর বুথের ভোটার তালিকাতেই নাম রয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের ১৭ জন সদস্যের। বুধবার তাঁদের ফর্ম মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের কেউই ওই ফর্ম পূরণ করেননি বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

চ্যালেঞ্জ সুকান্তর

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৬ নভেম্বর : এসআইআর ফর্ম নেওয়া বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন রামপুরহাটে সুকান্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ১৭টি এনুমারেশন ফর্ম গিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি নিজে হাতে ফর্ম নেননি। তিনি ফর্ম ফিল-আপ করবেন না, যতক্ষণ না বাংলার সব মানুষ ফর্ম ফিল-আপ করবে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, এসআইআর ঘোষণার পর নিউটাউনে একটি বস্তি ফাঁকা করে সকলে বাংলাদেশ পালিয়েছে। আপনি যদি এককথার মানুষ হন তাহলে আপনিও ফর্ম ফিল-আপ করবেন না। তাহলে আপনার নামও ভোটার লিস্টে থাকবে না।'

যোগ্য-অযোগ্য বাছাই কীভাবে, প্রশ্ন কোর্টের

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন পদ্ধতিতে বা কীসের ভিত্তিতে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা তৈরি হয়েছিল, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ইতিমধ্যেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। এই বিষয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, 'তালিকায় অযোগ্যদের নাম নিয়ে আদালত চিন্তিত নয়। তবে ওই তালিকা তৈরি হল কীভাবে সেই পদ্ধতি জানতে চায় আদালত।' শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের দাবি, এক্ষেত্রে নতুনরা বঞ্চিত হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আদালতের প্রশ্ন, 'যাঁরা নতুন চাকরির পরীক্ষায় বসেছেন তাঁদের দোষ কোথায়? তাঁরা কেন এই নম্বর থেকে বঞ্চিত হবেন?' এরই মধ্যে শুক্রবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় ফল প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এই পরিস্থিতিতে আদালতেও এসএসসি সংক্রান্ত মামলায় টানাপোড়েন অব্যাহত রইল।

আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছিল। অথচ শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হলে নতুনদের ক্ষেত্রে তা বৈষম্যমূলক। এর মাধ্যমে কমিশন একটি শ্রেণির মধ্যে আরেকটি শ্রেণি তৈরি করছে। যা ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করে। এক্ষেত্রে রাজ্যের যুক্তি, সংবিধানসম্মত অধিকার রয়েছে রাজ্যের। প্রশাসনিক নীতির অংশ হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রে মান বৃদ্ধির জন্য রাজ্য এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এদিকে ৮ জন চাকরিপ্রার্থীর নথি যাচাই চলছে। তাঁদের দাবি, তাঁরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। তাই রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদেরও তাঁদেরও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হোক। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ভাবছে এসএসসি। ফলাফল ঘোষণার পর ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তা মিটলেই নবম-দশম শ্রেণির নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সংগীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় ও অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহাকে সম্মান মুখ্যমন্ত্রীর। -পিটিআই

চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত রমেশ সিপ্পি

শত্রুঘ্ন, আরতিকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : বঙ্গবিভূষণ সম্মান পেলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় এবং সাংসদ-অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এসে এই সম্মান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন আরতি। বললেন, 'এই প্রথম এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন যিনি শিল্পীদের কথা ভাবেন।' আবেগঘন হয়ে পড়েন শত্রুঘ্নও। তিনি বলেন, 'এই পুরস্কার পাব তা সত্যিই জানতাম না। ভারতীয় ছবি আমাদের গর্ব।' তবে আরতি-শত্রুঘ্নর বঙ্গবিভূষণ প্রাপ্তি নিয়ে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, মমতাঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই এই দুই শিল্পীর সম্মান প্রাপ্তি। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, 'এনডিএ বা বিজেপির সরকার কখনই রাজনৈতিক মতাদর্শকে সামনে রেখে এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচার করেনি। এখানেই তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। তৃণমূল সর্বদা সব ক্ষেত্রে দলের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সামনে রেখেছে।'

বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে প্রদীপ প্রজ্বলন করে উৎসবের সূচনা করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান অভিনেতা সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব।

'শোলে'-র সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রমেশ সিপ্পি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিপ্পি বাংলায় কাজ করবেন। ঋত্বিক ঘটকের ওপর লেখা বইয়ের উদ্বোধন করেন তিনি। উৎসব শুরু হয় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠান 'দীক্ষামঞ্জরী'র নাচের মধ্য দিয়ে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলবে এক সপ্তাহ ধরে। প্রথম দিনেই মুম্বই থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সুজয় ঘোষ। মঞ্চে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখা যায় তাঁকে। অভিনেত্রী তিলোত্তমা সোমকে স্বাগত জানিয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তবে এবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না তিনখানের কেউই। ছিলেন না অমিতাভ বচ্চনও। একই সঙ্গে শহরের বাইরে শুটিং থাকায় কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় 'মিঠাই' খ্যাত অভিনেত্রী সৌমীতৃষা কুণ্ডু এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান পরিচালক গৌতম ঘোষ, অভিনেতা লিলি চক্রবর্তী, রঞ্জিত মল্লিক, পাওলি দাম, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী সহ ব্রিটেন, পোল্যান্ড, কেরল, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কার জুরি সদস্যরা।

এই বছরের উৎসবে ভারত সহ মোট ৩৯টি দেশ থেকে নির্বাচিত ২১৫টি সিনেমা দেখানো হবে। তাদের মধ্যে ১৮৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এবং ৩০টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের। ১৮টি ভারতীয় ভাষা এবং ৩০টি বিদেশি ভাষার ছবি দেখানো হবে। প্রদর্শিত হবে বোরো, তুলু এবং সাঁওতালি সহ নানা উপভাষার ছবি। উৎসব চলবে ১৩ তারিখ অবধি। এদিন পরিচালক মৃণাল সেনের নাম বিভ্রাট নিয়ে ফের সমালোচনার মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনী ভাষণে মৃণাল সেনকে 'মৃণাল সিংহ' বলেন তিনি।

আরজি করেই অনিকেত

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ নয়, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো থাকবেন আরজি করেই। রাজ্যের আবেদন খারিজ করে বৃহস্পতিবার এমনটাই রায় দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ।

চলতি বছরের মে মাসে আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম তিন মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো, চিকিৎসক দেবাশিস হালদার ও চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার পোস্টিং নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তাঁদের অভিযোগ, কাউন্সেলিং অনুযায়ী তাঁদের পোস্টিং হয়নি। মেধাতালিকায় বেছে বেছে শুধুমাত্র তাঁদের তিনজনকেই দূরে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে একক বেঞ্চ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, এক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি মেনে চলা হয় তা অনিকেতের ক্ষেত্রে মানা হয়নি। এতে সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে। অনিকেতকে আরজি করেই রাখার পক্ষে রায় গিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। তবে তা ধোপে টেকেনি। রায় ঘোষণার পর অনিকেত বলেন, '৬ মাস ধরে পেশা থেকে দূরে রয়েছি। আদালতের এই রায়ের ফলে ন্যায় ও স্বচ্ছতার জয় হয়েছে।'

বিশ্বভারতীতে শিল্প শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনে সুকান্ত মজুমদার, উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। -তথাগত চক্রবর্তী।

কাউন্সিলারের নাম উধাও

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : এবার তালিকা থেকে উধাও হল খোদ কাউন্সিলারের নাম। আসানসোল পুরনিগমের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা রাজ্য শিক্ষক নেতা অশোক রুদ্রের অভিযোগ, 'আমি রোহিঙ্গা নই। আমরা বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানের শরণার্থীও ছিলাম না। পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছি। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আসছি। তাও প্রয়াত বাবা ও মায়ের নাম সহ আমার নাম ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।'

বাবা প্রয়াত চণ্ডী দাস রুদ্রের নথি রয়েছে অশোকের কাছে। রয়েছে বৈধ পাসপোর্টও। বৃহস্পতিবার কাউন্সিলারের দাবি, তাঁর দাদু প্রয়াত সতীশচন্দ্র রুদ্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাই ভাগলপুরে রেলে কাজ করলেও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। তারপরেও কীভাবে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিল হয়, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অশোক। তাঁর প্রশ্ন, 'এতে ভীত হয়ে কেউ আত্মহত্যা করলে বা মারা গেলে তার দায় কি নির্বাচন কমিশন নেবে?'

ঘটনায় বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পালটা জবাব, '২০০২ সালে অশোক বামপন্থী ছিলেন। রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। তাই তালিকায় নাম নেই কেন সেটা ওঁরাই বলতে পারবেন!'

৪ চেয়ারম্যান বদল পূর্ব বর্ধমান জেলায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের পুর এলাকায় যথেষ্ট খারাপ ফল করেছিল তৃণমূল। রাজ্যের ৭৪টি পুরসভায় তারা পিছিয়ে পড়েছিল। এরপরই ধর্মতলার শহিদ সমাবেশ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরসভায় রদবদলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু রদবদল দেরি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরই মধ্যে উৎসবের মরশুমের আগে রাজ্যের সাংগঠনিক স্তরে ব্যাপক রদবদল করে তৃণমূল। এরপর যে পুরসভায় তৃণমূল রদবদল করতে চলেছে, সেই ইঙ্গিতও তখন দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবারই পূর্ব বর্ধমান জেলার ৪ পুরসভায় ব্যাপক রদবদল করা হল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা ও গুসকরা পুরসভায় রদবদল করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশমতো এই রদবদল হয়েছে। খুব শীঘ্রই নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরা দায়িত্ব নেবেন।'

কাটোয়া পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দুই পদে রদবদল করা হয়েছে। এই পুরসভায় সমীর কুমার সাহাকে সরিয়ে কমলাকান্ত চক্রবর্তীকে নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে। একইভাবে লখিন্দর মণ্ডলকে সরিয়ে ইউসুফা খাতুনকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কালনা পুরসভায় আনন্দ দত্তকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে রিনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এখানে ভাইস চেয়ারম্যান পদে কোনও রদবদল করা হয়নি। গুসকরা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বেলি বেগমকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই পদ দেওয়া হয়েছে সাধনা কোনারকে। তবে চেয়ারম্যান পদে কুশল মুখোপাধ্যায় বহাল রয়েছেন। দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান পদে প্রদীপ রায়কে সরিয়ে সমর সাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান পদে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় থাকছেন।

গত দেড় মাস ধরে বিভিন্ন জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সমীক্ষক সংস্থা আইপ্যাকের কাছ থেকেও পৃথক রিপোর্ট নিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গত সপ্তাহেই অভিষেকের একপ্রস্ত কথা হয়। ওই বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও ছিলেন। তখনই রদবদলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন চারটি পুরসভার রদবদল করা হলেও বাকি পুরসভাগুলির রদবদলও খুব শীঘ্রই করা হবে। গত লোকসভা ভোটের ফলের নিরিখে নতুন পদাধিকারী বাছাই করা হচ্ছে। ফলে বেশ কয়েকজন হেভিওয়েটের ওপর যে কোপ পড়বে তা নিশ্চিত।

দায়িত্ব আদালতের

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত ত্রুটি হয়ে থাকলে তা দেখা আদালতের দায়িত্ব, প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই মন্তব্য হাইকোর্টের। ২০১৪ সালের টেট ও তার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'বৃহত্তর দুর্নীতির বিষয়টি উঠে এসেছে। চার্জশিটে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের কথা বলা হয়েছে। তবে পদ্ধতিগত ত্রুটি হয়েছে কি না, তা প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে খতিয়ে দেখা আদালতের দায়িত্ব।'

এদিন ডিভিশন বেঞ্চ এস বসু রায় কোম্পানির ভূমিকা কী ছিল, সেই সম্পর্কে রাজ্যের থেকে জানতে চায়। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, 'সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব কি ওই সংস্থার হাতে ছিল?' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানিয়ে দেন, ওই বেসরকারি সংস্থাকে আবেদনপত্রের বিন্যাস, ফি জমা নেওয়া, প্রার্থী যাচাইয়ের তালিকা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে নম্বর দেওয়া, উত্তরপত্র মূল্যায়ন বা প্রার্থী যাচাইয়ের কাজ করেনি এই সংস্থা। তবে তৎকালীন একক বেঞ্চের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এজি। তাঁর দাবি, ওই বিচারপতি প্রসিকিউটার হিসেবে কাজ করেছিলেন। রাজ্যকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা নেই। ১১ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানি। ওই দিন শুনানি শেষ না হলে ১২ ডিসেম্বর শুনানি হবে। ওই দিনই শুনানি শেষ করে রায়দান স্থগিত রাখবে আদালত।

আগুন নেভানোর তৎপরতা। কলকাতার আরএন মুখার্জি রোডে। বৃহস্পতিবার।

কাঠগড়ায় পুরসভা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : এসআইআর থেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে বেআইনিভাবে ঢালাও জন্ম শংসাপত্র বিলি করছে কলকাতা পুরসভা। এসআইআর ঘোষণার পর আচমকাই কলকাতা পুরসভার জন্ম শংসাপত্র পেতে ভিড় করছেন বহু মানুষ। এই আবহে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যদিও অভিযোগ খারিজ করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। রাজনৈতিকভাবে এঁটে উঠতে না পেরে সাম্প্রদায়িক কুৎসা করছেন শুভেন্দু।'

শুধু এই অভিযোগই নয়, এই ব্যাপারে পুর কমিশনারকে চিঠি দিয়ে ৬ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত কত শংসাপত্র বিলি হয়েছে, সেই তালিকায় পুরসভার বাইরের কত লোক রয়েছে, দেরিতে আবেদনকারীর সংখ্যা কত এবং সাম্প্রতিক নবজাতকদের সংখ্যা কত সেই ব্যাপারে সরকারি তথ্য চেয়েছেন। কর্পোরেশন তথ্য দেবে না এটা ধরে নিয়ে আরটিআই-এর মাধ্যমে গত ৩০ দিনে কলকাতা পুরসভার ইস্যু হওয়া জন্ম শংসাপত্রের রেকর্ড দাবি করেছেন শুভেন্দু। শুভেন্দুর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজ্যের অনুপ্রবেশকারীদের সরাসরি যোগ রয়েছে। তাই বিষয়টি কমিশনকেও তদন্ত করে দেখতে অনুরোধ করেছেন তিনি। যদিও কমিশনের মতে, শুভেন্দুর দাবির কোনও ভিত্তি নেই। মানুষ যতই ভিড় করুক, অনলাইনে দৈনিক সর্বাধিক ১৫০টির বেশি জন্ম শংসাপত্র ইস্যু হয় না। শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে ফিরহাদ বলেছেন, 'বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়ার অধিকার সবার আছে। এটা কেউ আটকাতে পারে না। যে প্রচার চলছে, সেটা সাম্প্রদায়িক প্রচার। কলকাতা পুরসভা তাঁদেরই বার্থ সার্টিফিকেট দেবে, যাঁদের রেকর্ড আছে।'

পরিযায়ীদের অনলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হয়নি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : অনলাইনে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করার কাজ এখনও শুরু করা গেল না। অনুপস্থিত ও বিশেষত রাজ্যের বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই রাজ্যের জন্য অনলাইনে এসআইআর করার অনুমতি দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কথা ছিল এসআইআর শুরুর দিন থেকেই সাধারণ এসআইআর-এর সঙ্গেই সমান্তরালভাবে অনলাইনেও এই কাজ করা যাবে। এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে কারা কারা অনলাইনে এসআইআর করতে পারবেন, তা প্রচারও করেছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। কিন্তু শুরুতেই হোঁচট খেতে হয়। কারিগরি জটিলতায় আটকে যায় অনলাইনে এসআইআর-এর কাজ। দিল্লির নির্দেশে টিসিএসকে অনলাইন সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব দেয় রাজ্যের সিইও দপ্তর। বুধবার তারা জানিয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই অনলাইন চালু হয়ে যাবে।

কিন্তু দিনভর প্রতীক্ষার পরেও বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কমিশনের সেই অনলাইন পরিষেবা চালু হয়নি। এই ব্যাপারে কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'টিসিএস চেষ্টা করছে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে অনলাইন চালু করতে।' এদিকে এর ফলে রাজ্যের বাইরে লক্ষাধিক মানুষ এসআইআর নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে পড়েছেন।

এসআইআর শুরু হওয়ার তৃতীয় দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের ধুলুগ্রামের ৩৬ নম্বর বুথের বিএলও বাড়ি বাড়ি না গিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বসে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শতাধিক লোক। তাঁকে ঘেরাও করে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত বিএলওকে বহিষ্কার এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বিজেপি জামালপুর থানা ও বিডিও দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছে।

উত্তর কলকাতায় কাশীপুর, বেলগাছিয়া, বেলেঘাটা এবং জোড়াসাঁকোর ৩৭ ও ৩৯ নম্বর বুথে বিএলওদের সঙ্গে বিজেপির প্রতিনিধিকে দেখে আক্রমণ করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই অভিযোগে এদিন উত্তর কলকাতা জেলা নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

হলফনামা তলব

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়ে হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। যথাযথ পদ্ধতিতে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও এই সময়ে এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার এই মামলায় কমিশনের থেকে হলফনামা চাওয়া হয়েছে। তবে বিএলওদের নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেয়নি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের মন্তব্য, 'সরকার জানে কীভাবে তার কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে হয়। তাই এই বিষয়ে আলাদা করে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

ফের চাকরিতে ১৬৬ চাকরিহারা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগেই চাকরিহারাদের একাংশ পুরোনো চাকরিতে ফেরার আবেদন করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ১৬৬ জন 'যোগ্য' চাকরিহারাকে পুরোনো চাকরিতে ফেরার নিয়োগপত্র দেওয়া হল। ইতিমধ্যেই ১৫০০-র বেশি শিক্ষক প্রাথমিকের চাকরিতে ফিরেছেন। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে সুপারিশপত্র দেওয়া হবে ৫৪৬ জনকে। তবে শূন্যপদের অভাবে যেসব জেলায় শিক্ষকরা কর্মরত ছিলেন, তার পার্শ্ববর্তী জেলা কিংবা দূরবর্তী স্কুলগুলিতে তাঁদের পাঠানো হচ্ছে। সেই নিয়ে ফের দুশ্চিন্তায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ।

২০২১ সালে প্রাথমিক শিক্ষকদের দূরবর্তী জেলায় পোস্টিং নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। শিক্ষা দপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে বারবার অনুরোধ জানানো হলেও সুরাহা মেলেনি। এরই মধ্যে আবার চাকরিহারাদের একাংশের পুরোনো চাকরিতে ফেরাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এদিন শিক্ষকদের একাংশের দাবি, কেউ ১৪০ কিলোমিটার, কেউ বা ২০০ কিলোমিটার দূরে চাকরি ফিরে পেয়েছেন। পর্ষদের দপ্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন অনেকে। তাঁদের চিন্তা, বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মা, কোলের শিশু রেখে কীভাবে এত দূরে চাকরি করতে যাবেন। ইতিমধ্যেই ৪ হাজারেরও বেশি চাকরিহারাকে পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর অনুমোদন দিয়েছে নবান্ন। এসএসসি সূত্রে খবর, ২০১৬ সালে নিয়োগে সুযোগ পাওয়ার আগে যে শিক্ষক যে স্কুলে পড়াতেন, সেই স্কুলেই ফেরানোর চেষ্টা চলছে। তবে শূন্যপদের অভাবে সেই চাকরিতে ফেরানোর উপায় খুব একটা নেই বললেই চলে।

শুধু শিক্ষাজগৎ নয়, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, রাষ্ট্রীয় সংস্থায় বিভিন্ন পদে ফিরে গিয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ। গত মাসে পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর জন্য ৫৪৬ জন আবেদনকারীর নথি যাচাই করা হয়েছিল। চাকরিহারা শিক্ষকদের অভিযোগ, বারবার নিজেদের পুরোনো স্কুলে ফেরার আবেদন জানালেও শিক্ষা দপ্তর তাতে সবুজসংকেত দেয়নি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২০ কার্তিক ১৪৩২

শক্ত কাজ

কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বাড়িতে বাড়িতে নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে না নেই, খুঁজতে সকলের পাগল হওয়ার জোগাড়। চারদিন হল রাজ্যে বাড়ি বাড়ি তালিকা যাচাই শুরু হয়েছে। এসআইআরের বিরুদ্ধে কলকাতার রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিলে হেঁটেছেন মমতা-অভিষেক। বিশেষ নিবিড় সংশোধনের আতঙ্কে বিভিন্ন জেলা থেকে বেশ কিছু মৃত্যুর অভিযোগ এসেছে।

মওকা বুঝে সাইবার ক্যাফেগুলো ভোটার তালিকার প্রিন্টআউট বের করে দিয়ে দু'চার পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। যেসব মানুষ বেশি সাবধানি, তাঁরা ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের পরিবারের নামের অংশের পাতাটির প্রিন্টআউট জোগাড় করে রেখে দিয়েছেন। মুশকিল হয়েছে তাঁদের, যাঁদের নাম আগের তালিকায় ছিল অথচ এখন কমিশনের আপলোডেড তালিকায় নেই। বিভিন্ন জেলায় এমন কিছু মানুষের সন্ধান মিলেছে।

এর মধ্যে আবার কমিশনের সার্ভার বিভ্রাট হওয়ায় আতঙ্ক, বিভ্রান্তি আরও বেড়েছিল। যাঁরা এতদিন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দশা। রাত পর্যন্ত পাড়ার মোড়ে, চায়ের ঠেকে এসআইআর নিয়ে জোর আলোচনা। সত্যিই এ বড় কঠিন সমস্যা। আপাতত ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িতে বাড়িতে বিএলও-দের জন্য প্রতীক্ষা চলছে।

এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছিলই। এখন কলকাতা হাইকোর্টেও দায়ের হল মামলা। মামলার চেয়েও বড় ঝঞ্ঝাট হল বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) নিয়ে সমস্যা। কমিশন রাজ্যে ৮০ হাজার বিএলও নিয়োগ করেছে। বিজেপির অভিযোগ, বিএলও-দের একটা বড় অংশ তৃণমূল সমর্থক, তাঁরা শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন। অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

বিএলও-দের অধিকাংশ স্কুল শিক্ষক। বিএলও-দের সঙ্গে কমিশন স্বীকৃত আট রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই বিএলএ ২-এর সংখ্যা নগণ্য। সব দল মিলে মাত্র ৪১৮০০। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, বিএলও-রা নিজেদের স্কুলের কাজ সামলে এসআইআরের দায়িত্ব সামলাবেন। চাকরির জায়গায় অনুপস্থিত হলে তাঁর বেতন কাটা যাবে।

অন্যদিকে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত বলে বিএলও-দের বিরাট একটা অংশ নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এই কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। নিজের নিজের স্কুল সামলে এসআইআরের কাজ করা কার্যত অসম্ভব বলে যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু নিস্তার মেলেনি। শীর্ষ আদালত বলেই দিয়েছে, বিএলও'র দায়িত্ব যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের সেই দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিএলও-দের বিক্ষোভই বড় খবর হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের দাবি, প্রথমত, এসআইআরের কাজে তাঁরা যখন বাড়ি বাড়ি যাবেন, তখন তাঁদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্কুলে তাঁদের উপস্থিত দেখাতে হবে। তৃতীয়ত, এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে যদি কোনওরকম আঘাত বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তাহলে উপযুক্ত অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

একেকটি বাড়িতে বিএলও-দের তিনবার যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বিশাল রাজ্য। সর্বত্র চাপা উত্তেজনা। তৃণমূলের বিরোধিতা তো রয়েছেই। বিএলও-রা আবার কোনও কোনও এলাকায় গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। সেসবের মধ্যেই অল্প সময়ে কোটি কোটি ভোটারের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন সম্পূর্ণ করা সহজ কথা নয়। এই পরিস্থিতিতে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের নিশ্চয়ই মাথায় হাত।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, '৫০ শতাংশ এসআইআর হলেও তৃণমূল বাংলায় হেরে যাবে।' কিন্তু ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জিতবে না হারবে, সে অনেক পরের কথা। কিন্তু প্রতি পদে তৃণমূলের বাধার মুখে রাজ্যজুড়ে এসআইআর সম্পূর্ণ করা যে বেশ কঠিন, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া উর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

আদর্শ, মুখ ও বাম রাজনীতির নতুন পাঠ

নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয় পশ্চিমবঙ্গের দিশাহীন বাম রাজনীতির জন্য গভীর বার্তাবাহী।

কুশল হেমব্রম

নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক জয় শুধুমাত্র আমেরিকার রাজনৈতিক দিগন্তেই একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা নয়, বরং বিশ্বজুড়ে বিশেষত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির দিশাহীন ইকোসিস্টেমের জন্য এক গভীর শিক্ষণীয় বার্তা বহন করে এনেছে। এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত, উগান্ডায় জন্ম নেওয়া এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পরিচয়ের প্রগতিশীল মুখ, নিউ ইয়র্কের মতো ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-শহরের ক্ষমতার কেন্দ্রে জায়গা করে নিলেন- এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রসঙ্গত, নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসেবে মামদানির কাজ শুরুর কথা।

জোহরান মামদানির এই জয় প্রথাগত মার্কিন রাজনীতির 'এস্টাবলিশমেন্ট'-এর উপর এক প্রবল আঘাত। নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্রের এক শক্তিশালী প্রতিনিধি অ্যান্ড্রু কিউমোকে পরাজিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'অলিগার্ক' এবং শক্তিশালী দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের অশুভ আঁতাতকে ভেতর থেকে টলিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিউমোর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর জয় প্রমাণ করে যে, আমেরিকার মতো রক্ষণশীল সমাজে এখনও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং জনমুখী অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা বিপুল সংখ্যক ভোটারকে আকর্ষণ করতে পারে।

তিনি কেবল একজন সাধারণ 'বাম' বা 'প্রগতিশীল' নেতা হিসেবে আবির্ভূত হননি, বরং মুক্ত বাজারের পুঁজিবাদী কেন্দ্রবিন্দুতে সমাজের দরিদ্রতম ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য 'সাশ্রয়ী জীবনযাত্রা'-কে কেন্দ্রীয় ইস্যু করেছেন। বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, রেন্ট ফ্রিজ, সরকারি উদ্যোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন- এই ধরনের সুস্পষ্ট ও সরাসরি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি তাঁর ভাষ্যকে বিমূর্ত আদর্শের স্তর থেকে নামিয়ে এনেছে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সমতলে। বার্নি স্যান্ডার্স ও আলেকজান্ড্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মামদানির রাজনীতি তৃণমূল আন্দোলন ও আইন প্রণয়নের মধ্যে এক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে। তা মূলধারার পুঁজিবাদী রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ, তাঁর এই উত্থান এমন এক সময়ে যখন বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থী এবং পরিচিতি-ভিত্তিক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত। একদিকে চরম দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প মামদানি-কে 'কমিউনিস্ট' আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করেছেন, অন্যদিকে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতের মতো সংবেদনশীল আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তাঁর স্পষ্ট অবস্থান সত্ত্বেও তিনি একটি বহু-সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এই কৌশল মুসলিম, ইহুদি, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ- বহু সম্প্রদায়ের মানুষকে এক ছাতার তলায় এনেছে, যা আজকের বিভাজনের রাজনীতিকে এক মোক্ষম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এটি এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রমাণ করে যে, জনমুখী অর্থনৈতিক ইস্যুগুলিকে কেন্দ্রে রেখেও বহুজাতিক বা বহু-সাংস্কৃতিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির জন্য পাঠ

এই প্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনৈতিক ইকোসিস্টেমের জন্য মামদানির মডেল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। একসময়ের সুদীর্ঘকাল শাসনকারী বামপন্থীরা আজ রাজ্যে প্রায় দিশাহীন এবং প্রান্তিক। পশ্চিমবঙ্গের বামেদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল- আদর্শ ও বিমূর্ত ধারণার প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা, যা সাধারণ ভোটারের মন জয় করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

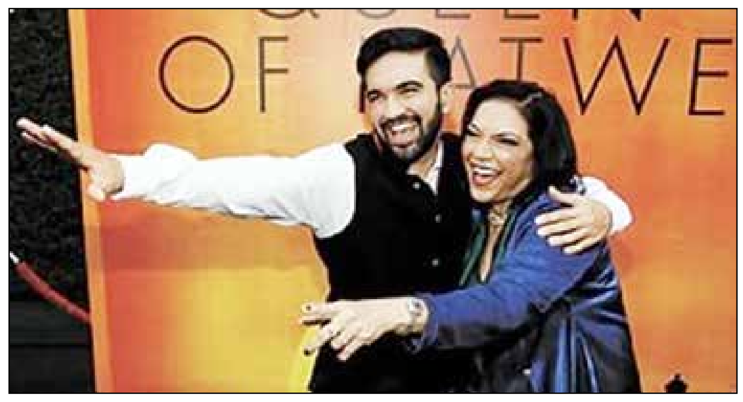

মামদানির জয় প্রমাণ করে যে, আমেরিকার মতো রক্ষণশীল সমাজে এখনও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং জনমুখী অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা বিপুল সংখ্যক ভোটারকে আকর্ষণ করতে পারে। এই প্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনৈতিক ইকোসিস্টেমের জন্য মামদানির মডেল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। একসময়ের সুদীর্ঘকাল শাসনকারী বামপন্থীরা আজ রাজ্যে প্রায় দিশাহীন এবং প্রান্তিক।

বামেরা প্রায়শই ভুলে যান

আদর্শ শক্তিশালী, কিন্তু একা তা যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষ বিমূর্ত ধারণার জন্য প্রায়শই ভোট দেন না, বরং তাঁরা এমন নেতার মুখ খোঁজেন, যিনি সেই আদর্শকে শুধুমাত্র কথায় নয়, কাজে ও ব্যক্তিপরিচয়ে ধারণ করেন এবং যাঁর উপর ভরসা রাখা যায়।

মুখ বনাম কেবলই আদর্শ

পশ্চিমবঙ্গের বামেরা আদর্শের বিশুদ্ধতার প্রশ্নে আপস করতে চান না, যা প্রায়শই জনপ্রিয় বা ক্যারিশম্যাটিক নেতার উত্থানকে বাধা দেয়। মামদানি, একজন অভিবাসী এবং ভারতীয়-উগান্ডান বংশোদ্ভূত মুসলিম হয়েও, তাঁর ব্যক্তিগত গল্প, শৈল্পিক পটভূমি এবং সরাসরি জন-সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সেই মুখ হয়ে উঠেছেন, যা তরুণ ও ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আসা ভোটারদের কাছে আদর্শের মূর্ত প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের বামেদের এমন আকর্ষণীয়, তরুণ এবং মানুষের সঙ্গে মিশে থাকা মুখ দরকার, যাঁরা কেবল নীতি নয়, আবেগ ও ভরসার সংযোগ তৈরি করতে পারেন।

বহু-সাংস্কৃতিক ঐক্যের ব্যবহার

মামদানি তাঁর বহু-সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ব্যবহার করেছেন বিভাজনের অস্ত্র হিসেবে নয়, বরং ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে। তাঁর প্রচারাভিযান বহু ভাষায় বার্তা দিয়েছে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমস্যাগুলিকে সাশ্রয়ী জীবনযাত্রার বৃহত্তর অর্থনৈতিক ছাতার নীচে এনেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামেরা তাদের দীর্ঘদিনের শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্যের জাতিগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে আরও কার্যকরভাবে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগাতে পারেনি। কেবল শ্রেণি সংগ্রামের বিমূর্ততা নয়, বিভিন্ন পরিচিতি গোষ্ঠীর দৈনন্দিন বাস্তব সমস্যাগুলিকে নিয়ে সরাসরি কাজ করে তাদের আস্থার পাত্র হতে হবে।

তৃণমূল স্তরে সংগঠিত প্রচার

মামদানির সাফল্য প্রমাণ করে যে, তৃণমূল স্তরের সংগঠিত প্রচার এবং জনসাধারণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এখনও ক্ষমতার কেন্দ্রকে নাড়িয়ে দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বামেদের সংগঠন তৃণমূল স্তরে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যা ভোটের দিন বুথ পরিচালনা এবং ভোটারদের কাছে সরাসরি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক ব্যর্থতার জন্ম দিয়েছে।

জোহরান মামদানির জয় এক 'টেক্সটবুক-এর মতো স্মার্ট ক্যাম্পেন'-এর ফল। তিনি বামপন্থার মূল অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা থেকে এক চুলও সরেননি, কিন্তু এটিকে পরিবেশন করেছেন এক আবেদনময়, বহু-সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে। তিনি জানতেন, কর্পোরেট এলিটদের জুটিকে ভাঙতে হলে আদর্শকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে, যা কেবল পণ্ডিতদের আলোচনায় নয়, বরং সাধারণ মানুষের রান্নাঘর এবং বাসে আলোচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বামেদের কেবল নীতির বিশুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা থেকে সরে এসে, জোহরান-এর মতো একজন ভরসাযোগ্য মুখ তৈরি করতে হবে, যিনি দলের বিপ্লবী আদর্শকে নিজের জীবন ও কাজের মাধ্যমে জনগণের ভাষায় অনুবাদ করতে পারবেন। যতক্ষণ না এই বিমূর্ত আদর্শ মানুষের আবেগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া একটি মুখ খুঁজে পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বামেদের প্রত্যাবর্তন শুধুমাত্রই একটি স্বপ্ন থেকে যাবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক)

আজ

১৮৮৮

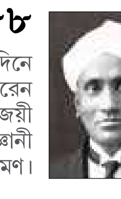

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সিভি রমণ।

২০১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন লেখিকা নবনীতা দেবসেন।

আলোচিত

আমি জীবনে কোনও পুরুষকে এত ভয়ে ভয়ে থাকতে দেখিনি। ওঁরা ছ'জন কর্মকর্তা। শি জিন পিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অ্যাটেনশন পজিশনে। আমি একজনকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তর পাইনি। শি তাঁকে উত্তর দিতেও দিলেন না। আমি চাই, আমার মন্ত্রীসভা এরকম আচরণ করুক।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

আরাম করে চেয়ারে বসে মোবাইলে কথা বলছেন এক শিক্ষিকা। তাঁর পা টিপছে দুই ছাত্রী। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে স্কুল চলাকালীন শিক্ষিকার এই আচরণের ভিডিও ভাইরাল। ঘটনায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। সাসপেন্ড শিক্ষিকা।

ভাইরাল/২

টম ক্রুজের মিশন ইমপসিবলের স্টাইলে মিলিটারি প্লেনের বাইরে জানলা ধরে ঝুলছেন এক মহিলা। প্লেন মাটি থেকে প্রায় ৬০০ মিটার ওপরে উড়ছে। তীব্র হাওয়ার গতিতে তিনিও প্লেনের জানলা ধরে উড়ছেন। সুরক্ষা হিসেবে একটি দড়ি কোমরে বাঁধা। 'লেডি' টম ক্রুজের ভিডিও ভাইরাল।

জনমত

সরকারি কাজের চাপে শিক্ষা থেকে শিক্ষালয় কফিনবন্দি

সমগ্র ভারতে মোট ১২টি রাজ্য সহ পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। এতে আশি হাজারের ওপর সরকারি কর্মচারী যুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছেন প্রচুর সংখ্যক প্রাথমিক থেকে উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষক। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, এই কাজে যুক্ত সরকারি কর্মচারীদের এখন শুধুমাত্র এই কাজটিকেই প্রাধান্য দিয়ে দায়িত্ব সহকারে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে।

বছর পেরোলেই ২০২৬ সালের গোড়াতেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে। ভোট প্রক্রিয়ায় লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক যুক্ত হবেন। বলা ভালো, যুক্ত হতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক শিক্ষক এই দীর্ঘমেয়াদি সরকারি দায়িত্বপূর্ণ কর্মে যুক্ত হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা একপ্রকার লাটে ওঠার জোগাড়। প্রাথমিক স্কুলের সব কর্মকাণ্ড যেহেতু শুধুমাত্র শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল, তাই সেখানে পঠনপাঠন থেকে মিড-ডে মিল পরিষেবা বা শ্রী প্রকল্পগুলি (রাজ্য সরকারের) লাটে উঠতে বসেছে। উচ্চবিদ্যালয়গুলির বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকরা এ কাজে যুক্ত হওয়ায় পঠনপাঠন থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন ধাক্কা খাচ্ছে।

এই মাসের শেষ থেকে স্কুলগুলির বার্ষিক পরীক্ষা এবং আগামী বছরের প্রায় গোড়াতেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক থাকায় সিলেবাস শেষ করা থেকে মূল্যায়ন পর্ব– পুরো বিষয়টা নিয়েই চিন্তিত ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সমাজ।

ফি বছর সঠিক সংখ্যায় শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করে সরকারি দপ্তর থেকে শিক্ষালয় পরিচালনা, সর্বকালের সেরা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে প্রায় ভেঙে পড়েছে। ছাত্রশূন্য একাধিক স্কুল বন্ধ হয়েছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাদপদতা অভিভাবকদের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছে।

সঠিক পরিকল্পনা, সরকারি ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও দলতন্ত্র সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রার সূচনা বহু আগেই করে ফেলেছে। তার ওপর চোখ, কান, বিবেচনা বন্ধ করে নির্বাচন প্রক্রিয়া সফলভাবে পরিচালনার স্বার্থে শিক্ষকদের শিক্ষালয় ব্যতিরেকে এই দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে কোথাও যেন শিক্ষাব্যবস্থাকেই কফিনবন্দি করা হচ্ছে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

'বন্দে মাতরম'–এর আজ ১৫০ বছর পূর্তি

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে লেখা এই গানটি মাতৃভূমিকে দেবীরূপে কল্পনা করে নিবেদিত এক শক্তিশালী স্তুতি।

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১২৭তম পর্বে ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে গানটি স্মরণে রাখার কথা বলেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশমাতার প্রতি 'বন্দে মাতরম' গানে যেভাবে দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল, তা অচিরেই ১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের জাতীয় গান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। শুধু তাই নয়, 'বন্দে মাতরম' শব্দ দুটিই বহু বর্ণ, বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষীর দেশে তার বহুধাবিস্তৃত ও বিপুলায়তন পরিসরকে অবিচ্ছিন্ন সত্তায় যেভাবে বিবিধের মাঝে মিলন মহানের আবেগময় প্রকাশে ঐক্যতান সৃষ্টি করে, তার কোনও বিকল্প নেই।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর 'বন্দে মাতরম' গানটি। 'মা তোমাকে প্রণাম' অর্থে দেশমাতাকে 'বন্দে মাতরম' বলার মধ্যেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ধ্বনিত হয়। সেক্ষেত্রে শুধু 'বন্দে মাতরম' বা তার ধারক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'ই (১৮৮২) নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার মধ্যেই দেশসেবার ঐকান্তিক প্রয়াস জারি ছিল। এজন্য শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রূপান্তর ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম' গানটি। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে লেখা এই গানটি মাতৃভূমিকে এক দেবীরূপে কল্পনা করে নিবেদিত এক শক্তিশালী স্তুতি। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটি লিখেছিলেন। পরে ১৮৮২ সালে সেটি 'আনন্দমঠ'–এ অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এটি

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মুক্তির মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল এবং অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। 'বন্দে মাতরম' দেশপ্রেম ও জাতীয় ভক্তির এক চিরন্তন প্রতীক হিসেবে আজও 'জনগণমন'-র মতোই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এটি আমাদের মুক্তির সংগ্রামের আত্মাকে ধারণ করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনাতেই তাঁর দেশসেবার পরিচয় ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছর বয়সে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনায় শামিল হন। ইতিপূর্বে তাঁর তিনখানি উপন্যাস পাঠক সমাদর লাভ করেছিল। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে, তাঁর সরকারি দায়িত্বশীল উচ্চপদের রকমারি প্রতিকূলতাও ছিল। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বছর তিনেকের মধ্যে সম্পাদকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই ধারা তাঁর ৫৬ বছরের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর সেই ভূমিকা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ শিক্ষকের ভূমিকাটির পাশে তাঁর বাংলা সাহিত্যে নূতন লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতায় দিশারি ভাবমূর্তিটি সমানভাবে সক্রিয় ছিল। ১৮৮৪-তে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে 'প্রচার'-এর সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রচারে বিরত হয়ে অন্তরাল থেকে যেভাবে হবু লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর বাংলা সাহিত্যে উন্নতির প্রতি অকৃত্রিম অথচ হার্দিক প্রয়াসটি আপনাতেই বাঙালিমানসের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। তাঁর সাহিত্যচর্চার মূলেও ছিল দেশসেবার আদর্শ। সেই আদর্শের প্রতি তাঁর সতৃষ্ণ দৃষ্টি আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। সেক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তির সঙ্গে জাতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও স্মরণ করা একান্ত জরুরি।

(লেখক সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মালদার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৬

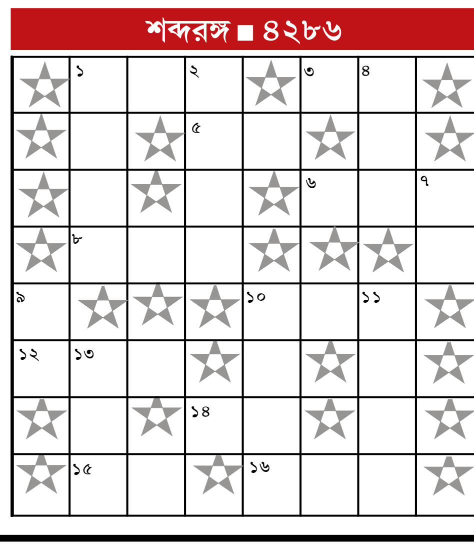

পাশাপাশি : ১। জমি ৩। পথ, উপায় ৫। অভ্যস্ত ৬। গুণাগুণ পরীক্ষা, বিচার যাচাই ৮। তিলমাত্র, সামান্য অংশত, ক্ষণকাল ১০। শ্রীকৃষ্ণ, বসন্তকাল, বৈশাখ মাস ১২। ইংরেজি বছরের একটি মাস ১৪। হত্যা, হনন ১৫। কুমির ১৬। শব্দ করা, রনরন শব্দ, ঝংকার।

উপর-নীচ : ১। কিংবদন্তি, গুজব, জনপ্রবাদ ২। মর্ত্যধাম, পৃথিবী ৪। সংগীতের রাত্রিকালীন রাগিণীবিশেষ ৭। দ্রুত, শীঘ্র বা হঠাৎ কিছু করা বা ধরার ভাবপ্রকাশ ৯। তাগাজাতীয় হাতের গয়নাবিশেষ, বাহু, খাটের পাশের কাঠ ১০। প্রহার ১১। অতি দ্রুত বেগে ঘোরার ভাব, ক্রিমি দমনকারী মিঠাইবিশেষ ১৩। সযত্নে পালন।

সমাধান ■ ৪২৮৫

পাশাপাশি : ১। বৈশাখ ৩। শক্তপোক্ত ৪। দিনেশ ৫। ধড়মড় ৭। রগ ১০। বগা ১২। নাকছাবি ১৪। জালিক ১৫। বিবাসন ১৬। টনক।

উপর-নীচ : ১। বৈশ্বানর ২। খদির ৩। শশধর ৬। মনিব ৮। গণক ৯। বিবিজান ১১। গারুড়িক ১৩। শকট।

বিন্দুবিসর্গ

পরের দফার জন্য প্রচারে ঝড় মোদি, রাহুলের

বিহারে ভোট ৬৪ শতাংশ

পাটনা, ৬ নভেম্বর : বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি ছাড়া মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই মিটল বিহারের প্রথম দফার ভোটপর্ব। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ২৪৩টির মধ্যে ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভোট পড়েছে ৬৪.৪৬ শতাংশ। সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে বেগুসরাইয়ে (৬৭.৩২ শতাংশ)। পাঁচবছর আগে বিহারে প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল ৫৬.১ শতাংশ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, আরজেডি সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব, উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, বিজয়কুমার সিনহা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, এলজেপি (রামবিলাস) চিরাগ পাসোয়ান, ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহনি, কানহাইয়া কুমার, সমাজমাধ্যম খ্যাত খান স্যর প্রমুখ ভোট দেন ।

ভোট দেওয়ার পর লালু-রাবড়ি। পাটনায়।

এদিকে প্রথম দফার ভোট চলাকালীনই জোরকদমে প্রচার চলে দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার আরারিয়ায় এক জনসভায় অনুপ্রবেশ, জঙ্গলরাজ নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, 'ভোটব্যাংকের কারণে অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি আরজেডি-কংগ্রেসের নরম মনোভাব রয়েছে। কিন্তু ভগবান রাম এবং ছটি মাইয়াকে তারা পছন্দ করে না।' মোদির তোপ, '১৫ বছরের জঙ্গলরাজে বিহারে কোনও উন্নয়ন হয়নি। কোনও হাইওয়ে, সেতু তৈরি হয়নি। কিন্তু নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সেই জমানা থেকে রাজ্যকে বের করে আনার জোরালো চেষ্টা করেছে।' প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, মহাজোটের অন্দরে আরজেডি-কংগ্রেসের মধ্যে টেনশন রয়েছে। ফলপ্রকাশের পর দুই দলের নেতারা একে অন্যের চুল ধরে টানাটানি করবেন। প্রথম দফার ভোটে বিহার উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছেন বলেও দাবি করেন মোদি।

উলটোদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি একটি জনসভায় এনডিএ-কে বিঁধে বলেন, 'গোটা দেশে জঙ্গলরাজ কায়েম করেছে মোদি-শা। জঙ্গলরাজ দিল্লিতে রয়েছে। ইডি, সিবিআই, আইটি দপ্তরের রাজ, হুমকি-ঘৃণার রাজ, মজদুরদের অধিকার কাড়ার রাজ, ভুল জিএসটি, নোটবন্দির রাজ, এগুলিই হল আসল জঙ্গলরাজ।' হরিয়ানায় ভোট চুরির প্রসঙ্গে রাহুলের সাফ কথা, 'হরিয়ানার ধাঁচে বিহারেও ভোট চুরির চেষ্টা করছে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন। বিহারের তরুণদের উচিত, এই চুরি রুখে দেওয়া এবং সংবিধানকে রক্ষা করা। আপনাদের উচিত, বুথে আরও সতর্ক থাকা।' রাহুলের সুরে সুর মিলিয়ে কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এদিন বলেন, 'মানুষকে কত টাকা দিয়েছেন সেই কথা বারবার প্রচার করেন মোদি-শা। । নির্বাচনের আগে মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন। কিন্তু বিহারবাসী কীভাবে রয়েছেন তার খোঁজ নেন না।' এদিন গোড়ায় ভোটদানের হার কম থাকা নিয়ে অভিযোগ করেছে আরজেডি। পুলিশের বিরুদ্ধে সমস্তিপুরে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগও তুলেছে তারা। যদিও বিহারের সিইও ওই অভিযোগ মানেননি।

সমাধিস্থলে পুজো, সংঘর্ষ

লখনউ, ৬ নভেম্বর : বিতর্কিত সমাধিস্থলে পুজোর চেষ্টা করায় পুলিশের সঙ্গে মহিলাদের সংঘর্ষ বাধল উত্তরপ্রদেশের ফতেপুর জেলার আবুনগরে। বুধবার সন্ধ্যায় কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে জনা ২০ মহিলা প্রদীপ, পুজোর অর্ঘ্য নিয়ে সমাধিস্থলে জড়ো হন। জায়গাটি নিয়ে মামলা চলায় পুলিশ মহিলাদের প্রবেশ ঠেকাতে ব্যারিকেড তৈরি করে। মহিলারা তার ওপর চড়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, সংঘর্ষ। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির দাবি, ওই জায়গায় 'ঠাকুরজি'র মন্দির ও শিবলিঙ্গ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করেছে। বিতর্কিত স্থানে পৌঁছোতে না পেরে মহিলারা গলি থেকে প্রার্থনা ও আরতি করেছেন।

পিকে'র প্রার্থী বিজেপিতে

পাটনা, ৬ নভেম্বর : বিহারে প্রথম পর্যায়ের ভোটের ঠিক একদিন আগে ধাক্কা খেল প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরাজ পার্টি (জেএসপি)। মুঙ্গের বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী

সঞ্জয় সিং বুধবার বিজেপিতে যোগ দিলেন। সঞ্জয় এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কুমার প্রণয়কে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রাক্তন জেএসপি নেতা জানিয়েছেন, তিনি উন্নয়ন ও স্থিতিশীল সরকারের স্বার্থে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি এনডিএ প্রার্থীকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। মুঙ্গেরের বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করতে সবরকমভাবে সাহায্য করব।'

মুখ খুললেন মডেল

জল মাপছে ইন্ডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : হরিয়ানা নির্বাচনে ভোট চুরির অভিযোগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির 'হাইড্রোজেন বোমা' সর্বভারতীয় রাজনীতিতে শোরগোল ফেললেও তা নিয়ে এখনও মুখ খুলতে নারাজ ইন্ডিয়া জোট। যদিও হরিয়ানার ভোটার তালিকায় তাঁর ছবি ২২ বার বিভিন্ন নামে ব্যবহারের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর মুখ খুলেছেন ল্যারিসা নামে প্রাক্তন ওই ব্রাজিলিয়ান মডেল। সমাজমাধ্যমে এক ভিডিওবার্তায় ল্যারিসা বলেন, 'এ কী পাগলামো। ভারতের রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমার ছবি একটি স্টক ইমেজ প্ল্যাটফর্ম কিনেছিল। এরপর কোথায় তা ব্যবহৃত হয়েছে, তা আমি জানি না। আমি কখনও ভারতে যাইনি। আমি ভারতীয়দের ভালোবাসি।' হাসিমুখে ল্যারিসার দাবি, 'আমি ব্রাজিলের ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সার এবং একজন হেয়ারড্রেসার। ইনস্টাগ্রামে আমার ভারতীয় ফলোয়ারদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমার ছবি নিয়ে মানুষ এমনভাবে মন্তব্য করছেন যেন আমিই নির্বাচিত হয়েছি। স্পষ্ট করে দিচ্ছি, ওটা আমি নই, শুধুমাত্র আমার ছবি।'

রাহুলের এইচ-ফাইলস

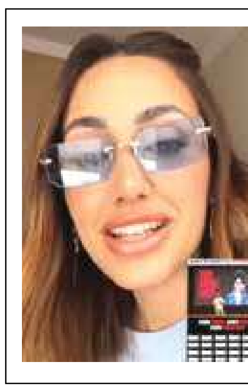

এ কী পাগলামো। ভারতের রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।
ল্যারিসা

এদিকে রাহুলের এইচ-ফাইলস সম্পর্কে ইন্ডিয়া জোটের একটি সূত্র দাবি করেছে, এসআইআর নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, রাহুলের প্রকাশিত তথ্য তারই বাস্তব চিত্র। ভুয়ো পরিচয় তৈরি, একই ছবি বারবার ব্যবহার, অনুপযুক্ত ভোটারের নামে রেজিস্ট্রেশন-এসবই দেখাচ্ছে ভোট ব্যবস্থার ভিত নড়বড়ে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বিহার ভোটের পরই দেশজুড়ে মহা-আন্দোলনে নামবে ইন্ডিয়া জোট। বিষয়টি আবারও সমষ্টিগতভাবে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। সূত্রের দাবি, বিহারের নির্বাচনি প্রক্রিয়া শেষ হলেই ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষনেতারা একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হবেন। সেখানেই জাতীয় প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং আইনি পদক্ষেপ দু'টোরই চূড়ান্ত রূপরেখা ঠিক হবে।

আপাতত ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আন্দোলন জোরদার করার বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শারদ পাওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে, তেজস্বী যাদব, অখিলেশ যাদব এবং হেমন্ত সোরেন সবাই মত দিয়েছেন। বুধবারই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে খুব সংক্ষেপে সামাজিক মাধ্যমে জানানো হয়, 'লজ্জা লজ্জা লজ্জা।' শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী জানিয়েছেন, এখানে স্পষ্টতই নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহি করার কথা। প্রশ্নগুলো খুবই সাধারণ,কীভাবে একটি স্টক ফোটো ভোটার তালিকায় ঢুকল? লিবারেশনের দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'ভোট চুরির চেষ্টা চলছে বিভিন্ন জায়গায়। সেটা আগেও প্রমাণিত হয়েছে মহারাষ্ট্রে,এখনও তার প্রমাণ রাহুল গান্ধি দিয়েছেন।'

উপমুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে পাথর, চপ্পল হামলা

পাটনা, ৬ নভেম্বর : প্রথম দফার ভোট চলাকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহার কনভয়ে হামলা চালানোর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিহারের রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ, আরজেডি আশ্রিত গুন্ডারাই এই হামলা চালিয়েছে। যদিও আরজেডি এই দাবি মানতে চায়নি। গোলমালের মধ্যেই আরজেডি-র এমএলসি অজয় সিংয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন উপমুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশনও। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা ভাঙার অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিহারের ডিজিপিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

আরজেডি নেতার সঙ্গে বচসা উপমুখ্যমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার।

তিনবারের বিধায়ক বিজয়কুমার সিনহা বৃহস্পতিবার নিজের আসন লখিসরাইয়ের ভোট কেমন চলছে দেখতে বেরিয়েছিলেন। খোরিয়ারি গ্রামে ঢোকার সময় তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় একদল অজ্ঞাতপরিচয় লোক। ওঠে 'বিজয়কুমার সিনহা মুর্দাবাদ' স্লোগানও। উপমুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে পাথর, গোবর, চপ্পল ছুড়ে মারার অভিযোগও ওঠে। বাধা পেয়ে শেষমেশ ফিরে যেতে বাধ্য হন বিজয়কুমার সিনহা।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'ওই লোকগুলি আরজেডির গুন্ডাবাহিনী। ওরা জানে এনডিএ আবার ক্ষমতায় আসছে। সেই কারণেই এই গুন্ডামি করা হয়েছে। গুন্ডারা আমাকে গ্রামে ঢুকতে দেয়নি। বিজয় সিনহা জিতছে। আমার পোলিং এজেন্টকে ওরা ভোট দিতে দেয়নি। আরজেডি বুথ দখল করতে চাইছে।' জেলা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে যে ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হয় সেগুলির মধ্যে লখিসরাইও রয়েছে।

মুনিরের ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

ইসলামাবাদ, ৬ নভেম্বর : শক্তি বাড়ছে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের। তাঁর ক্ষমতার পরিসর বাড়াতে ২৭ তম সাংবিধানিক সংশোধনী আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেদেশের সংসদ। এর মাধ্যমে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের ক্ষমতা আরও বাড়বে। উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার সিনেটে এই পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন।

এই সংশোধনীতে সংবিধানের ২৪৩ ধারা পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে, যা সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ ও কমান্ড সংক্রান্ত। সমালোচকরা বলছেন, এটি অসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সামরিক বাহিনীর প্রভাব আরও বাড়িয়ে দেবে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ করবে।

এই সংশোধনীকে জেনারেল আসিম মুনিরের অবস্থান ও ক্ষমতা সুসংহত করার চেষ্টা হিসাবে দেখা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দল, বিশেষ করে পিটিআই এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

সৈনিক স্কুলে ছাত্রের দেহ

ইটানগর, ৬ নভেম্বর : স্কুলচত্বরে এক ছাত্রের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গিয়েছে অরুণাচলপ্রদেশে। সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্র পূর্ব সিয়াং জেলার নিগলকের সৈনিক স্কুলের পড়ুয়া। কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যার দাবি করলেও মৃতের বোন ও পরিবার র‌্যাগিং-এর অভিযোগ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, সিনিয়ারদের হাতে মারাত্মক নির্যাতনই পড়ুয়াকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। চিরকুটে সেকথাই রয়েছে। মৃতের বোনের দাবি, মৃত্যুর আগের রাতে সিনিয়ার ছাত্ররা তাঁর ভাইকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করেছিল। ভাইয়ের সতীর্থদের কাছ থেকেই তিনি বিষয়টি জেনেছেন। ১২ বছর বয়সি ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হয় নভেম্বরের ১ তারিখে। পুলিশ স্কুলের আট পড়ুয়াকে আটক করেছে।

নিউ ইয়র্কবাসী পালাবেন : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর : মামদানিকে ভুলতে পারছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। গোহারা হওয়ার জ্বলুনি কমছে না তাঁর। নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও বামপন্থী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি-র বিপুল জয়ের পরেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট খোঁচা দিয়েছেন তাঁকে। ট্রাম্পের বক্তব্য, মামদানির জয় মানে কপাল পুড়ল নিউ ইয়র্কবাসীর। এবার রাজ্য ছেড়ে ফ্লোরিডায় পালাতে বাধ্য হবেন তাঁরা!

মামদানি কুইন্সের লং আইল্যান্ড সিটির অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৫ থেকে জয়ী হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাস রয়েছে তাঁর। ট্রাম্পের মতে, মামদানির নীতিগুলি নিউ ইয়র্কের অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার জন্য ক্ষতিকর হবে। নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'নিউ ইয়র্ক ছেড়ে ফ্লোরিডায় পালিয়ে যাওয়া মানুষদের ঢল নামবে।' তাঁর আরও দাবি, মামদানি কেবল তাঁর নিজের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্টকেই নয়, পুরো রাজ্যকেই 'ধ্বংস' করে দেবেন!

অবশ্য মামদানিও ছাড়েননি ট্রাম্পকে। প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, ট্রাম্পের এই ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করার নিছক অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। মামদানি তাঁর নির্বাচনি প্রচারে স্বাস্থ্য পরিষেবা, আবাসন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের এই মন্তব্য একদিকে যেমন ডেমোক্র্যাটদের বামপন্থী নীতিগুলির প্রতি তাঁর তীব্র বিরোধের আভাস দেয়, তেমনই অন্যদিকে ফ্লোরিডার মতো রিপাবলিকান-শাসিত রাজ্যগুলিকে নিউ ইয়র্কের মতো ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলির চেয়ে উন্নত প্রমাণ করার চেষ্টাও বটে।

জেএনইউ ফের বামেদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও বামেদের জয়জয়কার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক-চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদেই বাম জোটের প্রার্থীরা নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছেন। আবারও শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-কে। ৪ নভেম্বর নির্বাচন হয়। সভাপতি পদে বাম জোটের প্রার্থী আইসার অদিতি মিশ্র চারশোরও বেশি ভোটে হারিয়েছে এবিভিপির বিকাশ প্যাটেলকে। সহসভাপতি পদে ১,২০০-র বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন বাম প্রার্থী তথা এসএফআইয়ের কে. গোপিকা বাবু। সম্পাদক পদে শতাধিক ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থী তথা ডিএসএফের সুনীল যাদব পরাজিত করেছেন এবিভিপির রাজেশ্বর কান্ত দুবেকে। যুগ্ম সম্পাদক পদেও জয় পেয়েছেন বাম প্রার্থী দানিশ আলি। গতবার ভোট পড়েছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। এবার হার নেমে এসেছে ৬৭ শতাংশে।

জেরার মুখে শিল্পার কর্মীরাও

মুম্বই, ৬ নভেম্বর : শিল্পা শেট্টি এবং তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে একটি বড় আর্থিক প্রতারণার ঘটনায় এবার তাঁদের কর্মচারীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে মুম্বই পুলিশ। প্রায় ৬০ কোটি টাকার প্রতারণার এই মামলায় তদন্তের গতি বাড়াতে চাইছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, একটি সোনার স্কিমে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, রাজ এবং শিল্পার সংস্থার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্রতারণা করা হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্স (বিকেসি) থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ রাজের সংস্থার বেশ কয়েকজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে সংস্থার অভ্যন্তরীণ আর্থিক লেনদেন, চুক্তির বিবরণ এবং প্রতারণার অভিযোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

বিমানের ইঞ্জিন ভেঙে মৃত ১২

কেন্টাকি, ৬ নভেম্বর : আমেরিকার কেনটাকি প্রদেশে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। একটি মালবাহী বিমানের ইঞ্জিন উড়ানের পরই খসে পড়লে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লুইসভিল বিমানবন্দর থেকে হনলুলুর উদ্দেশে যাত্রা করা এমডি-১১ কার্গো বিমানটি টেক-অফের সময় মারাত্মক যান্ত্রিক ত্রুটির শিকার হয়। বিমানের একটি ইঞ্জিন খসে পড়ার পরেই সেটি রানওয়ের বাইরে একটি শিল্পাঞ্চলে আছড়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও আগুন ধরে যায়।

হাইকোর্টে ওবিসি মামলায় প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : ওবিসি বাতিল সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে চলছে। তারপরও কেন কলকাতা হাইকোর্ট পুরোনো মামলার শুনানি শুরু করতে চাইছে,

রুষ্ট শীর্ষ আদালত

বৃহস্পতিবার সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ স্পষ্ট বার্তা দিল, সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

বৃহস্পতিবার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেন, 'আমরা যখন বিষয়টি শুনছি, তখন কলকাতা হাইকোর্ট কেন পুরোনো মামলা শুনতে চাইছে? নতুন মামলায় দেওয়া স্থগিতাদেশেই সব পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে।' তাঁর মন্তব্যে ইঙ্গিত, আগামী শুনানিতে হাইকোর্টের বেঞ্চ বদল নিয়েও নির্দেশ দিতে পারেন তাঁরা। এদিন রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও কলকাতা হাইকোর্ট ১৮ নভেম্বর সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই তথ্য আদালতে উপস্থাপিত হতেই বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। এরপরই তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোনও মামলাই কলকাতা হাইকোর্ট শুনতে পারবে না।

তরুণদের উগ্রপন্থায় দীক্ষা, গ্রেপ্তার জয়পুরে

জয়পুর, ৬ নভেম্বর : রাজস্থানের জয়পুর থেকে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মওলানা ওসামা উমর। তার বাড়ি বারমেরে হলেও কর্মসূত্রে ছিল সাঁচোর এলাকায়। ওই ব্যক্তি স্থানীয় তরুণদের উগ্রপন্থী কার্যকলাপে যুক্ত করার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। টানা পাঁচদিন জেরার পর গত বুধবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে

ওই ব্যক্তিকে ধরা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি সমাজমাধ্যমে তরুণদের মগজধোলাই করার এবং তাদের জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছিল। তার কাছ থেকে বেশ কিছু আপত্তিকর সরঞ্জাম ও নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উমরকে জেরার সূত্রে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই চারজনকে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য নাকি চাপ দিচ্ছিল উমর।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের মাটিতে নাশকতার ছক কষছিল সে।

'খান' পদবি নিয়ে তর্জা মহারাষ্ট্রে

মুম্বই, ৬ নভেম্বর : মুম্বই বিজেপি প্রধান অমিত সতমের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে। বিজেপি নেতা বলেছেন, মহারাষ্ট্রে 'খান' পদবি চাপিয়ে দেওয়া হলে তিনি তা মানবেন না। অমিত সতমের ওই মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহল তোলপাড়। তিনি মানসিকভাবে ঠিক আছেন কি না সেই প্রশ্ন তুলেছে শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী। এবার প্রশ্ন তুললেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এইচএস পানাগ।

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানির জয়ের পরই বিতর্কিত মন্তব্যটি করেছেন অমিত সতম। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অমিত সবাইকে সতর্ক করে বলেন, 'কয়েকটি আন্তর্জাতিক শহরের রং পরিবর্তিত হচ্ছে। কয়েকজন মেয়রের পদবি দেখার পর মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আঘাড়ির 'ভোট জিহাদ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে মুম্বইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তিনি মারাঠিতে তাঁর কড়া বার্তাটি দিয়ে বলেছেন, 'যদি কেউ মুম্বইয়ের ওপর 'খান'-কে চাপানোর চেষ্টা করে, তবে তা সহ্য করা হবে না। জেগে উঠুন মুম্বইবাসী।'

বিজেপি নেতার মন্তব্য নিয়ে বিরোধী দলগুলির বক্তব্য, সতম স্থানীয় নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন। বিষয়টির কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। বলিউডের গুল পানাগের বাবা এইচএস পানাগ শব্দটির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, 'কেন এইভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদি কেউ খান পদবির হন, তিনি তো নির্বাচিত হয়ে আসবেন।'

প্রশ্নে পতঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : দিল্লি হাইকোর্ট সম্প্রতি পতঞ্জলির একটি বিজ্ঞাপনের বিষয়ে তাদের তীব্র সমালোচনা করেছে। বিজ্ঞাপনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির পণ্যকে 'ধোঁকা' (প্রতারণা) বলে অভিহিত করেছিল। বিচারপতিরা পতঞ্জলিকে প্রশ্ন করেন, 'অন্য ব্র্যান্ডের পণ্যকে কীভাবে আপনি প্রতারণা বলতে পারেন?'

লখনউয়ে গণধর্ষণ কিশোরীকে

লখনউ, ৬ নভেম্বর : গণধর্ষণের শিকার হল সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী। ঘটনাটি লখনউয়ের। দু'দিন ধরে তাকে একটি হোটেল রুমে আটকে রেখে গণধর্ষণ করা হয়।

ওই ছাত্রীর ইনস্টাগ্রামে বিমল যাদব নামের একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। গত ২ নভেম্বর বিমল তাকে দেখা করতে বলে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছোনোর পর বিমল তার অন্য দুই বন্ধু পীযূষ মিশ্র ও শুভম শুক্লার সঙ্গে একটি গাড়িতে ছাত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়।

এরপর আইআইএম রোডের একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে তারা দু'দিন ধরে পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। অভিযুক্তরা তার ফোন কেড়ে নেয় এবং বাধা দিলে মারধরও করে। এমনকি গণধর্ষণের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় কিশোরীকে।

এরপর মেয়েটিকে বাড়ির কাছে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। মেয়েটির মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পকসো আইনে মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্ত পীযূষ ও শুভমকে গ্রেপ্তার করেছে। মূল অভিযুক্ত বিমল যাদব এখনও পলাতক। পুলিশ তাকে খুঁজছে।

জনগণমন বিতর্কিত দাবি

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর : ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন'-এর ইতিহাস নিয়ে সমাজমাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা তথা মন্ত্রী প্রিয়ংক খাড়গে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরিকে।

এক্স-এ কাগেরিকে নিশানা করে একটি পোস্ট করেন প্রিয়ংক। তিনি কাগেরির একটি হোয়াটসঅ্যাপ ফরোয়ার্ডের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। কাগেরির হোয়াটসঅ্যাপ পোস্টে দাবি করা হয়েছিল, 'জনগণমন' গানটি আসলে ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জের প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল। এটি প্রথম গাওয়া হয় ১৯১১ সালে তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময়।

কাগেরির দাবিকে 'মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে আখ্যা দিয়ে

প্রিয়ংক বলেন, দেশের জাতীয় সংগীত নিয়ে এই ধরনের ভিত্তিহীন দাবি বহুকাল আগেই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়েও কাগেরি কীভাবে দেশের জাতীয় সংগীতের ইতিহাস সম্পর্কে এমন ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন।

কাগেরির শিক্ষাগত যোগ্যতাকে কটাক্ষ করে প্রিয়ংক বলেন, 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ রাজার প্রশংসা করে গান লিখবেন?' তিনি কাগেরিকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে এবং জাতীয় সংগীতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পরামর্শ দেন।

বন্দে মাতরম উৎসব আজ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : দেখতে দেখতে দেড়শো বছর বয়স হয়ে গেল জাতীয় গান 'বন্দেমাতরমের'। সেই দেশাত্ববোধক গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বছরভর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যার কর্মসূচি বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্য পত্রিকায়। পরে ১৮৮২ সালে বঙ্কিমের কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই উপন্যাসের সন্ন্যাসীরাই বন্দেমাতরম গেয়ে উঠতেন, যা ছিল দেশপ্রেমের প্রতীক। গানটিতে সুর দিয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৯৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথমবার তিনি এটি গেয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের ৭ অগাস্ট বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সুবাদে রাজনৈতিক স্লোগান হিসাবে এটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।

১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদে রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখায় 'বন্দেমাতরম'-কে 'জনগণমন'-এর সমমর্যাদা দেওয়া হবে। পরে এটিই ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়। জাতীয় স্তোত্রের তকমা পায় 'জনগণমন'।

বন্দে মাতরম-এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামীকাল দিল্লিতে (ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়াম) জাতীয় স্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করা হবে। সারা দেশে সেমিনার, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংগীতের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

ব্যাংকিংয়ে কেরিয়ার প্রস্তুতি-কথা

শুভ রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংক (আরআরবি) (এছাড়া সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় প্রবেশনারি অফিসার ও ক্লার্কশিপের চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ)

নিয়মিত, স্বল্পসময়ে ও স্বচ্ছভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাংকিং ও ইনসুরেন্স সেক্টর চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অথচ একসময় খুব কম বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই ক্ষেত্রে চাকরিতে আগ্রহ দেখাতেন বা প্রস্তুতি নিতেন। বর্তমানে অন্য একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ও দীর্ঘমেয়াদি নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য তাঁরা এদিকে ঝুঁকছেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সিলেবাসের সঙ্গে এর বিস্তর ফারাক। তুলনামূলক কম বিষয় থাকলেও প্রশ্ন অনেকটাই আলাদারকমের হয়। দুই থেকে তিন বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রস্তুতি নিলেই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব। নিজের প্রস্তুতিপর্বে যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই ব্যাংকিং অ্যাসপিরেন্টসদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি এখানে।

প্রতিটা বিষয়ের জন্য ইউটিউবে একাধিক চ্যানেল থেকে বিনামূল্যে ক্লাস করানো হয়। তবে এক্ষেত্রেও অন্য চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এবং নিজে চ্যানেলের শেখানোর পদ্ধতির মান যাচাই করে ক্লাসে অংশ নেওয়া উচিত। পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। বহু প্রশ্নের উত্তর ঠিক করেও শুধুমাত্র কয়েকটি ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হয়ে অনেকেই অনেকবার অকৃতকার্য হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই বারবার মক টেস্ট দেওয়া জরুরি। পরীক্ষাকেন্দ্রে মাথা ঠান্ডা, মনোযোগ ঠিক রাখতে হবে। কোনও একটি বিভাগে উত্তর মনোমতো দিতে না পারলে তার প্রভাব যেন অন্য বিভাগে না পড়ে। এতে মানসিক চাপ তৈরি হয়। কোন বিষয়ে কোথায় দুর্বলতা রয়েছে, তা প্রস্তুতিপর্বেই টের পাবে। সেই ক্ষত মেরামতে আগে জোর দাও। লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারলে, ভেদ হবেই। বেস্ট অফ লাক!!

পাবলিক সেক্টর ব্যাংক (পিএসবি), রিজিওনাল রুরাল ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার, অফিসার, ক্লারিকাল ক্যাডার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্পেশালিস্ট অফিসার ইত্যাদি পদের জন্য সারাবছর বিভিন্ন পরীক্ষা আয়োজন করে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংকিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস), স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই), ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড) সহ বিভিন্ন সংস্থা। অন্যদিকে, ইনসুরেন্স সেক্টরে দ্য ন্যাশনাল ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কর্পোরেশন লিমিটেড (এনআইএসিএল), এনএলসি, লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন (এলআইসি), জেনারেল ইনসুরেন্স কর্পোরেশন (জিআইসি) ইত্যাদি সংস্থা পরীক্ষা নেয়। প্রায় সবক'টিই কম্পিউটার বেসড (সিবিটি)। তাই চাকরিপ্রার্থীদের কম্পিউটার পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। প্রস্তুতিপর্বে মক টেস্ট অনলাইনেই দিতে হবে। নিজের ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ না থাকলে ইন্টারনেট ক্যাফেতে গিয়ে মক টেস্ট দিতে পারো তোমরা।

আইবিপিএস এবং এসবিআই পিও পরীক্ষার তিনটি ধাপ :

* প্রিলিমিনারি টেস্ট : যে বিষয়গুলো কমন- ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, রিজনিং অ্যাবিলিটি ও নিউমেরিকাল অ্যাবিলিটি/কোয়ান্টেটিভ অ্যাবিলিটি।

* মেইন টেস্ট : মূলত থাকে- রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড, ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন, জেনারেল/ ইকনমি/ ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ।

এছাড়া ডেসক্রিপটিভ রাইটিংয়ের একটা অংশ থাকে। এখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ, চিঠি, অনুচ্ছেদ, সারাংশ, ই-মেল ও সিচুয়েশন অ্যানালিসিস ইত্যাদি টাইপ করে লিখতে হয়।

* ইন্টারভিউ (এসবিআইয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র এর আগে গ্রুপ ডিসকাশন ও সাইকোমেট্রিক টেস্ট হয়)

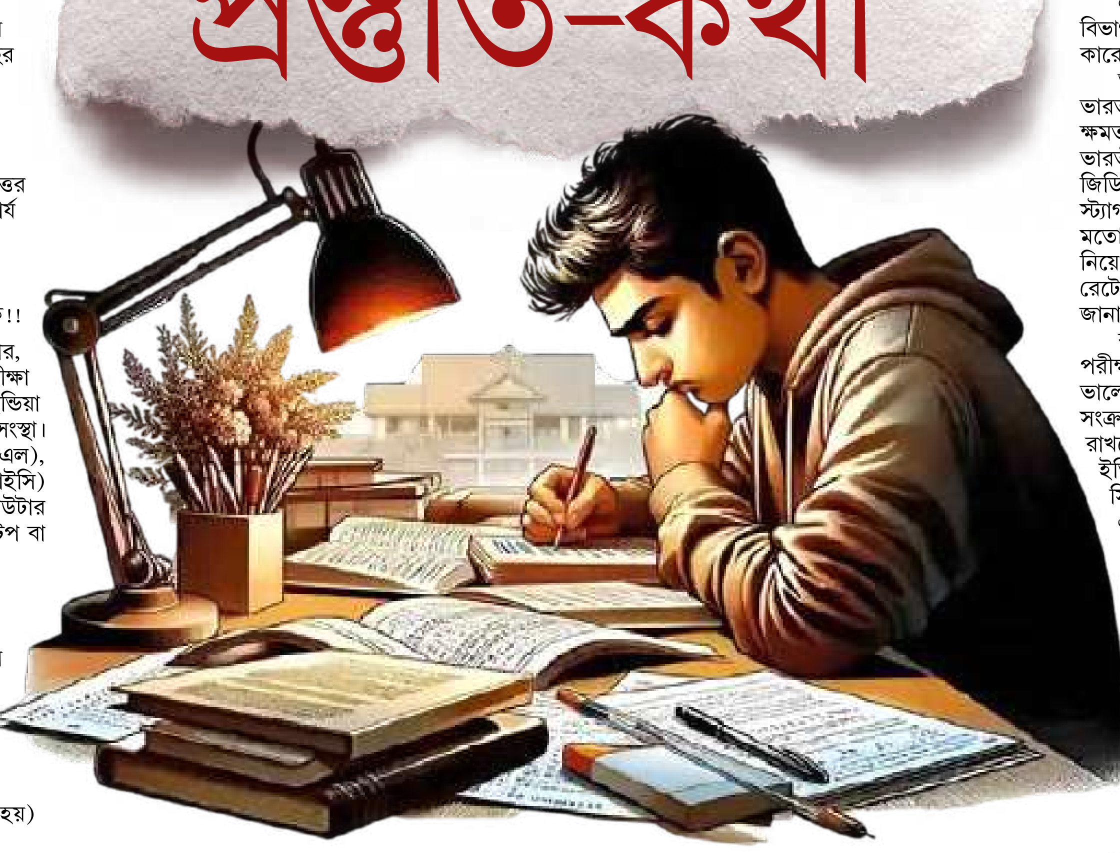

জেনারেল ও কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস

এর কোনও বাঁধাধরা সিলেবাস নেই। ব্যাংকের পরীক্ষায় মূলত চারটি বিভাগ থেকে প্রশ্ন আসে। ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস, মাইক্রোইকনমিক্স, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও স্ট্যাটিক জেনারেল নলেজ।

তবে বেশিরভাগ প্রশ্নই আসে ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস থেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ব্যাংক ও তার কাজকর্ম, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং পরিষেবা ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যাংকিং সিস্টেম সম্পর্কে বিশদে পড়তে হবে। অর্থনীতি থেকে জিডিপি, জিএনপি, এনএনপি, ন্যাশনাল ইনকাম, ইনফ্লেশন, ডিফ্লেশন, স্ট্যাগফ্লেশন, রিসেশন, এমপ্লয়মেন্ট, মানি মার্কেট, ক্যাপিটাল মার্কেট-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট জানা চাই। মানিটারি পলিসি, ফিসকাল পলিসি নিয়ে ধারণা থাকতে হবে। আরবিআইয়ের রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেটের মতো সবক'টি রেট এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে এদের প্রভাব জানা আবশ্যিক।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে পড়ে, তোমার চারদিকে কী ঘটছে। পরীক্ষার আগের শেষ ছয় মাস থেকে এক বছর গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত ভালো সংবাদপত্র পড়া, খবর দেখা, বিশেষত ব্যাংকিং ও অর্থনীতি সংক্রান্ত খবরে নজর রাখতে হবে। পিআইবি-র ওয়েবসাইটে চোখ রাখতে হবে সরকারি যোজনা সম্পর্কে জানতে। স্ট্যাটিক জিকে হচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল, ভৌত ও জীবন বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি। তবে সিভিল সার্ভিসের মতো খুব গভীর থেকে প্রশ্ন সাধারণত আসে না। এছাড়া জাতীয় উদ্যান, ভারতীয় সংস্কৃতি ও কলা, সংগীত, নৃত্যের মতো বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। একাধিক মাসিক পত্রিকা বের হয়। বিভিন্ন সংস্থা নিজের ইয়ারবুক বের করে। এসব উপকারী হতে পারে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য।

কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেসকে একেবারেই অবহেলা করা যাবে না। বেসিক কম্পিউটার নলেজ, এমএস অফিস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডেটাবেস, কম্পিউটার সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি, এআই সম্পর্কে জানা জরুরি। এই বিষয়ে নিয়মিত চর্চা চালানো আবশ্যক। আবারও বলছি, পুরো পরীক্ষা যেহেতু সিবিটি পদ্ধতিতে হয়, তাই মক টেস্টও দিতে হবে ঘড়ি ধরে কম্পিউটারে। বিভিন্ন সংস্থা অর্থের বিনিময়ে ব্যবস্থা করে। বিনামূল্যেও একাধিক ওয়েবসাইটে (নির্ভরযোগ্য) দেওয়া যেতে পারে।

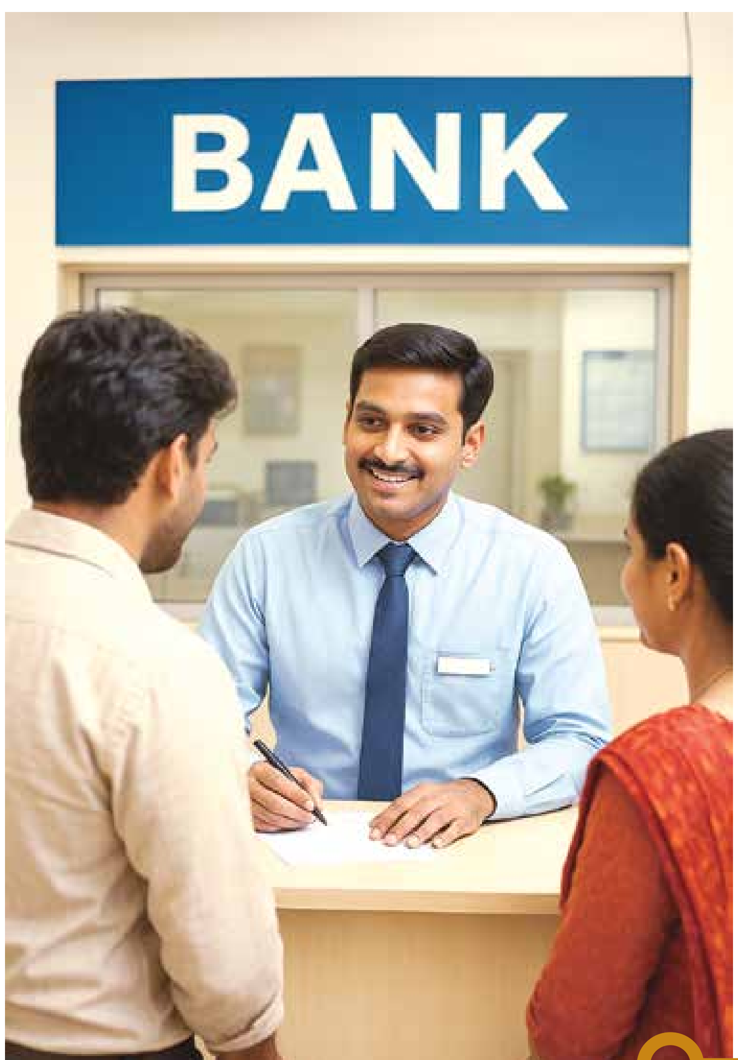

লজিক্যাল রিজনিং

এখানে চাকরিপ্রার্থীদের চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতা বিচার করা হয়। অধিকাংশ পেপারে এখন অ্যানালিটিকাল পাজল (সিটিং/ফ্লোর অ্যারেঞ্জমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশন ইত্যাদি) বেশি থাকে। এছাড়া ডিডাকশনস, সিমবলস অ্যান্ড নোটেশনস, কোডিং ডিকোডিং, ব্লাড রিলেশনস, ডিরেকশন সেন্স, র‍্যাংকিং, ডেটা সাফিশিয়েন্সি, ডেটা কম্পারিজন, ভার্বাল রিজনিং, ডিসিশন মেকিং, ইনপুট আউটপুটের মতো বিষয় থেকে প্রশ্ন আসে।

নতুন ট্রেন্ড, অনেক প্রশ্নই এখন একাধিক অধ্যায় মিলিয়ে করা হয়। যেমন, আটজন ব্যক্তিকে একটি গোলাকার টেবিল ঘিরে বসাতে হবে। সঙ্গে এটাও লেখা আছে, ওরা একই পরিবারের সদস্য এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। ফলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের পাশাপাশি ব্লাড রিলেশন ও ডিস্ট্রিবিউশন-এর (অর্ডার প্রোফেশন বোঝা) ধারণা থাকা দরকার। পরীক্ষার্থীদের উচিত, সিলেবাস ধরে সব টপিক আগে দেখে তারপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া। নন-ভার্বাল রিজনিংয়ের প্রশ্নের তুলনায় ভার্বাল রিজনিং অংশটিতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

যেহেতু পরীক্ষায় কম সময়ে বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। সেটা নিজের নিজের সুবিধামতো বানিয়ে নাও। দরকারে যিনি বা যাঁরা দীর্ঘদিন ব্যাংকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং সফল হয়েছেন, তাঁর পরামর্শ নাও। শুরুতে দিনে ২০ থেকে ৩০টি সেটের প্রশ্ন ঘড়ি ধরে অনুশীলন করো। পরীক্ষায় বসে যখন দেখবে একটি প্রশ্নের পেছনে নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার পরেও তার সমাধান মাথায় আসছে না, তখন অন্যটিতে চলে যাও। সময় ভীষণ ভীষণ মূল্যবান এই পরীক্ষাগুলোতে।

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ

পরীক্ষার দুটো ভাগেই (প্রিলিমিনারি এবং মেইন) ইংরেজির ওপর প্রশ্ন আসে। প্রবেশনারি অফিসারের পরীক্ষায় থাকে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং। সাম্প্রতিক প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যাবে, মূলত রিডিং কম্প্রিহেনশন, ক্লোজ টেস্ট ও সেনটেন্স কারেকশন বা গ্রামারের প্রশ্ন থাকছে। মেইনসে ছিল রিডিং কম্প্রিহেনশন, প্যারাগ্রাফ জাম্বলিং, সামারি, শূন্যস্থান পূরণ এবং সেনটেন্স কারেকশন বা ব্যাকরণের প্রশ্ন। ডেসক্রিপটিভ রাইটিংয়ের অনুশীলন করতে হবে। এখানে অবশ্যই মনে রাখা দরকার, ডেসক্রিপটিভ পেপারের উত্তর কিন্তু কম্পিউটারে টাইপ করে দিতে হবে। তাই অভ্যাস থাকা জরুরি।

ইংরেজির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সবার আগে রিডিং স্কিল মজবুত করা আবশ্যক। অল্প সময়ে সম্পূর্ণ প্যাসেজ পড়ে মগজে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে ফেলতে হবে। এতে সেই প্যাসেজ থেকে আসা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হয়। প্যাসেজ তাড়াতাড়ি পড়তে হলে ভোকাবুলারি বা শব্দভাণ্ডারের ভিত্তি শক্তপোক্ত করতে হবে। সেজন্য ভালোমানের ইংরেজি সংবাদপত্র নিয়মিত পড়তে হবে। অচেনা শব্দ দেখলে খাতায় টুকে নাও। ডিকশনারি হাতের কাছে রাখো। তবে অভিধান মুখস্থ করে ভোকাবুলারি বাড়ানো বোকামো। শুধুমাত্র নতুন শব্দের মানে জানতে এর ব্যবহার করো।

ভালো জার্নাল থেকে আর্টিকল, ইংরেজি ভাষায় লেখা বই পড়া যেতে পারে। দেখতে হবে, কোথায় কোন শব্দ কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে। ভোকাবুলারির জন্য নরম্যান লিউইস-এর 'ওয়ার্ড পাওয়ার মেড ইজি', গ্রামারের জন্য একাধিক বই রয়েছে। মনে রাখতে হবে, স্কুল স্তরে আমরা সাধারণত যে ধরনের ব্যাকরণ শিখি, চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্নই আসে ভিন্নধরনের। অনেক গভীরে গিয়ে ব্যাকরণের নিয়ম শিখতে হয়। তারপর নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে।

নিয়মিত মক টেস্ট দিয়ে নিজের মূল্যায়ন করে কোথায় কোথায় খামতি থাকছে, দেখে নিয়ে সেগুলো ঠিক করে নিতে হবে। তাই পোস্ট টেস্ট অ্যানালিসিস গুরুত্বপূর্ণ।

কোয়ান্টেটিভ অ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিসিস

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নিউমেরিকাল অ্যাবিলিটিতে সাধারণত কোয়াড্রেটিক কম্পারিজন, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, নম্বর সিরিজ, অ্যাপ্রক্সিমেশন ও অ্যারিথম্যাটিক থেকে প্রশ্ন আসে। এছাড়া ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে পাই চার্ট, বার গ্রাফ, কেসলেটস থেকে একাধিক প্রশ্ন দেওয়া থাকে। অ্যারিথমেটিক (ইকোয়েশন, রেশিও প্রোপোরশন, পার্সেন্টেজ, প্রফিট অ্যান্ড লস, টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক, টাইম অ্যান্ড ডিসট্যান্স, মেনসুরেশন এবং অ্যাভারেজ), নম্বর সিরিজ ও কোয়াড্রেটিক কম্পারিজন থেকেও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা থাকে।

কীভাবে এই বিভাগের জন্য প্রস্তুতি নেবে? কিছু জিনিস অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে। যেমন, ১ থেকে ২০ পর্যন্ত নামতা, 1/2 থেকে 1/20 পর্যন্ত রেসিপ্রোকাল ভ্যালু, 2^2 থেকে 30^2 পর্যন্ত ভ্যালু এবং 2^3 থেকে 15^3-র ভ্যালু। কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশন, প্রোবাবিলিটির অঙ্কও ভালো করে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে জোর দিতে হবে ট্যাবুলার ডেটা, গ্রাফিকাল পাই, লাইন বা বার চার্ট, কেসলেটস, ভেন ডায়াগ্রামের মতো প্রশ্নে। নিউমেরিকাল অ্যাবিলিটি অনুশীলনের জন্য একাধিক বাজারচলতি বই রয়েছে। তবে আগে রিভিউ দেখে বই কেনা উচিত।

পরীক্ষায় টাইম ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন, কোনও প্রশ্নে খুব বেশি সময় দিতে না হয়। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন পড়ে বুঝতে হবে, সেটা আদৌ পারব কি না। ডিআই-এর যে সেট কোয়েসচন অর্থাৎ একটা প্রশ্নের অধীনে পাঁচটি প্রশ্ন থাকছে, সেগুলো কখনও সবার শেষে ধরবে না। সময় কিছুটা লাগে ঠিকই, কিন্তু সঠিকভাবে করতে পারলে একসঙ্গে বেশি নম্বর তোলা যায়।

ভিত যার দুর্বল বা যারা কলা বিভাগের পড়ুয়া, দীর্ঘদিন অঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, তাদের আগে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অঙ্কগুলো ঝালিয়ে নিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে হবে।

ক্যাম্পাস কথা

ইতিহাসের 'জুজু' কাটাতে ক্লাস

দীপঙ্কর মিত্র

সিপাহি বিদ্রোহ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সতীদাহ প্রথা রদ থেকে বিশ শতকের বামপন্থী আন্দোলন, কত সাল, কত কথা। এতকিছু মনে রাখা যায় নাকি? ইতিহাস নিয়ে তাই বেশিরভাগ পড়ুয়ার মধ্যেই একটা ভয় কাজ করে। এই ভয় কাটাতে এবং ইতিহাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে তিন বছর ধরে কাজ করছে হিস্টরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুর। গত সপ্তাহের শুক্রবার রায়গঞ্জ শহরের টেন ক্লাস গার্লস হাইস্কুল এবং রায়গঞ্জ ব্লকের হাতিয়া হাইস্কুলে পৃথকভাবে ইতিহাস নিয়ে বিশেষ ক্লাস করানো হয়। ক্লাসে অংশ নিয়েছিল দুই স্কুলের নবম এবং দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা। এসেছিল অন্য স্কুলের পড়ুয়ারাও। কালিয়াগঞ্জ সরলাসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মহাকাশ রায় তো এই ক্লাস করে উচ্ছ্বসিত। তার কথায়, 'এতদিন ইতিহাসের সাল ধরে ঘটনাবলির কথা ভুলে যেতাম। কখনও একটা মনে থাকত, কখনও আরেকটা। সংস্থার সদস্যরা খুব সহজ পদ্ধতিতে সাল এবং ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন। এখন ইতিহাস বিষয়টাও আরও ভালো লাগছে।'

একই কথা শোনা গেল কালিয়াগঞ্জ মনমোহন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শ্রেয়সী পাল, করণদিঘির ঝাড়বাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের আহাদ আলিদের মুখে। সংস্থাটির এই অন্যরকম উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবক থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শুধু ইতিহাসের সাল-তারিখ মনে রাখতে উপায় বাতলে দেওয়া হয়নি, অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। পাশাপাশি উত্তর লেখার ধরন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

কালিয়াগঞ্জ নিবাসী পেশায় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সান্ত্বনা সরকার বললেন, 'জেলার ইতিহাসকে জানানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাছে ইতিহাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছে এই সংস্থার। তাদের এই ধরনের শিক্ষামূলক কাজের পাশে সবসময় আছি। এই কাজ চলতে থাকুক, এতে পড়ুয়াদেরই ভালো হবে।'

একই কথা বললেন টেন ক্লাস গার্লস হাইস্কুল এবং হাতিয়া হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অর্পিতা দে এবং সুব্রত গুহ। তাঁদের কথায়, যে কোনও বিষয়ই ভালো লাগে যখন সেটা সহজবোধ্য হয়। ইতিহাসের হাজারও সাল-তারিখ নিয়ে অনেক পড়ুয়াই আতঙ্কে থাকে। তাঁদের আশা, এই বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে ইতিহাসকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা এবং বোঝার চেষ্টা করবে পড়ুয়ারা। আগ্রহ তৈরি হবে বিষয়টিকে ঘিরে। সংস্থার সম্পাদক সোমনাথ সিং বললেন, 'পড়ুয়াদের মধ্যে ইতিহাসকে আরও সহজবোধ্য করে তুলতে আমাদের এই আয়োজন।'

কর্মশালা ও সচেতনতা

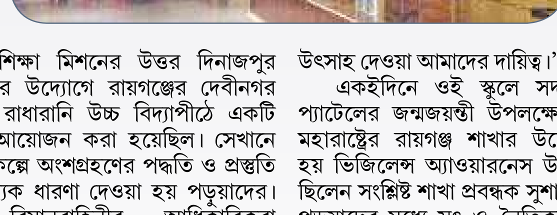

সমগ্র শিক্ষা মিশনের উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে রায়গঞ্জের দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি উচ্চ বিদ্যাপীঠে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অগ্নিবীর প্রকল্পে অংশগ্রহণের পদ্ধতি ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। ভারতীয় বিমানবাহিনীর আধিকারিকরা অগ্নিবীরের জন্য যোগ্যতামান হিসেবে কী দৈহিক পরিমাপ, কতটা ওজন থাকতে হয় ইত্যাদি তথ্য জানান। আলোচনা হয়েছে অগ্নিবীর সংক্রান্ত আরও একাধিক বিষয় নিয়ে।

দশম শ্রেণির পড়ুয়া ভাস্কর রায়, দেবী দত্ত সহ অন্যরা ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিল। দেবী বলল, 'বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। এই বিষয়ে আগে তেমন ধারণা ছিল না। অবশেষে অগ্নিবীরের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে ধারণা স্পষ্ট হল। এছাড়া, বিমানবাহিনীর কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলাম।' দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া চিন্ময় সাহা, অঙ্কিতা দত্ত, তন্ময় রায় সহ অনেকেই সেদিন বিমানবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। স্কুলের এনসিসি অফিসার শিক্ষক নীতীশ সরকারের কথায়, 'আজ দেখলাম, বহু পড়ুয়ার মধ্যে বিমানবাহিনী ও বিএসএফে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। তাদের উৎসাহ দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।'

একইদিনে ওই স্কুলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের রায়গঞ্জ শাখার উদ্যোগে পালিত হয় ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাখা প্রবন্ধক সুশান্ত রঞ্জন রাখি। পড়ুয়াদের মধ্যে সৎ ও নৈতিকতার মূল্যবোধ গড়ে তুলতে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। স্কুলের স্মার্ট ক্লাসরুমে দুর্নীতি রোধ বিষয়ক আঁকা প্রতিযোগিতাও হয়। ছোটরা শপথ নিয়েছে- কোনওরকম দুর্নীতিতে কখনও তারা জড়াবে না, বেআইনি কার্যকলাপে প্রশ্রয় দেবে না। সচেতনতামূলক পোস্টারও তৈরি করেছে তারা। এই বিষয়ে আলোচনা করেন ব্যাংকের আধিকারিকরা।

দুই কর্মসূচি নিয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রাখি বিশ্বাস বলেছেন, 'অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় প্রায় ১০০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছিল। অন্য অনুষ্ঠানটিতে দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার শপথ নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা।' দীপা পাল অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে উচ্ছ্বসিত। সে বলছিল, 'দেশকে নিয়ে আমরা গর্বিত। সবাই মিলে চেষ্টা করলেই ভারতকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব।'

সেমিনারে 'কলের গান'

সৌকর্য সোম

যাঁরা গান ভালোবাসেন, তাঁরা এর 'মূল্য' বেশ বোঝেন। তাই ডিজিটাল রমরমার এই যুগেও তাঁরা সেই 'কলের গান'-কে আজও এগিয়ে রাখেন। লং প্লেয়িং (এলপি) গ্রামোফোন রেকর্ড ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া রেকর্ডস প্রথম বাজারে আনে। এর আগে শেলাক ৭৮ আরপিএম রেকর্ডে খুব কম সময়ের গান সংরক্ষণ করা যেত। এলপি ভিনাইল উপাদানে তৈরি হওয়ায় ছিল হালকা, টেকসই এবং ৩৩১/৩ আরপিএম গতিতে দীর্ঘ সময় সংগীত বাজাতে পারত। এতে অ্যালবাম সম্পূর্ণভাবে এক ডিস্কে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। ১৯৫০-'৬০-এর দশকে জ্যাজ, ধ্রুপদি এবং জনপ্রিয় সংগীতের বিকাশে এলপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে ক্যাসেট, সিডি এবং ডিজিটাল অডিও এলে এর ব্যবহার কমে যায়। আজও বহু শিল্পী নতুন অ্যালবাম ভিনাইলে প্রকাশ করেন, যা নস্টালজিয়া ও উচ্চমানের শব্দের প্রতি আকর্ষণ জাগায়। হারিয়ে গেলেও কলের গানের বিষয়ে আজও অনেকের আগ্রহ আছে।

এ বিষয়ে নবীন প্রজন্মকে জানান দিতে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল আর্কাইভের অ্যাক্টিং কিউরেটর ও নজরুল সেন্টার ফর সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ-এর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক গৌরব চৌধুরী গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল 'ভয়েস অফ দ্য পাস্ট : ইভোলিউশন অফ গ্রামোফোন রেকর্ডস অ্যান্ড বিএলইএপি ডিজিটাইজেশন প্রোজেক্ট।' সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাব ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় ঋষি অরবিন্দ সভাঘরে এই অনুষ্ঠানে নিবন্ধক বিশ্বজিৎ দাশ, অধ্যাপক সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভময় চৌধুরী, জ্যোৎস্না সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে গৌরব বললেন, 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে আমরা পুরোনো অনেক কিছুকেই হারিয়ে ফেলছি। ভয়েস অফ দ্য পাস্ট মানে অতীতের কণ্ঠ বা অতীতের সুর। ব্রিটিশ লাইব্রেরির ইন্ডিয়ান আর্কাইভে এনিয়ে ডিজিটাইজেশন প্রোজেক্ট হয়। আমরা যদি এই গ্রামোফোনের যুগটাকে ভুলে যাই, তাহলে এই সংগীত বা সংস্কৃতির একটা বিরাট বড় ক্ষেত্র আমরা ভুলে যাব।'

কীভাবে কলের গানকে টিকিয়ে রাখা যায় সে বিষয়ে গৌরব অনেক কিছুই বললেন। আর্দ্রতাকে কীভাবে জব্দ করা যায় সেই টিপস দিলেন। বললেন, 'নজরুল সেন্টারে ৪৫০০-এর বেশি গ্রামোফোন রেকর্ডের একটা আর্কাইভ আমি তৈরি করেছি। যাঁদের বাড়িতে এই গ্রামোফোন রেকর্ড পড়ে রয়েছে তাঁদের নাম আমাদের আর্কাইভে রাখা আমাদের লক্ষ্য।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া অম্বিকা মণ্ডলের কথায়, 'ক্যাসেট, সিডি সম্পর্কে এর আগে শুনলেও গ্রামাফোনের ব্যাপারে এই প্রথম জানলাম। এটা আমাদের কাছে সম্পদ, যাকে কখনোই সময়ের স্রোতে হারানো উচিত নয়।'

বন্ধু চল...

নতুন প্রজন্মের বিয়ের মন বদলাচ্ছে

দুজন নিয়মিত দেখা করেন। অনুভূতি শেয়ার করেন। কিন্তু কেউ কাউকে প্রেমিক-প্রেমিকা বা ‘পার্টনার’ বলতে চান না। দুজন আবেগে যুক্ত থাকলেও কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে ‘প্রেমিক’ বা ‘প্রেমিকা’ হতে রাজি নন। এ এমন এক সম্পর্ক যা বন্ধুত্ব ও প্রেমের মাঝামাঝি। যেখানে আবেগ, ঘনিষ্ঠতা বা একসঙ্গে সময় কাটানো আছে, কিন্তু সম্পর্কের স্পষ্ট কোনও সংজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি বা ভবিষ্যৎ নির্ধারিত নেই। তাই সময় যত এগোচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে ছেলেমেয়েরা যত স্বাবলম্বী হচ্ছে, ততই যেন বাঁধন ছেড়ে মুক্ত হতে চাইছে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ভালোবাসার এখন অনেক নাম। সিচুয়েশনশিপ, ওপেন রিলেশনশিপ, ফ্রেন্ডস উইথ বেনিফিটস সহ আরও কত কী। নতুন প্রজন্ম বরাবরই বদল এনেছে। তাদের কাঁধেই থাকে নতুন কিছুর ভার। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক বিবর্তন আনছে। এখনকার ব্যস্ত জীবনে কোনও কিছুর ওপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভর করার মানসিকতা কমছে তাদের। সাধারণত অনলাইন যোগাযোগ, স্বল্পমেয়াদি ঘনিষ্ঠতা বা আধুনিক জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা থেকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এ সম্পর্কের জন্ম হচ্ছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। আর এর ফলে এখন বিয়ে সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে, আগ্রহ কমেছে।

‘ইউথ অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট ২০২২’-এ ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের ২৩ শতাংশের মধ্যে এখন বিয়ের প্রতি অনীহা জন্মাচ্ছে, আগে এই সংখ্যাটা ছিল ১৭.২ শতাংশ। হাকিমপাড়ার বছর ২৭-এর সাহানা তালুকদার বলছিলেন, ‘সমাজের তৈরি করা নিয়ম নয়, বরং নিজের কমিটমেন্টে চলি। আমি বিয়ে বিরোধী নই। তবে সেটা নিজের সময়মতো এবং নিজের মনের মতো মানুষের সঙ্গে করতে চাই। একটা মানুষকে চিনতে অনেকটা সময় লেগে যায়। আর চিনে যাওয়ার পর যদি মনে হয় যে, তার সঙ্গে গোটা জীবন কাটানো সম্ভব নয়, তবে তাকে কেনই বা বিয়ে করব?’

বর্তমান সময়ে সম্পর্কের বদলে যাওয়া রসায়ন নিয়ে বিভিন্ন ডেটিং অ্যাপও নানা সমীক্ষা চালিয়েছে। সেই সমীক্ষাগুলোতেও দেখা যাচ্ছে, ডিজিটাল যুগে আবেগ এবং ঘনিষ্ঠতার অর্থ নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। এখন অনেক অপশন রয়েছে, তাই সবাই নিজেদের মতো করে বেছে নিতে চাইছেন।

বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মন নিয়ে কাজ করেন গার্গী দত্ত কুণ্ডু। তিনি বলছিলেন, ‘অর্থনৈতিক দিক থেকে এখন প্রায় সব জায়গাতেই মেয়েরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। অ্যাডজাস্টমেন্ট, স্যাক্রিফাইস এখন আর কেউই একতরফাভাবে করতে পারে না। একটা প্রচণ্ড রকম ব্যস্ত জীবনে অতিরিক্ত চাপ ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে অনেকেই নিতে চাইছে না।’ তাঁর আরও উপলব্ধি হল, ‘মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছেলেরাও ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। ভীষণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ভীষণ লয়াল সম্পর্ক থেকে এখন নিজেদের স্বাধীনতা রেখে সিচুয়েশনশিপ, ওপেন রিলেশনশিপ-এর

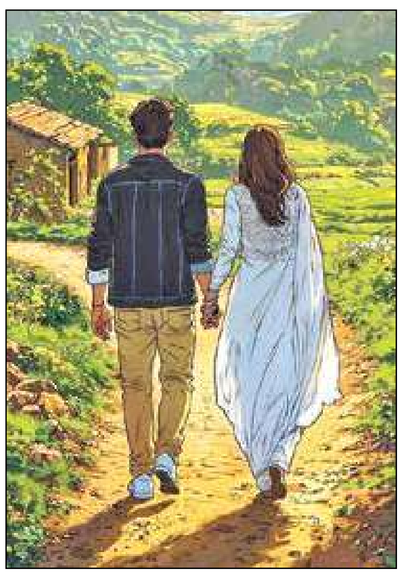

দিকে যাচ্ছে নবীনরা। তাই লয়াল থাকাটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক ভয়টা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। কে কী ভাববে সেটা ভেবে আর কেউ নিজেকে আটকে রাখছে না।’ গার্গীর কথায়, ‘প্রেম, বিয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার জন্য যে অ্যাডজাস্টমেন্ট বা স্যাক্রিফাইস প্রয়োজন সেটা কেউ করতে চাইছে না। কারণ এখন সহজেই অপশন খুঁজে পাওয়া যায়। ‘তু নেহি তো আউর সহি’। অর্থাৎ পুরানো ভালোবাসা সামাজিক নিয়মের বাইরে বেরিয়ে এসে আরও মুক্তভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ডিজিটাল যুগে ভার্চুয়াল সম্পর্ক ও অনলাইন রোমান্সও এর অংশ।

সংস্কৃতিকর্মী মৌকণা মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘ছেলেমেয়েরা ছোট থেকেই বাড়িতে বা আশপাশে সম্পর্কের নানা সমীকরণ দেখে বুঝতে শিখেছে যে, বিয়েটা কোনও সুরক্ষিত সমাধানের রাস্তা নয়, অন্যভাবেও জীবনকে যাপন করা যায়। যারা এভাবে ভাবছে তারা বিয়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। আবার অনেকে অনীহা প্রকাশ করছে না।’ তাঁর মতে, ‘এই বিষয়টা একদিনে তৈরি হয়নি। এটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলছিল, এখন সেগুলো নজরে পড়ছে।’

বিয়ের প্রতি অনীহা রয়েছে ডাবগ্রামের ভাস্কর ঘোষেরও। তাঁর কথায়, ‘আমি একটা চাকরি করছি। আমার অনেক স্বপ্ন আছে। আমার আদবকায়দা কারও পছন্দ নাও হতে পারে। কেউ যদি সেগুলো মেনে আসতে পারে তাহলে ভালো। আর না মেনে নিতে পারলে শতহস্ত দূরে থাক।’

চাপমুক্ত থাকতে

- ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের ২৩ শতাংশের মধ্যে এখন বিয়ের প্রতি অনীহা জন্মাচ্ছে
- নতুন প্রজন্মের মতে, একটা মানুষকে চিনতে, বুঝতে অনেকটা সময় লেগে যায়
- তাঁদের মতে, যদি মনে হয় তার সঙ্গে জীবন কাটানো সম্ভব নয়, তবে কেন বিয়ে করব
- বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যস্ত জীবনে অতিরিক্ত চাপ নবীনদের অনেকেই নিতে চাইছে না

আজ ঘরে ফিরছে মেয়ে অপ্রস্তুত শহর

বিশ্বকাপ জয় করে আজ শিলিগুড়ি ফিরছেন রিচা ঘোষ। শহরের দেওয়ালে তাঁর পুরোনো ছবি এখন বড় বেমানান। -সংবাদচিত্র

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে পুরব লামা নামক এক ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধর্ষিতা তরুণী গত মাসের শেষের দিকে ইনস্টাগ্রাম সংক্রান্ত কিছু কাজের জন্য ভক্তিনগর থানা এলাকায় ওই ব্যক্তির বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওই তরুণী বলেন, ‘ওই ব্যক্তি আমাকে জুস খেতে দেয়। জুস খাওয়ার পরে আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি। তখন বুঝতে না পারলেও পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারি অচৈতন্য অবস্থায় আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।’ পুলিশ এদিন অভিযুক্তকে শহিদনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

হোটেলে আগুন

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে মাল্লাগুড়ির একটি বহুতল হোটেলের চারতলার একটি ঘরে আগুন লেগে যায়। আগুন লাগায় ওই ঘরটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে প্রধাননগর থানার পুলিশ। আসে দমকলও। প্রায় পনেরো মিনিটের চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান।

হোটেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গুয়াহাটি থেকে আসা এক ব্যক্তি ওই ঘরে ছিলেন। এদিন রাতে তিনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন ঘরে আগুন লেগে গিয়েছে। কোনওমতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চিৎকার করতে থাকেন। হোটেল কর্মী সহ অন্যান্য ঘরে থাকা মানুষ আগুন লাগার খবর পেয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। গোটা ঘটনায় হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হোটেলের কর্মী অর্ঘ্য চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা নিয়মিত হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে কি না সেদিকে আমাদের নজর থাকে। সিগারেট থেকেও এই আগুন লেগে থাকতে পারে।’

প্রশিক্ষণ শিবির

ইসলামপুর, ৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ইসলামপুর শহরে সিপিএমের তরফে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে দলের বিএলএ-দের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নিউটাউন রোড সংলগ্ন টাউন লাইব্রেরি হলে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক সহ নেতৃত্ব। আনোয়ারুল বলেন, ‘আমরাও চাই ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটারের নাম বাদ যাক। কিন্তু প্রকৃত ভোটারের ওপর কোপ পড়লে ফল ভালো হবে না। এই মর্মেই এদিনকার প্রশিক্ষণ শিবিরে দলের বিএলএ-দের সচেতন করা হয়েছে।’

খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ে ধমক গৌতমের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : পুরনিগম এলাকায় এবার থেকে যত্রতত্র রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি করা যাবে না। রাস্তা খোঁড়া এবং মেরামতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বেজায় চটেছেন মেয়র গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার এনিয়ে পুরনিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকার, পুরনিগমের বাস্তুকার, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদেরও ডাকা হয়েছিল। সেই বৈঠকেই ডাক পড়ে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আধিকারিকদের। ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন পাতার জন্য যেখানে-সেখানে রাস্তা খোঁড়া এবং সেই অবস্থায় রাস্তাটিকে রেখে দেওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মেয়র। এমনকি বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আধিকারিকদের ধমকও দেন তিনি।

এদিনের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে কোনও রাস্তা খুঁড়তে হলে আগে পুর কমিশনারের থেকে অনুমতি নিতে হবে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা হোক কিংবা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর- প্রত্যেককেই আগাম অনুমতি নিতে হবে। পাশাপাশি বর্তমানে কোন কোন এলাকায় ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ শেষ হয়েছে সেই তালিকা তৈরি করে দ্রুত পুরনিগমে জমা দিতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে যে রাস্তা একবার মেরামত করে দেওয়া হচ্ছে সেই রাস্তা দ্বিতীয়বার খোঁড়া যাবে না বলে পুরনিগমের তরফে সাফ জানানো হয়েছে। কোন কোন রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেগুলিরও তালিকা তৈরি করে পূর্ত দপ্তরকে দ্রুত মেরামত করেতে বলেছে পুরনিগম। যদিও বৈঠকের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মেয়র।

তবে বৈঠক নিয়ে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র বলেন, ‘এভাবে রাস্তা খোঁড়া যাবে না। রাস্তা খুঁড়তে গেলে আগে অনুমতি নিতে হবে এটা খুব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া খোঁড়ার সময় সঙ্গে আমাদের বাস্তুকাররা থাকবেন।’

পুজোর পর ফের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ শুরু করেছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। মোট ১৯ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে আপাতত কাজ হচ্ছে। কলেজপাড়া, হাকিমপাড়া, হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোড,

পুরনিগমের বৈঠকে রুষ্ট মেয়র গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

বাগরাকোট, কোর্ট মোড়, কাছারি রোড সহ একাধিক এলাকায় রাস্তা খুঁড়ে কাজ চলছে। যেখানে-সেখানে রাস্তা খুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি কোনওক্রমে গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে। এর জেরে এবড়োখেবড়ো হয়ে থাকছে ওই জায়গাগুলি। পাশাপাশি চারিদিকে ধুলো উড়ছে।

এরই মধ্যে একটি বিষয় সামনে আসে। যেখানে শহরের অন্য ওয়ার্ডের নাগরিকরা প্রশ্ন তোলেন, সব জায়গায় রাস্তা খুঁড়ে রাখলেও, মেয়রের বাড়ির আশপাশে সকালে গর্ত খুঁড়লে বিকেলের মধ্যে পাথর ফেলে রোলিং করে সমান করে দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই বৃহস্পতিবার তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমে বৈঠক ডাকা হয়। সূত্রের খবর, অপরিকল্পিত খোঁড়াখুঁড়ির জন্য কমপক্ষে ১০ জায়গায় পানীয় জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্রুত সেগুলি মেরামত করে দিতে বলা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কাজ শেষ করতে আর কতদিন সময় লাগবে তাও জানতে চাওয়া হয়। কেন যেখানে-সেখানে পরিকল্পনাহীনভাবে রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে, একই রাস্তা বারবার কেন খোঁড়া হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয়েও বৈঠকে জানতে চাওয়া হয়েছে। সমস্ত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে এখন থেকে পুরনিগমের বাস্তুকারদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হবে। রাস্তা খুঁড়ে কাজ শেষ করার পর খুব দ্রুত সেই রাস্তা পুরনিগমকে হস্তান্তর করে দিতে হবে। যদিও এখন দেখার এই নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়।

কোথায় সমস্যা

- পুজোর পর ফের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতা শুরু করেছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা
- হিলকার্ট রোড, বিধান রোড সহ একাধিক এলাকায় রাস্তা খুঁড়ে কাজ চলছে
- যেখানে-সেখানে রাস্তা খুঁড়ে কোনওক্রমে গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে
- এর জেরে ওই জায়গাগুলি এবড়োখেবড়ো হয়ে থাকছে, ধুলো উড়ছে

রাস্তায় এখনও পুজোর তোরণ

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : পুজো পার হয়ে গেলেও শহরের মূল সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলিতে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজ্ঞাপনের তোরণ। কোথাও রয়েছে বিজ্ঞাপন ছাড়া বাঁশের কাঠামো। কোথাও বিজ্ঞাপন সহ তোরণ। আবার কোথাও চলছে ঢিমেতালে তোরণ খোলার কাজ। পুজোর এতদিন পরেও কেন এসব লাগানো রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেবক রোড দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন নিখিল মজুমদার। তিনি বলছিলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে তোরণগুলির জন্য রাস্তা ছোট হয়ে রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব এগুলি খুলে দেওয়া উচিত।’

গুরুংবস্তির গলিপথে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় রয়েছে তোরণ। স্থানীয় বাসিন্দা সুমন সাহা বলেন, ‘আমাদের এলাকায় অনেক তোরণ লাগানো আছে। পুজো কবে পার হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও অনেকেরই টনক নড়েনি।’ সেবক রোড দিয়ে যাতায়াতের সময় বেশ কয়েকটি তোরণ নজরে পড়ল। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন উদয় সাহা। তিনি বলেন, ‘এগুলি লাগানোর জন্য যতটা তৎপরতা দেখা যায় ততটা খোলার সময় দেখা যায় না।’

শিলিগুড়ির উল্কা ক্লাবের পুজো উপলক্ষ্যে লাগানো হয়েছিল তোরণ, যার মধ্যে এখনও অনেকগুলি খোলা হয়নি। যদিও ক্লাবের তরফে উজ্জ্বলকুমার দাস বলেন, ‘আমরা আস্তে আস্তে সব তোরণ খুলে দিচ্ছি। আসলে এখন তোরণ খোলার কাজ শুধু রাতেই হয় তাই একটু দেরি হচ্ছে।’ যদিও পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, ‘পুরনিগম থেকে লিস্ট করা হয়েছে কোথায় কোথায় এখনও তোরণ রয়েছে। যাঁরা এগুলি লাগিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলা হচ্ছে দ্রুত খুলে দেওয়ার জন্য।’

পাখি কিনতে গিয়ে নিখোঁজ পড়ুয়া

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : বন্ধুর বাড়ি থেকে টোটোয় বাড়ি ফেরার পথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হল প্রধাননগরের একটি স্কুলের নবম শ্রেণির এক পড়ুয়া। ওই কিশোরের বাড়ি শিলিগুড়ির মেডিকেল ফাঁড়ির কাওয়াখালি এলাকায়। বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঝংকার মোড় থেকে টোটোতে উঠেছিল ওই কিশোর। এরপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ নেই। তার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনও বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকছে। বৃহস্পতিবার সকালে একবার ফোন অন হয়েছিল। সেসময় ছেলের সঙ্গে মায়ের একবার কথা হয়। মাকে ওই পড়ুয়া জানায়, অনেক দূরে রয়েছে। শুক্রবার দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবে।

বুধবার সারাদিন ছেলে বাড়ি না ফেরায় রাতেই খালপাড়া ফাঁড়িতে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন কিশোরের বাবা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে কিশোরের শেষ লোকেশন ছিল শিলিগুড়ি জংশন। বৃহস্পতিবার সকালেও ছেলের খোঁজ না মেলায়, পরিজনেরা খালপাড়া ফাঁড়ির সামনে ভিড় করেন। এরপরেই নিখোঁজ কিশোরের পরিজনকে শিলিগুড়ি থানায় ডেকে পাঠানো হয়। কিশোরের বাবা সাইনবোর্ডের কাজ করেন। তাঁর বক্তব্য, ‘কোনও দিনও ছেলে এভাবে বাড়ি থেকে কোথাও যায় না। ওর কাছে ৫০ টাকার বেশি ছিল না। কী হল কিছুই বুঝতে পারছি না।’

কাওয়াখালির বাসিন্দা ওই কিশোরের আত্মীয়রা থাকেন ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। তাই প্রায় প্রতিদিনই ওই এলাকায় যাতায়াত করত সে। ওই এলাকায় তার অনেক বন্ধুও রয়েছে। বুধবার দুপুরে কিশোরের বাবা ও মা বাড়িতে ছিলেন না। দিদির সঙ্গে কিশোর একাই বাড়িতে ছিল। বাথরুম যাওয়ার নাম করে বাইরে বের হয় সে। এরপর সোজা চলে আসে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুকে বলে বাড়িতে রাখার জন্য পাখি কিনতে যাবে। সেইমতো বন্ধুর সঙ্গে প্রথমে এয়ারভিউ মোড়ে যায় সে। কিন্তু দূর থেকে দেখলেও দোকানে যায়নি দুজন। কিশোরের বন্ধুর বয়ান অনুযায়ী, এয়ারভিউ মোড় থেকে বিধান রোডে যাওয়ার কথা ছিল তাদের। কিন্তু কিশোরের বন্ধুর টিউশন থাকায় তারা আর সেখানে যেতে পারেনি। এয়ারভিউ মোড় থেকে হেঁটে ঝংকার মোড় পর্যন্ত আসে তারা দুজন। সেখান থেকে কিশোরকে টোটোতে তুলে দেয় তার বন্ধু। এরপরে থেকেই আর কোনও খোঁজ নেই নবম শ্রেণির ছাত্রের।

ছেলে বাড়িতে না ফেরায় অনেক রাত পর্যন্ত খোঁজ চলে। বারবার ফোন করেও সংযোগ পাওয়া যায়নি। এরপরেই বিষয়টি লিখিতভাবে খালপাড়া ফাঁড়িতে জানানো হয়। বৃহস্পতিবারও ফাঁড়িতে যান পরিজনরা। শিলিগুড়ি থানার এক আধিকারিক জানান, ওই কিশোরের খোঁজ শুরু হয়েছে। ফোন নম্বর ট্র্যাকিংয়ে বসানো হয়েছে। পাশাপাশি শহরের সিসি ক্যামেরার ফুটেজও দেখা হচ্ছে।

মত বদল

- ওই পড়ুয়া তার বন্ধুকে বলে, বাড়িতে রাখার জন্য পাখি কিনতে যাবে
- সেইমতো পাখি কিনতে বন্ধুর সঙ্গে প্রথমে এয়ারভিউ মোড়ে যায় সে
- কিন্তু দোকানে যায়নি, পরে বিধান রোডে যাওয়ার কথা ছিল তাদের
- বন্ধুর টিউশন থাকায় রাজি না হওয়ায় বিধান রোডে যেতে পারেনি
- ঝংকার মোড় থেকে টোটোতে উঠলেও আর কোনও খোঁজ নেই ওই ছাত্রের

প্রতীকী ছবি

টাকা নেই, কাজ বন্ধ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : প্রায় এক বছর আগে শুরু হলেও, টাকার অভাবে মাঝপথেই আটকে গিয়েছে কমিউনিটি শৌচালয় তৈরির কাজ। তাই এখনও চালু করা যায়নি কমিউনিটি শৌচালয়টি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের দাগাপুর সংলগ্ন দার্জিলিংগামী রাস্তার ওপরে একপাশে রয়েছে এই শৌচালয়টি। তালা ঝুলছে শৌচালয়টিতে। যদিও দ্রুত এই কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন।

স্থানীয় বাসিন্দা সুখেন বর্মনের কথায়, ‘অনেকদিন ধরেই দেখছি শৌচালয়টি তৈরি করা হচ্ছে। তবে এখন তো দেখি সেখানে তালা ঝুলছে। কেন বন্ধ করে রেখেছে জানি না।’

শৌচালয়টি তৈরি হলে অনেক মানুষের সুবিধা হত বলেই জানান রাজীবনগরের বাসিন্দা প্রতিমা সরকার। তাঁর কথায়, ‘এই শৌচালয়টি তৈরি হলে একদিকে যেমন আশপাশের মানুষের অনেক সুবিধা হবে, তেমনি পর্যটকদেরও সুবিধা হবে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত শৌচালয়টি চালু করা।’

আরেক স্থানীয় স্বরূপ পালের দাবি, ‘এতদিনে একটি শৌচালয় চালু করা গেল না! এলাকায় শৌচালয়ের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশাসনের উচিত কোথায় সমস্যা হচ্ছে তা দ্রুত খতিয়ে দেখে সমস্যার সমাধান করা।’ তবে কতদিনে এই সমস্যার সমাধান হয় সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা।

ফোন উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : হারিয়ে যাওয়ার মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। দিনকয়েক আগে সেবক রোড থেকে বিভা মণ্ডল নামে এক মহিলার মোবাইল হারিয়ে যায়।

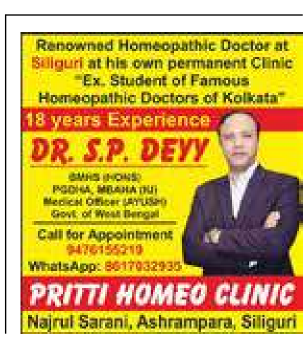

হাতি দেখতে 'নাইট সাফারি'

কয়েকটি রিসর্টকে সতর্ক করল বন দপ্তর

শুভদীপ শর্মা ও রহিদুল ইসলাম

লাটাগুড়ি ও মেটেলি, ৬ নভেম্বর : কখনও জঙ্গলের পথে আবার কখনও জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে বেরিয়ে পড়া বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতি দেখাতে পর্যটকদের নিয়ে রাতভর 'নাইট সাফারি' চলছে। কখনও রিসর্ট কর্তৃপক্ষ, কখনও ছোট গাড়ি, কখনও বা স্রেফ টোটোচালকরা এ ধরনের সাফারির ব্যবস্থা করছেন। আর এ ধরনের সাফারি চলার সময় হাতির তাড়ায় পর্যটকরা দুর্ঘটনায় পড়েছেন বলে বন দপ্তরের কাছে খবর রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই প্রবণতা বন্ধ করতে দপ্তর এবারে অবশ্য উদ্যোগী হয়েছে। অবৈধ এই প্রবণতা বন্ধ করতে বেশ কয়েকটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সতর্কতা না মানলে আগামীতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

চালসা রেঞ্জের সাউথ ইনডং যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য ইরশাদ আলি বলেন, 'সন্ধ্যা নামতেই হাতি প্রতিদিন লোকালয়ে বের হয়ে আসছে। হাতি তাড়াতে সবাই যখন হিমসিম খাচ্ছেন সেই সময় বহু পর্যটক হাতির সামনে চলে যাচ্ছেন। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

রাতে লোকালয়ে আসা এমন হাতি দেখতে পর্যটকরা ভিড় জমান।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, 'এই ধরনের ঘটনা রুখতে রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এরপরও কেউ একাজে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ধান পাকার মরশুম শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা নামতেই গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া মাটিয়ালি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা সরস্বতী বনবস্তি, দক্ষিণ ধূপঝোরায় হাতি কখনও দলবেঁধে, কখনও বা একাই ঢুকে পড়ছে। সেই খবর বন দপ্তরের আগেই আশপাশে থাকা বিভিন্ন রিসর্ট কর্তৃপক্ষ কিংবা ছোট গাড়ি ও টোটোচালকরা পেয়ে যান। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখতে আসা পর্যটকদের এই হাতি দেখিয়ে ছোট গাড়ি ও টোটোচালকরা বাড়তি কিছু রোজগার করছেন। কিছু রিসর্ট কর্তৃপক্ষ একাজে বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে। হাতি তাড়াতে গিয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা একাধিকবার এই ধরনের পর্যটকদের মুখোমুখি হয়েছেন।

লাটাগুড়ি ও মূর্তি এলাকায় বেশ কিছু ছোট গাড়ির চালক ও টোটোচালক রয়েছেন। বাড়তি রোজগারের আশায় দিনেরবেলায় পর্যটকদের মোবাইল নম্বর নিয়ে রাখেন। রাতে হাতি বের হলে তা দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে রাখা হয়। রাতে লোকালয়ে হাতি বের হলেই দ্রুত তাঁরা পর্যটকদের ফোন করে তাঁদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। এই করতে গিয়ে অনেক সময়ই বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে। এক বনকর্তার কথায়, 'দিনকয়েক আগে লালপুল সংলগ্ন এলাকায় টোটোয় করে পর্যটকদের হাতি দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাতির তাড়া খেয়ে টোটোটি উলটে যায়। ওই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়।'

গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হক বলেন, 'রাতে পর্যটকদের কাউকে আমরা বাইরে বের হতে দিই না। তবে কোনও রিসর্ট কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে বন দপ্তরের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।' লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বললেন, 'পর্যটকরা বন ও বন্যপ্রাণী দেখতে আসেন। তবে রাতেরবেলায় যাতে কেউ বন্যপ্রাণী দেখতে না বের হন সেই বিষয়ে সকলকে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে।' কেউ এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে বন দপ্তরের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে তাঁর দাবি।

বিপদের আশঙ্কা

- উত্তর ধূপঝোরা সরস্বতী বনবস্তি, দক্ষিণ ধূপঝোরায় হাতি চলে আসছে
- সেই খবর আগেই আশপাশে থাকা বিভিন্ন রিসর্ট, ছোট গাড়ি ও টোটোচালকরা পাচ্ছেন
- জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখতে আসা পর্যটকদের এই হাতি দেখিয়ে বাড়তি রোজগার করা হচ্ছে
- একাজ করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, কড়া সতর্কতা বন দপ্তরের

চিকেন নেকের সুরক্ষায় নজর সেনার

নতুন ঘাঁটির জন্য জমি পরিদর্শন

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ৬ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে নতুন সেনাঘাঁটি তৈরি হতে চলেছে রণকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিশনগঞ্জে। বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক রুইধাসা ময়দান ও সংলগ্ন এলাকা কার্যত সেনা জওয়ানদের ছাউনিতে পরিণত হয়। কলকাতার বিজয় দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম) থেকে ইস্টার্ন কমান্ডের আধিকারিকরা আসেন। সকাল থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এলাকা সিল করে রাখে সেনা। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি করিডর সংলগ্ন 'চিকেন নেক' এলাকায় চিন ও বাংলাদেশের নজর রয়েছে। এমনকি, সম্প্রতি লস্করের এক শীর্ষ জঙ্গি নেতাও ভারত-বাংলা সীমান্তে ঘুরে গিয়েছে বলে অসমর্থিত সূত্রে খবর।

এদিকে মাসকয়েক আগে নেপাল সীমান্তবর্তী ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের সাবুডাঙ্গি এলাকায় নতুন সেনাছাউনির জন্য ২০০ একরের বেশি জমি পছন্দ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। বাহাদুরগঞ্জ এলাকাও নজরে আছে সেনার। এদিন ইস্টার্ন কমান্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা নতুন ঘাঁটির জন্য নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন সাবুডাঙ্গি এলাকার তাতপৌয়া, জিরনগছ, দল্লেগাঁও মৌজার ২০০ একরের বেশি সরকারি জমি পরিদর্শন করেছেন। যদি এই সরকারি জমি অধিগৃহীত হয় তবে ৩২৭ই নম্বর জাতীয় সড়ক ও নতুন গলগলিয়া-আরারিয়া রেললাইন সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ধমনীর কাজ করবে। প্রস্তাবিত জমির পাশেই নতুন পোয়াখালি রেলস্টেশন।

এদিন দুপুর দুটো নাগাদ মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা হেলিকপ্টারে প্রস্তাবিত ঘাঁটির জমি পরিদর্শন করেন। মনে করা হচ্ছে, নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের দল্লেগাঁও মৌজার ৫৭ একর, জিরনগছ মৌজার ৬৮ একর ও তাতপৌয়া মৌজার ১৯২ একর জমি প্রতিরক্ষাবাহিনীর নতুন ঘাঁটির জন্য অধিগ্রহণ করা হতে পারে।

মাসকয়েক আগে রুইধাসা ময়দান ও সংলগ্ন এলাকায় বেদখল হয়ে যাওয়া প্রায় ২০.৫৫ একর জমি প্রতিরক্ষামন্ত্রক হেপাজতে নিয়েছে।

বিএলএ-কে জুতোর মালা

প্রথম পাতার পর

তিনি বাড়ি বাড়ি না গিয়ে মাঠে বসে ফর্ম বিলি করছিলেন। এনিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ করেছি। তারই প্রতিশোধ নিতে বিজেপি বিএলএ-কে আজ অপমান করা হয়েছে।'

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার কোচবিহারে এসেছেন সিনিয়ার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। জেলা সভাপতির নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনার বিস্তারিত জানাবে।

মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন বলেন, 'এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নিগ্রহ নয়, এটি গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। সরকারি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অপমান করা মানে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই লাঞ্ছিত করা।'

সংশ্লিষ্ট বিএলও নিশীথ রায় অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি নিরপেক্ষভাবে কাজ করছি। ঘটনা নজরে আসতেই সবাইকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছি। দাদা তৃণমূল নেতা হলেও আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই।' তৃণমূল কংগ্রেস কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'ঘটনাটি আমরা শুনিনি। খোঁজ নিচ্ছি। যদি সত্যিই এমন কিছু ঘটে থাকে, তা নিন্দনীয়। আমাদের দল এধরনের কাজ বরদাস্ত করে না।'

মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা বলেন, 'ছাটখাটেরবাড়ির ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।'

প্রসঙ্গত, এর আগের দিন বুধবার একই পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি গ্রামে বিজেপির আরেক বিএলএ ক্ষীরোদ বর্মনকে হেনস্তা ও নথিপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরপর দু'দিনে দুটি পৃথক ঘটনায় বিজেপির দুই প্রতিনিধির নিগ্রহে মাথাভাঙ্গাজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। সাধারণ মানুষেরও প্রশ্ন, এসআইআর কি তবে রাজনৈতিক প্রতিশোধের মঞ্চে পরিণত হচ্ছে?

চাকরির প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। বৃহস্পতিবার হরমনপ্রীত কাউরদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনেও গিয়েছিলেন তিনি। এত কিছুর মধ্যে আরও একটি সুখবর এসেছে রিচার জন্য। রাজ্য পুলিশের তরফে এই বঙ্গতনয়ার কাছে চাকরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। যার সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ এদিন বলেছেন, 'রিচার কাছে রাজ্য পুলিশের তরফে চাকরির প্রস্তাব এসেছে। তবে কোন পদ দেওয়া হবে সেটা এখনও বলার জায়গায় আসেনি। রিচা বাড়ি ফিরলে ওর সঙ্গে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ডিএসপি-র পদ দেওয়া হয়। দেখা যাক। রিচার বরাবরই পুলিশ, সেনাবাহিনীতে চাকরি করার আগ্রহ ছিল। আশা করি, ও এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে।'

সঙ্গী 'ভুল' ওষুধ

প্রথম পাতার পর

সুপার চন্দন ঘোষের যুক্তি, 'ওই তরুণী ইন্টার্ন। তাঁর ট্রেনিং চলছে। দেখুন, ভুল তো মানুষমাত্রেই হয়। যদিও এমন হওয়ার কথা ছিল না। ভবিষ্যতে যেন না হয়, সেটা অবশ্যই দেখা হবে।'

প্রশ্ন উঠছে, ইন্টার্ন প্রেসক্রিপশন দেখে রোগীকে ওষুধ দেওয়ার সময় সিনিয়ার কেউ নজর রাখছেন না কেন? হতেও পারে একই ঘটনা আরও একাধিক লোকের সঙ্গে হয়েছে। যদি এদিন ভুল ওষুধ নজরে না আসত, তবে তো সেটাই খাওয়ানো হত শিশুটিকে। সুপারের দাবি, 'ওই তরুণীর সঙ্গে একজন ফার্মাসিস্ট ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুধরে দেওয়া হয়েছে।' যদিও রোগীর পরিবারের দাবি, তাঁরা বাইরের ওষুধের দোকান থেকে ভুলটি জানতে পারেন। পরে অন্য কাউন্টারে বললে বিষয়টি বাকিরা টের পান।

ভাষা বিতর্ক নিয়ে বাংলা পক্ষের তরফে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এদিন। সংগঠনের তরফে রাজীব ভট্টাচার্য বলেছেন, 'জেলা হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে চিকিৎসা করাতে আসেন। সকলের পক্ষে তো হিন্দিতে কথা বলা বা বোঝা সম্ভব নয়। এদিকে সেখানেই বলা হচ্ছে, হিন্দি না বোঝা রোগীর পরিবারের দোষ! চিকিৎসকের লেখা ওষুধের নামও পড়তে পারছেন না। কীভাবে এঁরা কাজ করছেন?' বিষয়টি দেখা হচ্ছে, আশ্বাস হাসপাতাল সুপারের।

ঘোগোমালির বাসিন্দা রণজিতের ব্যাখ্যায়, 'চিকিৎসক প্রেসক্রিপশনে পাঁচটি ওষুধ লিখেছিলেন। এরপর আমরা ফার্মাসির ওই কাউন্টারে যাই। তরুণী হিন্দিতে কথা বলায় বুঝতে পারিনি কিছুই। কাউন্টার থেকে তিনটে ওষুধ দেওয়া হয়। বাকি দুটোর জন্য বাইরের একটি দোকানে যাই। সেখানে ওই তিনটে ওষুধ কখন কীভাবে খাব, জিজ্ঞেস করায় দোকানের এক কর্মী দেখে জানান, একটি ওষুধ ভুল। এরপর ফের হাসপাতালের ফার্মাসি কাউন্টারে গেলে ঘটনা আরও স্পষ্ট হয়।' তাঁর প্রশ্ন, 'ভুল ওষুধ খেয়ে যদি বাচ্চার কোনও বিপদ হত, তাহলে দায় কে নিতেন?'

সবমিলিয়ে জোড়া বিতর্কে এদিন সকালে উত্তপ্ত রইল জেলা হাসপাতাল।

রিচাকে বরণে প্রস্তুত শহর

প্রথম পাতার পর

শুক্রবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন রিচা। বিশ্বকাপজয়ী মেয়েকে বরণ করতে বিমানবন্দরে যাবেন বাবা-মা মানবেন্দ্র ঘোষ ও স্বপ্না ঘোষ। সঙ্গী হবেন মেয়র। বিমানবন্দর থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা লাগানো হুডখোলা জিপে রিচাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিকাল চারটায় বাঘাযতীন পার্কে মূল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। রিচাদের বাড়ি থেকে বাঘা যতীন পার্কের মূলগেট পর্যন্ত রাস্তায় লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হবে। যার ওপর দিয়ে হেঁটে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাবেন বিশ্বজয়ী। গৌতম জানিয়েছেন, বাঘা যতীন পার্কের অনুষ্ঠানে রিচাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে পুরনিগমের তরফে। তাঁর আশা, শুক্রবার পার্ক কানায় কানায় ভরে উঠবে। ওই অনুষ্ঠানে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ সহ একাধিক সংগঠন শহরের তারকা কন্যাকে সংবর্ধনা দেবে। এরপর রিচাকে নিয়ে যাওয়া হবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে। সেখানেও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

গৌতমের কথায়, 'আগামীকাল শিলিগুড়ির জন্য খুব স্পেশাল হতে চলেছে। কাল বিশ্বকাপ জেতার পর রিচা প্রথমবার বাড়ি ফিরছে। এমন দিন তো বারবার আসে না। রিচাকে বিমানবন্দর থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা লাগানো হুডখোলা গাড়িতে করে ওর বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসার ভাবনা রয়েছে আমাদের। আমি চাই, শিলিগুড়ির মানুষ কাল শহরের মেয়েকে মন খুলে স্বাগত জানাক।'

ক্যাম্প করে ফর্ম বিলি বিএলও-দের

প্রথম পাতার পর

ফর্ম পূরণ করা হয়ে গেলে বিএলও আবার ওই বাড়িতে এসে একটি ফর্ম গ্রহণ করবেন অপরটিতে সই করে ভোটারকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ছবি ধরা পড়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে এই বিধানসভার জলেশ্বরী, পশ্চিম হাতিয়াডাঙ্গা এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, বিএলও টেবিল-চেয়ার পেতে রীতিমতো ক্যাম্প করে ফর্ম বিলি করছেন। সেখানে কোথাও বিজেপি, কোথাও তৃণমূলের এজেন্ট আবার কোথাও সাধারণ মানুষও চেয়ারে বসে ভোটার তালিকা থেকে নাম বের করা, এসআইআর ফর্ম দেওয়া, ভোটারদের সই করানোর কাজ করছেন। কিন্তু এভাবে ক্যাম্প করে তো ফর্ম দেওয়ার কথা-ই নয়। আপনার তো বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কথা শেষ না হতেই বিএলও সান্ত্বনা রায় বললেন, 'এখানে বসে ফর্ম দিলে সমস্যা কোথায়? আপনি মানুষকে এসব বলে কাজ নষ্ট করছেন।' বিএলও'র ওই বক্তব্য শুনে তাঁকে ঘিরে থাকা ভোটাররাও বলতে শুরু করেন, 'হ্যাঁ দিদিমণি আপনার তো বাড়ি বাড়ি গিয়েই ফর্ম দেওয়ার কথা। এভাবে রাস্তায় বসে ফর্ম দিচ্ছেন কেন? আমরা কাজ নষ্ট করে সারাদিন আপনার এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?'

আবার এখানকার ১৯/৫৬ নম্বর বুথের বিএলও আসবেন বলে বাসিন্দারা সকাল থেকে নিমতলা মাঠে বসে রয়েছেন। দুপুর গড়িয়ে গেলেও বিএলও আসেননি। একজন বললেন, বিএলও সকালে শ্যাওড়াতলায় বসে কিছু ফর্ম দিয়েছেন। সেখান থেকে আমাদের এখানে আসার কথা ছিল। কিন্তু বেলা দেড়টা পর্যন্ত আসেননি। পরে বিএলও সুজন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিকেলে ওই এলাকায় গিয়ে ক্যাম্প করে সবাইকে ফর্ম দিয়েছি।' কিন্তু বাড়ি বাড়ি যাননি কেন? তাঁর জবাব, 'বাড়িতে গিয়ে লোকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। সময় নষ্ট হচ্ছে। অথচ পাড়ার একটা জায়গায় বসলে সেখানে প্রচুর মানুষ ভিড় করে ফর্ম নিচ্ছেন।'

অভিযোগ, গোটা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে একটি করে এসআইআর ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। যা নিয়ে সাধারণ মানুষ তো বটেই বিএলও-রাও ক্ষুব্ধ। এই বিধানসভার অধীনে থাকা পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু জায়গায় শাসকদলের লোকজন ক্যাম্প করে ফর্ম দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তবে, ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলাল দত্তের বক্তব্য, 'দলের কেউ ফর্ম দিচ্ছে না, দিনভর বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাসিন্দাদের অনেককে বিএলও পাচ্ছেন না। পরে তাঁদের এক জায়গায় ডেকে ফর্ম দিচ্ছেন। তবে এখানে একটি করে ফর্ম দেওয়ায় মানুষের প্রচণ্ড হয়রানি হচ্ছে।'

অভিযুক্ত মিম প্রার্থী

কিশনগঞ্জ, ৬ নভেম্বর : কিশনগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের মিম প্রার্থী মোহম্মদ শামস আগাজের বিরুদ্ধে বুধবার রাতে পোঠিয়া থানায় আদর্শ নির্বাচনি বিধিভঙ্গের কারণে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তিনি জেলা নির্বাচন দপ্তরের অনুমতি না নিয়েই, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ চিচুয়াবাড়ি মোড়ে প্রায় ৫০০-র বেশি সমর্থককে নিয়ে পথসভা করেন বলে অভিযোগ।

এই মর্মে জেলা শাসকের নির্দেশে পোঠিয়ার ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার পোঠিয়া থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। আগে বাহাদুরগঞ্জের মিম প্রার্থীর বিরুদ্ধেও দু'বার একই অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল।

মৃত তরুণ

কিশনগঞ্জ, ৬ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের আররাবাড়ি থানা এলাকার ফরাবাড়ি গ্রামের ডক নদীতে বৃহস্পতিবার স্থানীয় তরুণ মহম্মদ আঞ্জিলের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। এদিন দুপুরে ডক নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর আর বাড়ি না ফেরায়, স্থানীয় লোকজন নদীতে তাঁর খোঁজ শুরু করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুঠিয়া ব্লকের বিডিও মোহিত রাজ জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে সরকারি আইন অনুযায়ী মৃতের পরিবারকে ৪ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা করা হবে।

শংসাপত্র জালিয়াতিতে

প্রথম পাতার পর

এরপর নির্দিষ্ট অপশনে ক্লিক করার জন্য আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য ওই গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরনিগমের সাইটে চলে আসে। এরপর সংশ্লিষ্ট সাইট নজরদারির দায়িত্বে থাকা কর্মী নির্দিষ্ট আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে খুলে যাবতীয় তথ্য যাচাই করে থাকেন। পঞ্চায়েত এলাকায় আগে যাবতীয় তথ্য যাচাইয়ের পরে সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে প্রধান অনুমোদন করে থাকতেন। শংসাপত্রের আবেদন করলেই প্রধানের ফোন নম্বরে ওটিপি-ও আসত। বর্তমানে অবশ্য যাবতীয় তথ্য যাচাইয়ের পরে বিএমওএইচ-এর কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ফের যাচাই করা হয়। এরপর অনুমোদন করে পাঠানো হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে এরপর ডাউনলোড করে শংসাপত্র পরিবারকে দেওয়া হয়।

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বলছিলেন, 'অনলাইনের ক্ষেত্রে একমাত্র ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রকাশ্যে এলেই জাল সার্টিফিকেট তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু কোনও শংসাপত্রের জন্য আবেদন করার পরেই ওটিপি আসে। আগে ওই ওটিপি আমার এক কর্মীর কাছে আসত। এখন তো সরাসরি ব্লক আধিকারিকের কাছে চলে যায়। শংসাপত্র দেওয়ার আগে একটি টিম পুরো বিষয়টা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে যায়। তাই এভাবে জাল শংসাপত্র হওয়াটা কার্যত অসম্ভব।'

এদিকে, কবে ওই জাল শংসাপত্রগুলো তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছিলেন, 'সমস্ত বিষয় তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

একটি জাল পুরনিগমের থেকেও ইস্যু হওয়ায় পুরনিগমের অন্দরেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সেখানে অভ্যন্তরীণ তদন্তও শুরু হতে যাচ্ছে বলে খবর। তবে এই দপ্তর সরাসরি মেয়র দেখায় কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'এখন সব অনলাইনে হচ্ছে। তাই নকল বানানো সম্ভব নয়। আগে কী হয়েছিল সেটা তো আমরা বলতে পারব না।'

দাবি বিডিও'র

প্রথম পাতার পর

যে ঘরটি ভাড়া নিয়ে স্বপন সোনার দোকান করেছিলেন, তার মালিকের সঙ্গে কথা বলে। তাঁর বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ।

ওই এলাকায় অপহরণের দিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। তবে স্বপনের দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ অভিযুক্ত বিডিও নিয়ে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর আত্মীয় দেবাশিস কামিল্যা। সেদিন দোকানের সামনে একটি সাদা ও একটি কালো গাড়ি গিয়েছিল। একটি গাড়িতে নীল বাতি লাগানো ছিল। গাড়ি দুটির নম্বর সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ। গাড়ি দুটির মালিকানা কার নামে, কে ব্যবহার করেন ইত্যাদি খোঁজ চলছে।

রাজগঞ্জের বিডিও অবশ্য দাবি করেন, বিধাননগর পুর এলাকায় তাঁর কোনও বাড়ি নেই। সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে তাঁর চ্যালেঞ্জ, 'আমার নামে বাড়ি আছে কি না, প্রমাণ করুন। আমি আইনের লোক হয়ে কেন আইন ভাঙতে যাব? তবে পুলিশ তদন্তে ডাকলে আমি সহযোগিতা করব।' পুলিশ অবশ্য আগের দু'দিনের মতোই ঘটনাটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া এড়িয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সদর) অনীশ সরকার বলেন, 'এখন ব্যস্ত আছি। এনিয়ে কোনও কথা বলতে পারব না।'

পুলিশ সূত্রে অবশ্য খবর, অবিলম্বে ঘটনার কিনারা করতে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। স্বপন খুনের অভিযোগকারী দেবাশিস কার্যত হতাশ। তিনি বলেন, 'পুলিশ চাইলে এতদিনে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার হতে পারত। তদন্ত যত পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রমাণ তত লোপাট হয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এব্যাপারে পদক্ষেপ করবেন।'

প্রশান্ত অবশ্য মঙ্গলবার থেকে রাজগঞ্জের বিডিও অফিসে যাচ্ছেন না। তাঁর গাড়ি অফিস চত্বরে পড়ে আছে। কোয়ার্টারে তালা ঝুলছে। দপ্তরে তাঁর চেম্বার বন্ধ। টেলিফোনে বিডিও জানান, তিনি বৃহস্পতিবার ছুটি নিয়েছেন। শুক্রবার কাজে যোগ দেবেন। শিলিগুড়ির কাছে শিবমন্দির এলাকায় ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউপাড়ার যে বাড়িতে বুধবার প্রশান্তর দেখা মিলেছিল, বৃহস্পতিবার সেই বাড়িতে তাঁকে দেখা যায়নি। তবে ঘরে এসি ও ফ্যান চলার আওয়াজ মিলেছে। কিন্তু ডাকাডাকি করে কারও সাড়া মেলেনি।

শিবমন্দিরের এসপি মুখার্জি রোডের আরেক বাড়িতে মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যায়। বৃহস্পতিবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন বাইরে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যান। পরে তাঁকে এক মহিলা এবং একটি বাচ্চাকে নিয়ে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে চলে যেতে দেখা যায়। তিনি কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি। ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউপাড়ার বাড়িতে বুধবার যে লাল রঙের পুলিশ লেখা বাইক দেখা গিয়েছিল, সেটা এদিন এসপি মুখার্জি রোডের বাড়িতে আড়ালে রাখা ছিল। পুলিশ লেখাটা অবশ্য তুলে দেওয়া রয়েছে।

রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'বিষয়টি নবান্নের নজরে আছে'। বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লক বিজেপি কনভেনার নিতাই মণ্ডল কার্যত একই ভাষায় বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপার। প্রশাসন তদন্ত করে সঠিক তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

এদিকে, গৌতম দাস নামে বিডিও অফিসে বিক্ষোভরত এক ঠিকাদার অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতের ড্রেন, কালভার্ট, সিসি রোড ইত্যাদি প্রকল্পে ঠিকাদারদের বকেয়া অর্থ দেওয়া হচ্ছে না। জমা দেওয়া হচ্ছে না জিএসটির টাকাও। বিডিও'র অফিসে যোগাযোগ করেও সদুত্তর মেলেনি। এব্যাপারে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে প্রশান্ত টেলিফোনে বলেন, 'এই ঠিকাদাররা সরকারি কাজে সিন্ডিকেটরাজ চালাতেন। সেটা বন্ধ হয়েছে বলেই এই বিক্ষোভ।'

তথ্য সংগ্রহঃ দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু ও খোকন সাহা

'বাংলার মাটি'

প্রথম পাতার পর

সরকার পোষিত সমস্ত স্কুল ওই পদক্ষেপের আওতায় এল। নির্দেশিকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য বিধানসভায় 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'-কে রাজ্য সংগীত হিসেবে পাশ করানোয় বিতর্ক কম হয়নি। তারপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নির্দেশিকায় জানানো হয়, রাজ্য সংগীত হিসেবে গাওয়া হবে শুধু 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল- পুণ্য হোক পুণ্য হোক পুণ্য হোক হে ভগবান। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন, এক হোক এক হোক এক হোক হে ভগবান' অংশটুকু। গাইতে হবে এক মিনিটের মধ্যে।

উচ্ছ্বাস শেষে কিছু তিক্ত প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

কার্যত তা পার্কিং লট। এবং সেই বাইকের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে ধূলিধূসরিত রিচার মুখ। তাহলে এইভাবে লোককে সম্মান জানানোর দরকার কী? না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে? ভেবে দেখবেন মেয়র ও পারিষদরা।

নারী স্বাধীনতার নানা দিক, নারী মুক্তির বৈচিত্র্যময় অধ্যায়, পুরুষ নারী সমানাধিকারের প্রসঙ্গ তুলে অনেকেই লেখালেখি করছেন মেয়েদের বিশ্বজয়ে। খুব ভালো কথা। প্রশ্ন হল, যে বঙ্গনারীরা আজ মেয়ে ক্রিকেটারদের সাফল্যে উল্লসিত, তাঁরা কি আগের সফল নারী ক্রীড়াবিদদের নিয়ে ভেবেছেন কখনও?

বছর দুয়েক আগে প্রয়াত হলেন বাংলায় মেয়েদের খেলার অন্যতম ভগীরথ সুব্রতা দেবনাথ। তাঁর ভাগ্যে দু'তিন লাইনের বেশি খবর জোটেনি খবরের কাগজে। অধিকাংশ কাগজ বা টিভি খবরটা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। এশিয়ান গেমসে জোড়া সোনা জেতার দৌলতে বাংলায় সর্বকালের সেরা মেয়ে ক্রীড়াবিদ হওয়ার দাবিদার জ্যোতির্ময়ী শিকদার ও সরস্বতী সাহা। আমরা বাঙালিরা কি জানতে চেয়েছি, সরস্বতী যে অ্যাথলিট তৈরির কোচিং ক্যাম্পের কথা ভেবেছিলেন, তা মাঝপথে ভেস্তে গেল কেন?

সেরা ফর্মের পিটি ঊষা কলকাতায় এলেই যাঁর খোঁজখবর নিতেন সেই রেখা চক্রবর্তী হঠাৎ কী জন্য হারিয়ে গেলেন। রিচার সাফল্যের আগে উত্তরবঙ্গের সর্বকালের সেরা মেয়ে ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মন এখন কী করেন, উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়প্রেমীরা কি সব জানেন? ধূপগুড়ি-ময়নাগুড়ির মাঝে জলঢাকা পেরোলে বাঁদিকে এমন একটা গ্রাম, যেখান থেকে হিমাশ্রী রায়, জ্যোৎস্না রায়প্রধান, ভৈরবী রায় সহ একাধিক অ্যাথলিট উঠে এসেছেন। কোচ রানা রায়ের হাত ধরে। বাংলার একমাত্র খেলার গ্রাম বাঁচিয়ে রাখার কোনও চেষ্টা নেতারা, বাণিজ্যিক সংস্থা, ক্রীড়াপ্রেমিকরা করেছেন কি? না না এবং না!

৩২ কোটি লোক মেয়েদের বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখেছে বলে আমরা অনেকেই উল্লসিত। তবে আমরা কেউই মেয়েদের অন্য খেলার দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টাও করিনি। সব শিয়ালের এক রায়ের মতো এক দিকটা দেখে গিয়েছি। সবাই হল্লা করছে, আমিও করি। সবাই এখন খেলা বিশারদ।

রিচার শহরকেই ফের ধরি।

এ শহরের ঋদ্ধিমানকে চরম অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল জাতীয় দল থেকে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা স্নেহাশিস সিএবি প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ঋদ্ধিকে কার্যত তাড়িয়ে দেওয়া হয় বাংলা থেকে। খেলতে হয় ত্রিপুরায় গিয়ে। বলুন তো, শিলিগুড়ি এই ইস্যুতে কতটা উত্তাল হয়েছিল? কতটা প্রতিবাদ জানিয়েছিল একজোট হয়ে?

উত্তরবঙ্গের সরস্বতীপুরের মেয়েরা যেমন রাগবিতে চাঞ্চল্য ফেলেছিলেন, তখন কি আমরা একজোট হয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম? দাঁড়াইনি! আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়ির মেয়ে হকি খেলোয়াড়দেরও দেখাইনি সঠিক রাস্তা। স্বপ্নের মতো টেবিল টেনিসের শহর হয়ে উঠেছিল শিলিগুড়ি। সেটা যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল নিজেদের লড়াইয়ের জন্য, কারও কারও ক্ষমতা প্রকাশের জন্য, তার জন্য শিলিগুড়ি রাস্তায় নামেনি কোনওদিন। বলেনি, এসব বন্ধ করো। উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ করে শিলিগুড়ির দু'একজন তারকা, নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন আর শেষ করে দিয়েছেন শিলিগুড়ির টিটিকে। আজকের নব্য খেলাপ্রেমীরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মতো, অতীতের কঙ্কাল হয়ে।

একদল আবার এতটাই আবেগে ভেসে গিয়েছেন, তাঁদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে এই প্রথম ভারতীয় মহিলারা খেলায় সাফল্য পেলেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হবে, পিভি সিন্ধু, মনু ভাকের, সাইনা নেহওয়াল, কর্ণম মালেশ্বরী, মীরাবাঈ চানু, সাক্ষী মালিক, লাভলিনা বরগোহাইন বলে কেউ ছিলেন না ভারতীয় খেলার উঠোনে। অথচ এঁরা সবাই অলিম্পিকে পদক জিতেছেন। সাত-আটটা দেশের মধ্যে নয়, ২০০ দেশের মধ্যে লড়াই করে। মাসখানেক আগে মেয়েদের বিশ্বকাপ দাবায় ফাইনালে খেললেন দুই ভারতীয় দিব্যা দেশমুখ-কনেরু হাম্পি। ভারতীয় মেয়েরা অলিম্পিক হকিতে সেমিফাইনালে খেলেন পাঁচ বছর আগে, ফুটবলে এশিয়া কাপে দু'বার ফাইনালে খেলেছিলেন।

আবেগে ভেসে যাওয়া ভালো, তবে নাচতে গিয়ে অতীত ভুলে গেলে ভবিষ্যৎ আঁধার। খেলায় ভারতের মেয়েরা দুয়ার ভেঙেছে অনেক আগেই। কমলজিৎ সাধু, পিটি ঊষা, অঞ্জু ববি জর্জ, গীতা জুৎসি, সাইনি উইলসন, সানিয়া মির্জাদের আগে ছিলেন আরতি সাহা, যিনি পেরিয়েছিলেন ইংলিশ চ্যানেল।

বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিট সুব্রতা দেবনাথকে কলকাতা মনেই রাখেনি। মনেই রাখেনি আরেক সাড়া ফেলে দেওয়া অ্যাথলিট রীতা সেনকে, যিনি মহিলাদের খেলায় আর এক ভগীরথ। ক্রিকেটার শ্রীরূপা বসু, শিরিন কিয়াস কনট্রাক্টর আজ আর নেই। শ্রীরূপা-শিরিনদের সময়ে রুনা বসু, লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য, গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা চক্রবর্তী, মিঠু মুখোপাধ্যায়েরা কঠিন লড়াই করেছিলেন ক্রিকেটের প্রতিষ্ঠার জন্য। ক'জন তাঁদের পাশে ছিল তখন?

ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবলে জাতীয় দলে খেলা, লিমকা বুক অফ রেকর্ডে নাম ঢোকানো শিরিন তখন হয়ে উঠেছিলেন ভারতেই একটা নাম। গাভাসকারের শহরে তখন উঠে এসেছেন ডায়ানা এডুলজি, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের শহর থেকে শান্তা রঙ্গস্বামী। শান্তা বা ডায়ানার সঙ্গে জনপ্রিয়তায় পাল্লা দিতেন শিরিন সহ বঙ্গ মহিলা ক্রিকেটের আসল ভগীরথরা। মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে যে বাঙালিরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন, তাঁদের উচিত রুনা, লোপামুদ্রা, শিরিনদের যন্ত্রণার গল্প শোনা। তখনকার সমাজ, তখনকার দর্শক, তখনকার মহিলারা কীভাবে তাঁদের হেনস্তাই করে গেছেন। আসল লড়াইটা ছিল তাঁদেরই। বা আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলবুল গায়েন, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ক্রীড়াকর্ত্রীদের। যাঁরা মেয়েদের টেনে আনতেন খেলায়। এখন সেই ক্রীড়াকর্ত্রীরাই বা কোথায়?

শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, শুক্লা দত্তদের সময়ে বাংলার ফুটবল দেশে এক নম্বর ছিল। তারপর হাবুডুবু খাচ্ছে। যে মেয়েটির গোলে বাংলা শেষবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২৮ বছর আগে, সেই বন্দনা পালকে উপেক্ষার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছি আমরাই। জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। বাংলার নারীবাদীরা কিন্তু এসব খবরটুকু রাখেননি। এখন যেমন দল বেঁধে পোস্ট করছেন ফেসবুকে, এঁদের জন্য মহিলাদেরই কোনও মাথাব্যথাই দেখা যায়নি। ক'জন মহিলা দর্শক যান মাঠে, স্থানীয় খেলায়? একটা সময় সব খেলায় দেশের মধ্যে বাংলার মেয়েরাই এগিয়েছিলেন। সেদিন গেছে বহুদিন। আর যাঁরা মেয়ে ক্রিকেটারদের অসাধারণ সাফল্যে ভালো লেখা লিখছেন, তাঁরা এসব নিয়ে অনেক আগে সোচ্চার হলে, নিজেদের মেয়েদের খেলার মাঠে পাঠালে ভারতীয় ক্রিকেট দলে মাত্র একজন বাঙালি থাকতেন না। এখন ছেলেদের জাতীয় ফুটবল দলে বাংলার প্রতিনিধি মাত্র দুই, মেয়েদের জাতীয় দলে ৪। সেই মেয়েদের চিনি কি? তবে আমরা তো গড্ডালিকা স্রোতেই গা ভাসাতে থাকি। একজন স্বপ্না বর্মন বেরোলে, তাঁকে নিয়ে হইচই করি দু'দিন। তারপর ভুলে যাই।

একটা সময় মেয়েরা ছোট পোশাকে খেলছে বলে মাঠে ভিড় হত মানুষের। সেই দিনটা অনেকদিন আগেই কেটে গিয়েছে। তবুও এখনও মালদার চণ্ডীপুরের মতো জায়গায় মেয়েদের খেলায় বাধা তৈরি করে অনেক গ্রামবাসী। সরকারি সিনিয়ার মাদ্রাসায় মেয়েদের গেমস টিচারের অস্তিত্ব থাকে না। টেনিসের সানিয়া মির্জা, ক্রিকেটের নুসিদ আল খাদিন, বক্সিংয়ের নিখাদ জারিন কেউ প্রভাব ফেলতে পারেননি বাঙালি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে।

জলপাইগুড়ির রাস্তায় অর্ধসমাপ্ত স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় মা-মেয়ে। মেয়ে আবদার করে, ক্রিকেট খেলবে সে। তারপর চারদিক তাকায় মা ও মেয়ে। চারদিকে তো সব ছেলেরা। ও মা, মেয়েদের ক্রিকেট খেলার কোচিং ক্যাম্প কোথায় এ শহরে?

লিডারশিপ গ্রুপে রিচা

বিক্রির পথে আরসিবি

মুম্বই, ৬ নভেম্বর : বিশ্বজয়ের জের। একের পর এক সংবর্ধনা ও উদযাপনের মধ্যেই নতুন গুরুদায়িত্ব চাপতে চলেছে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের কাঁধে। আগামী বছরের ডব্লিউপিএলের জন্য বৃহস্পতিবার চার ক্রিকেটারকে রিটেন করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি। অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা, অজি অলরাউন্ডার অ্যালিসা পেরির সঙ্গে রয়েছেন রিচা। এবং রিচার মধ্যে যে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হওয়ার সবরকম মশলা রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছে আরসিবি কর্তৃপক্ষ।

ডব্লিউপিএলের জন্য আরসিবি-র নতুন হেড কোচ মালোলান রঙ্গরাজন বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'রিচা যেভাবে ঝুঁকি নেয়, চাপের পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় সামলায় একদম সেটাই আমরা চাইছি নিজেদের ব্যাটিং অর্ডারে। ভবিষ্যতে ওর অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনাও আমরা দেখছি।'

রিচাদের ধরে রাখার মধ্যেই আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজির বিক্রির কথা সামনে এসেছে। ১৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম আইপিএল ট্রফি জয়ের ৬ মাসের মধ্যে বিক্রি হতে চলেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানাধীন বহুজাতিক সংস্থা দিয়াজিও, যারা পানীয় ও অ্যালকোহলের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বুধবার রাতে দিয়াজিও জানিয়েছে, তারা আইপিএলের সঙ্গে ডব্লিউপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিও বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে তারা বিষয়টিকে 'কৌশলগত পুনর্বিবেচনা' হিসেবে উল্লেখ করেছে। এবং সংস্থা আশাবাদী, আগামী বছরের ৩১ মার্চের আগে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা যাবে। তারা পরিষ্কার করে দিয়েছে, তাদের এই পদক্ষেপের বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে তারা ইতিমধ্যেই অবগত করেছে। তবে ওয়াকিবহল মহলের ধারণা, মালিকানা বদলের প্রক্রিয়ায় মধ্যেও আঁচ পড়বে না নতুন মরশুমের জন্য দল গঠনে।

> রিচা যেভাবে ঝুঁকি নেয়, চাপের পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় সামলায় একদম সেটাই আমরা চাইছি নিজেদের ব্যাটিং অর্ডারে। ভবিষ্যতে ওর অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনাও আমরা দেখছি।
>
> **মালোলান রঙ্গরাজন**
> (ডব্লিউপিএলে আরসিবি-র নতুন কোচ)

২০২৪ সালে আরসিবি-র জার্সিতে ডব্লিউপিএল জিতেছিলেন রিচা ঘোষ।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিলেন হরমনপ্রীত কাউর।

'তোমরা এখন রোল মডেল'

রিচাদের প্রশংসায় রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : 'তোমাদের সবার উঠে আসা দেশের নানা প্রান্ত থেকে। ভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে। এবং ভিন্ন পরিস্থিতি থেকে। তারপরও দল হিসেবে তোমাদের পরিচয় একটাই-ভারত। তোমারা তুলে ধরেছে ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবি।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এভাবেই বর্ণনা করলেন হরমনপ্রীত কাউরের বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর এবার রাষ্ট্রপতি। বিশ্বজয়ের পর গতকাল মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব সেরেছিলেন স্মৃতি মান্ধানারা। বৃহস্পতিবার তাঁদের গন্তব্য ছিল রাষ্ট্রপতি ভবন। সেখানে দ্রৌপদীর হাতে হরমনরা তুলে দিলেন নিজেদের সই করা ভারতীয় দলের জার্সি।

৫০ ওভারের ক্রিকেটে রিচা ঘোষদের এই বিশ্বজয়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রেরণা জোগাবে আগামী প্রজন্মের মেয়েদের। একথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির মন্তব্য, 'তোমরা আগামী প্রজন্মের রোল মডেল। বিশেষ করে মেয়েরা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রেরণা পাবে তোমাদের এই জয় থেকে।'

তবে এখানেই থেমে যাওয়া নয়। এ এক নতুন যুগের শুরু। তাই দীপ্তি শর্মাদের ওপর ভরসা দেখিয়ে দ্রৌপদী আশাবাদী, ভবিষ্যতেও এভাবেই বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের দাপট বজায় রাখবেন তাঁরা।

সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে জয়ের পর জেমিমা রডরিগেজ-স্মৃতিরা স্বীকার করেছিলেন বিশ্বকাপের সময় ঘুমহীন চোখে তাঁদের একাধিক রাত কেটেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'এমনও সময় গিয়েছে, যখন ওরা রাতে ঘুমোতে পারেনি। তবে শেষপর্যন্ত ওরা সব বাধা অতিক্রম করতে পেরেছে।'

তবে দ্রৌপদীর মতে, নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে পারাটাই দৃঢ় বিশ্বাস জুগিয়েছিল ভারতবাসীর মনে। তাঁর কথায়, 'তখনই বুঝেছিলাম আমাদের মেয়েরা পারবে।'

রাষ্ট্রপতির কথায় উঠে আসে ভারতীয় দলের হেড কোচ অমল মজুমদার, সহকারী কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের প্রশংসাও।

অজি বধের রঙিন 'স্ক্রিপ্ট' লিখলেন অক্ষর

ব্যাটে-বলে নজর কেড়ে চতুর্থ টি২০-তে ম্যাচের সেরা হলেন অক্ষর প্যাটেল। তাঁকে অভিনন্দন অর্শদীপ সিংয়ের। বৃহস্পতিবার গোল্ড কোস্টে।

ভারত-১৬৭/৮
অস্ট্রেলিয়া-১১৯
(ভারত ৪৮ রানে জয়ী)

গোল্ড কোস্ট, ৬ নভেম্বর : ভারতের ব্যাটিংয়ের পর ইনিংস ব্রেক। ডাগআউটে গৌতম গম্ভীরের স্পেশাল ক্লাস। শ্রোতা সূর্যকুমার যাদব। শেষমুহূর্তের টিপস! ছাত্রের কানে হয়তো ঢুকিয়ে দিচ্ছেন ১৬৭-র পুঁজি নিয়ে প্রতিপক্ষকে আটকানোর গুরুমন্ত্র।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসজুড়ে যেন সেই গুরুমন্ত্রের ঝাঁঝ। মিচেল মার্শ, টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসরা ব্যর্থ পেস-স্পিনের মিশেলে তৈরি ভারতীয় বোলিংয়ের চক্রব্যূহ ভাঙতে। আটকে গেলেন দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও।

ফল যা হওয়ার তাই। কারারা ওভালে ব্যাটে-বলে টিম ইন্ডিয়ার রোমাঞ্চকর ক্রিকেটের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ অজিদের। ১১৯ রানে ক্যাঙারুদের লম্ফঝম্প থামিয়ে গোল্ড কোস্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই বাজিমাত। ৪৮ রানে জিতে সিরিজে ২-১ লিড। সিরিজ হারছে না নিশ্চিত।

শনিবার ব্রিসবেনে পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে সুযোগ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে আরও এক স্মরণীয় সিরিজ জয়ের। এদিনের নায়ক অক্ষর প্যাটেল। ব্যাটিংয়ে ঝোড়ো ফিনিশের (১১ বলে অপরাজিত ২১) পর বল হাতে (২/২০) শুরুতে ম্যাথু শর্ট, জোশ ইনগ্লিসকে ফেরালেন। অলরাউন্ড শোয়ে যোগ্য সংগত শিবম দুবের (২০ রান ও ২ উইকেট)। সবশেষে ওয়াশিংটন সুন্দরে (৫/৩) স্পিন-চমকে সহজে বৈতরণি পাড়।

টসে জিতে ফিল্ডিং নেন মার্শ। অজি দলে চার-চারটি পরিবর্তন। এরমধ্যে প্রত্যাবর্তন বহু যুদ্ধের দুই সেনানি ম্যাক্সওয়েল ও অ্যাডাম জাম্পার। ভারত অপরিবর্তিত। সূর্য জানিয়ে দেন, শিশিরের সমস্যা না থাকলে আগে ব্যাটিং কারারা ওভালে উইনিং ফ্যাক্টর।

সূর্যর হিসেব মেলাতে মঞ্চ গড়লেন ব্যাটাররাই। বড় ইনিংস সেভাবে কেউ না পেলেও 'বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু তৈরি'-র চেষ্টা আলো দেখাল। 'ড্রপ ইন পিচ'। ফলে আনইভেন বাউন্স। ব্যাটারদের কাজ সহজ ছিল না। অভিষেক শর্মার ইনিংসজুড়ে তারই প্রতিফলন।

দ্বিতীয় বলেই ক্যাচ দিয়ে বসেছিলেন। জেভিয়ার বার্টলেটের ভুলে জীবন পান। বাকি সময়েও বিক্ষিপ্ত কিছু শট বাদ দিলে অভিষেককে বেশ ম্লান দেখাল। তুলনায় পাওয়ার প্লেতে দৃষ্টিনন্দন ক্রিকেটীয় শটে রিংটোন সেট করছিলেন শুভমান গিল।

গতকাল প্র্যাকটিসে শুভমানের সঙ্গে একান্তে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় গম্ভীরকে। খবর, শুভমানের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নন কোচ। এদিন তাই বাড়তি তাগিদ। পাওয়ার প্লে-তে বড় স্কোর (৪৯) না উঠলেও উইকেট বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শুভমান-অভিষেক।

জাম্পা আক্রমণে আসতেই অবশ্য রংবদল। ছক্কা হাঁকিয়ে টি২০-তে অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলারকে স্বাগত জানান অভিষেক। জাম্পা যার পালটা জবাবে অভিষেককে ডাগআউটের রাস্তা দেখিয়ে দেন। তুলে মারতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুরোদস্তুর বলের নীচে ব্যাট নিয়ে যেতে পারেননি এক নম্বর টি২০ ব্যাটার অভিষেক (২৮)।

সিরিজে ২-১ লিড ভারতের

তিনে শিবম! কখনও তিলক ভার্মা, কখনও সঞ্জু স্যামসন, এদিন শিবম (১৮ বলে ২২)! আজ পরিকল্পনা খানিকটা সফল। সম্ভাবনা দেখিয়ে সূর্যর ইনিংস (১০ বলে ২০) দীর্ঘ হয়নি। সূর্য ফিরতে ধস। ১২১/২ থেকে ১৩৬/৬। শেষপর্যন্ত অক্ষরের ক্যামিও ইনিংসের (২১) সৌজন্যে ১৬৭-তে পৌঁছে যাওয়া। জাম্পা ও নাথান এলিস তিনটি করে উইকেট নেন।

১৬৭ বড় স্কোর না হলেও সহজও নয়। বিশেষত এদিন কারারা ওভালের পিচ, পরিস্থিতিতে। কিছু বল নীচু হচ্ছিল, তেমনই কয়েকটা বুক উচ্চতায় লাফাল। এর একটাতে হালকা চোটও পান অভিষেক। তবে শর্ট-মিচেল মার্শ জুটির ইতিবাচক ব্যাটিংয়ে স্কোরটা শুরুতে কঠিন দেখাচ্ছিল না।

অস্ট্রেলিয়া একসময় ৬৭/১ ছিল। দরকার ঠিক ১০১ রান। হাতে তখনও প্রায় ১২ ওভার এবং ৯ উইকেট। কিন্তু শর্টের (২৫) পর ইনগ্লিসকে (১২) ফিরিয়ে ব্রেক লাগান অক্ষর। এরপর শিবমের ঝোলায় মার্শ (৩০), ডেভিড (১৪)। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ম্যাক্সওয়েলের (৪ বলে ২) উইকেট বরুণ চক্রবর্তী ছিটকে দেওয়ার পর ম্যাচ কার্যত সূর্যদের মুঠোয়।

শেষ অঙ্কে সুন্দরের ৮ বলের ম্যাজিক স্পেলের পর সেই মুঠি আর আলগা করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। নিটফল, হোবার্টের পর গোল্ড কোস্টেও অজিভুমে তেরঙার আস্ফালন। প্রশ্ন, শনিবার ব্রিসবেনের নির্ণায়ক ম্যাচে ছবিটা বজায় থাকবে তো? নাকি অজি-প্রত্যাঘাতে সিরিজ জয় আটকে যাবে? উত্তর আপাতত সময়ের হাতে।

রেল রোকো অভিযানে বাংলার নেতা সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : বদলে গেল পরিকল্পনা। বদলে গেল অধিনায়কও।

সিএবি ও বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের অনুপস্থিতিতে অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদকে বাংলার নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত শাহবাজ বাংলার অধিনায়ক হচ্ছেন না। কারণ, লাল বলের ক্রিকেটে অতীতে কখনও নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকা শাহবাজ বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি নেতৃত্বে আগ্রহী নন। বৃহস্পতিবার সকালে সুরাটে রেলওয়েজ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল বাংলা দল। আর অনুশীলনের সময়ই শাহবাজ তাঁর ভাবনা ও পরিকল্পনার কথা কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে জানান বলে খবর।

নেতৃত্বে রাজি নন শাহবাজ

শাহবাজের কথা শোনার পর বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদারকে অনুরোধ করা হয়েছিল দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। তিনিও রাজি হননি। ফলে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে সুদীপ ঘরামিকে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা রেলের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার অধিনায়ক করা হয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন সন্ধ্যার দিকে বলছিলেন, 'শাহবাজ রাজি না হওয়ার কারণে আমরা সুদীপকে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছি। দেখা যাক রেলওয়েজ ম্যাচে কেমন করে ও।'

এদিকে, ত্রিপুরা ম্যাচের ধাক্কা সামলে আজ থেকে রেল রোকো অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিল বাংলা। সকালে সুরাটের মাঠে প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন হয়েছে আজ। জোর দেওয়া হয়েছে ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ে। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম একাদশ অনেকটাই বদলে যেতে চলেছে রেলওয়েজ ম্যাচে। যদিও প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করেনি বাংলা। আজ সকালে অনুশীলনের মাঝে পিচ দেখে কোচ লক্ষ্মীরতনের মনে হয়েছে, ভালো ব্যাটিং উইকেট। তবে দ্বিতীয় দিন থেকে বল ঘুরতে পারে। তাই অতিরিক্ত স্পিনার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বাংলা শিবিরে। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। দেখা যাক কী হয়। সুরাটের পিচ ভালো। ব্যাটাররা সহায়তা পাবে। পরের দিকে বল ঘুরবেও।'

শতরান জুরেলের, চোট পেলেন পন্থ

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর : চোট সারিয়ে প্রায় চার মাস পর ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফিরেছেন তারকা উইকেটকিপার ঋষভ পন্থ।

দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রথম বেসরকারি টেস্টে অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করেছিলেন ঋষভ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজেও ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তারপরেই বিপত্তি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে চোট পেয়েছেন ঋষভ পন্থ।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিনে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রোটিয়ারা। ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। ফর্মে থাকা লোকেশ রাহুল (১৯) এদিন রান পাননি। এছাড়াও অভিমন্যু ঈশ্বরণ (০), বি সাই সুদর্শন (১৭) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (৫) দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। অধিনায়ক ঋষভ ২৪ রান করে আউট হন। তবে আউট হওয়ার ঠিক আগের বলেই আঙুলে চোট পেয়েছিলেন এই উইকেটকিপার। তবে চোট কতটা গুরুতর সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে তাঁকে ঘিরে অশনিসংকেত তৈরি হয়েছে ভারতীয় শিবিরে।

এদিকে, প্রাথমিক বিপর্যয় সামলে দিনের শেষে সবকটি উইকেট হারিয়ে ভারতীয় দলের সংগ্রহ ২৫৫ রান। সেঞ্চুরি করেন ধ্রুব জুরেল। তিনি ১৭৫ বলে ১৩২ রান করে আউট হন। জুরেলের এই ইনিংস দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। পাডিক্কাল ও সুদর্শনের রান না পাওয়াটা চাপে রাখছে ভারতকে।

দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে আঙুলে চোট লাগল ঋষভ পন্থের।

দলগত ব্যাটিংকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন সূর্য

গোল্ড কোস্ট, ৬ নভেম্বর : কারারা ওভাল।

গোল্ড কোস্টের এই মাঠ মূলত ফুটবলের জন্য পরিচিত। নিয়মিত অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল লিগের ম্যাচ হয়ে থাকে। মাঠের বাউন্ডারি থেকে পিচে তারই প্রভাব। বিশেষত মাঝের বাইশ গজ। ড্রপ ইন উইকেটের কারণে ব্যাটারদের জন্য অসমান বাউন্সের চ্যালেঞ্জ। সূর্যকুমার যাদবের দাবি, যে চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়ে জয়ের রাস্তা তৈরি করেছে ব্যাটাররাই। পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং কারারা ওভালের পিচে মানিয়ে নেওয়ার সুফল ১৬৭-তে পৌঁছে যাওয়া। যুক্তি, অন্যান্য পিচে এই রান তুলনামূলক সহজ দেখালেও এখানের ছবিটা ভিন্ন।

২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার উচ্ছ্বাস নিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্য বলেছেন, 'আমার মতে, কৃতিত্বটা পুরো ব্যাটিং বিভাগের প্রাপ্য। শুভমান গিল ও অভিষেক শর্মা দারুণ শুরু করল। ওরা বুঝে গিয়েছিল এটা ২০০-২২০ রানের পিচ নয়। অত্যন্ত স্মার্ট ব্যাটিং। ব্যাটিংয়ে পুরোদস্তুর দলগত প্রয়াস।'

পিচ দেখার পর গতকালই পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। এদিন ইনিংস ব্রেকে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা। মাঠে নেমে তারই পুরোদস্তুর বাস্তবায়ন। অজি ব্যাটারদের কাছে যার উত্তর ছিল না। সূর্যের মতে, হালকা শিশিরের প্রভাব ছিল রাতের দিকে। কিন্তু বোলাররা যে চ্যালেঞ্জেও ভালোমতো উতরে গিয়েছে।

বোলিং পরিবর্তনেও এদিন মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন সূর্য। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট প্রশংসা ভরিয়ে দেন শিবম দুবে ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে দারুণভাবে ব্যবহারের জন্য। জবাবে ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'প্রতিটি বোলারকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ২-৩ ওভার করাতে ভালো লাগে। আমাদের যে কম্বিনেশন বেশ কার্যকর। আর যখন যার হাতে বল তুলে দিয়েছি, তারা সেই ভরসার মর্যাদা রেখেছে।'

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর উল্লাস ভারতীয় দলের। বৃহস্পতিবার।

নিখুঁত পরিকল্পনাতেই সফল অক্ষর

ম্যাচের সেরা অক্ষর প্যাটেল। সাত নম্বরে নেমে শেষদিকে ঝোড়ো ইনিংসের পর নিয়ন্ত্রিত বোলিং। অক্ষরের মতে, লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিংয়ের ফলে পিচ কীরকম আচরণ করছে, তা বুঝে গিয়েছিলেন। সতীর্থ টপ অর্ডার ব্যাটারদের থেকে জেনেও নিয়েছিলেন। সেই মাফিক ব্যাটিং-পরিকল্পনা। পাশাপাশি ব্যাটারদের শক্তি-দুর্বলতার কথা মাথায় রেখে বোলিং ছক তৈরি করেছিলেন। লাইন-লেংথ, গতির পরিবর্তন করেছেন। সুফল সবার সামনে।

অক্ষর যদি নায়ক হন, তাহলে দোসর নিঃসন্দেহে শিবম। ব্যাটে-বলে একইভাবে প্রভাব ফেলেছেন। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তারকা অলরাউন্ডার বলেছেন, '১৬৭ এই মাঠে ভালো স্কোর। আমাদের বোলিংও বেশ শক্তিশালী। গোটা দল যার ওপর আস্থা রেখেছিল। টি২০ ম্যাচে যে কোনও সময় কোনও ব্যাটার মেরে দিতে পারে। তবে এই মাঠের সাইড বাউন্ডারি অত্যন্ত বড়। সেটাই কাজে লাগিয়েছি আমরা।'

টানা দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ জয়ের সুযোগ হারিয়ে স্বভাবতই হতাশ অজি শিবির। যা মানতে পারছেন না অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। বিশেষ করে ভারতকে ১৬৭-তে আটকে দিয়ে ১১৯ রানে গুটিয়ে যাওয়ার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। মেনে নিচ্ছেন ভারতীয় দলের দক্ষতাও। পাশাপাশি মার্শের বিশ্বাস, যাঁরা দলে নতুন এসেছেন, তাঁরা পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে নিজেদের মেলে ধরতে সক্ষম হবেন।

বরুণের দখলেই শীর্ষস্থান

অভিষেককে শেখাতে গিয়েই 'কোচ' যুবরাজ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : নিজের কেরিয়ারজুড়ে হাজারো মণিমুক্তো ছড়ান। ভারতের একাধিক বিশ্বকাপ জয়ের কারিগর ছিলেন। পেয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা প্লেয়ারের সম্মান। শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের ভিড়েও যুবরাজ সিং আলাদা পরিচিতি আদায় করে নেন। আপাতত যুবি ব্যস্ত ছাত্র গড়ার কাজে।

শুভমান গিল, অভিষেক শর্মার পর চলছে প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্যদের শান দেওয়ার কাজ। এদিন যেমন অভিষেককে শেখাতে গিয়ে নিজের কোচ হয়ে ওঠার গল্প শোনালেন। জানালেন, কীভাবে জেনেছেন কোচিং করাতে কী কী প্রয়োজন, তরুণ প্রতিভাকে দিশা দেখাতে একজন কোচের কী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত।

যুবরাজ বলেছেন, 'অভিষেকের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমিও কোচিং সম্পর্কিত বিষয়গুলি রপ্ত করেছি। বুঝেছি কোচ হতে গেলে কী কী করতে হয়। অথবা মেন্টর হিসেবে আমার কী করণীয়। শিখেছি কীভাবে একজন তরুণ প্রতিভাকে সাহায্য করতে হয়। এখন অভিষেকের মধ্যে যে ওয়ার্ক-এথিক দেখছেন, তা কিন্তু ৫-৬ মাসের নয়। বছরের পর বছর পরিশ্রম, অধ্যবসায়ের ফল এটা।'

বাকি বিশ্ব যা প্রত্যক্ষ করছে। সুফল, সবে শুরু কেরিয়ারে টি২০ ফর্ম্যাটে সেরা ব্যাটারের স্বীকৃতি। সদ্য প্রকাশিত আইসিসি র‍্যাংকিংয়েও শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন অভিষেক। ৯২৫ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট ও সতীর্থ তিলক ভার্মা পিছনে ফেলে 'যুবি-ছাত্রের' দাপট অব্যাহত।

সেই গর্ব নিয়ে যুবরাজ আরও বলেছেন, 'নিজের ব্যাটিং নিয়ে গত ৪-৫ বছর ধরেই ঘাম ঝরাচ্ছে অভিষেক। গত ৮-৯ মাসে সেই ঝলক দেখছে। কিন্তু সবাই জানে না, এর নেপথ্যে রয়েছে দিনের পর দিন পরিশ্রম। শুরুটা হয়েছিল ওদের দুজনকে টিপস দেওয়া থেকে। তখন আমি নিজেও খেলছি। ক্রিকেটকে পুরোপুরি বিদায় বলিনি। আর এভাবে অভিষেকদের শেখাতে শেখাতেই আমার কোচ হয়ে ওঠা।'

এদিকে, অভিষেকের সতীর্থ বরুণ চক্রবর্তীর স্বপ্নের দৌড়ও অব্যাহত। আইসিসি টি২০ র‍্যাংকিংয়ে দখলে রেখেছেন সেরা বোলারের মুকুট। পিছনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেন, আফগানিস্তানের রশিদ খান। বরুণ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় বোলার সেরা দশে জায়গা পাননি। গত কয়েক ম্যাচে মাঠের বাইরে থাকার জের, অ্যাডাম জাম্পা চতুর্থ স্থান থেকে পিছিয়ে সপ্তমে। জোশ হ্যাজেলউড দশ নম্বরে।

ইডেনে হয়তো সেমিফাইনাল সহ ৪ ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সরকারি ঘোষণাও হয়নি। তবে সব ঠিকমতো চললে ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। ফাইনাল হওয়ার কথা ৮ মার্চ আহমেদাবাদে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মোট ২০টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হচ্ছে। প্রতি গ্রুপে থাকবে পাঁচটি করে দল। চার গ্রুপের সেরা দুই দল যাবে সুপার এইট পর্বে। সেখানে আটটি দলকে ফের দুটি গ্রুপে রাখা হবে। দুই গ্রুপের সেরা চার দল খেলবে সেমিফাইনাল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ মুম্বইয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে আসন্ন কুড়ির বিশ্বকাপ নিয়ে। সেই বৈঠকের পর জানা গিয়েছে, ৮ মার্চ আহমেদাবাদে হবে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল। যদি পাকিস্তান ফাইনালে ওঠে তাহলে আহমেদাবাদের পরিবর্তে কলম্বোয় হবে ফাইনাল। কারণ, ভারতের পাশাপাশি কুড়ির বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কাও। কলম্বো ও ক্যান্ডিতেও বিশ্বকাপের বেশ কিছু ম্যাচ হওয়ার কথা।

কুড়ির বিশ্বকাপ ভাবনার মধ্যেই সামনে এসেছে সেই পরিচিত প্রশ্ন, ইডেন গার্ডেন্সে কয়টি ম্যাচ হবে? জানা গিয়েছে, কুড়ির বিশ্বকাপের একটি সেমিফাইনাল সহ অন্তত চারটি ম্যাচ পাওয়ার আশায় রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু,

কুড়ির বিশ্বকাপ ফাইনাল আহমেদাবাদে

চেন্নাইয়ের পাশে কলকাতার নামও ঘুরছে বড় ম্যাচের জন্য। আজ রাতের দিকে সিএবি-র শীর্ষকর্তারাও বিশ্বকাপ আয়োজনের পাশে ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। জানা গিয়েছে, সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেনে কুড়ির বিশ্বকাপের বেশ কয়েকটি ম্যাচ নিয়ে আসতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। সচিব বাবলু কোলে রাতের দিকে বলছিলেন, 'দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ হবে আর ইডেনে বড় ম্যাচ হবে না, এমনটা হয় না। সৌরভ চেষ্টা করছেন বেশ কয়েকটি ভালো ম্যাচ ইডেনে নিয়ে আসার।' ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সহ পাঁচটি ম্যাচ হয়েছিল। এবারও তেমন কিছুর আশায় রয়েছে সিএবি।

রায়না-ধাওয়ানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : অনলাইন বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ আগেই উঠেছিল তাঁদের বিরুদ্ধে। সেই সূত্র ধরেই এবার সুরেশ রায়না ও শিখর ধাওয়ানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল ইডি। জানা গিয়েছে, দুই প্রাক্তন ক্রিকেটারের মোট ১১.১৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আজ। অভিযোগ, জাতীয় দলের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার সব জেনেই অনলাইন বেটিংয়ের একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সংস্থার হয়ে প্রচারমূলক কাজও করেছেন। যুবরাজ সিং, রবিন উথাপ্পাদেরও ইডি'র তরফে আগে তলব করা হয়েছিল। যদিও রাত পর্যন্ত যুবরাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার খবর জানা যায়নি। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের তরফে আগেই দেশে অনলাইন বেটিং সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পরও অনলাইন বেটিং অ্যাপের সঙ্গে রায়নাদের যোগাযোগ রয়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় দলে সুযোগ পেতে চলেছেন রায়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : ভারতীয় দলের জাতীয় শিবিরে ডাক পেতে চলেছেন বেঙ্গালুরু এফসি-র অস্ট্রেলীয় তারকা রায়ান উইলিয়ামস।

যদিও এই অজি উইঙ্গারকে আর ওদেশের ফুটবলার বলা যাবে না। কারণ তিনি অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট সমর্পণ করে ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন করেন। যা ইতিমধ্যেই গ্রাহ্য হয়েছে। তবে এখনও অস্ট্রেলিয়া থেকে এনওসি না আসায় সরকারিভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে শিবিরে ডাকতে পারেনি। যদিও মনে করা হচ্ছে, দুই-একদিনের মধ্যেই তিনি প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তিনি। আরাতা ইজুমির পর তিনিই প্রথম বিদেশি নাগরিক, যিনি এদেশের নাগরিকত্ব নিলেন ভারতের জাতীয় দলে খেলার জন্য। তিনি এদেশের নাগরিক হওয়ার পর নাম নেন নীলকণ্ঠ। আরাতার বাবা ছিলেন ভারতীয়। সেখানে রায়ানের মায়ের পরিবার মুম্বইয়ের। তবে তাঁরাও নিখাদ ভারতীয় নন। ওখানকার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের অংশ ছিল রায়ানের মা অড্রের পরিবার। তাঁর দাদু ১৯৫০ সালে মুম্বইয়ের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলেন। তবে রায়ানের বাবা কেন্ট ইংল্যান্ডের মানুষ। তিনি পরে পরিবার নিয়ে পার্থে চলে যান। সেখানেই জন্ম রায়ানের। তিনি বয়সভিত্তিক দলে তো বটেই অস্ট্রেলিয়া সিনিয়ার দলের হয়েও একটি ম্যাচ খেলেন। আইএসএলে খেলতে এসেই তিনি এদেশে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৩ সালে বেঙ্গালুরু এফসির হয়ে খেলতে আসা রায়ান ভারতের নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করেন ছয় মাস আগেই।

ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে আইএসএল খেলা অস্ট্রেলিয়ার রায়ান উইলিয়ামসকে।

ডাক পেতে পারেন অবনীত ভারতীও

এই অজি উইঙ্গার ছাড়াও জাতীয় শিবিরে ডাক পেতে চলেছেন ২৭ বছরের ডিফেন্ডার অবনীত ভারতী। তিনি ভারতের নাগরিক হলেও এতদিন ছিলেন বলিভিয়ায়। সেখানকার প্রথম ডিভিশন ক্লাব অ্যাকাডেমিয়া ডেল বালোমপিতে খেলেন। যদিও কেউ কেউ মনে করছেন, অবনীতকে শেষপর্যন্ত খালিদ জামিলের পছন্দ নাও হতে পারে।

রুদ্ধশ্বাস ড্র বার্সার, সহজ জয় সিটির

ব্রাগা ও ম্যাঞ্চেস্টার, ৬ নভেম্বর : ক্লাব ব্রাগার কাছে আটকে গেল বার্সেলোনা। অন্যদিকে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অপরাজিত দৌড় বজায় রাখল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

ছোট দলের বড় চমক! বার্সা-ব্রাগা ম্যাচকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়। শক্তির নিরিখে দেখলে দুই দলের আকাশপাতাল পার্থক্য। তবে মাঠের লড়াইয়ে ৯০ মিনিটই বার্সেলোনাকে চাপে রাখল ক্লাব ব্রাগা। ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র। ৬ মিনিটে প্রথম গোল বেলজিয়ামের ক্লাবটির। সমতা ফেরাতে খুব বেশি সময় নেয়নি কাতালান জায়েন্টরা। ৮ মিনিটে বার্সেলোনার হয়ে গোল করেন ফেরান টোরেস। ১৭ মিনিটে কার্লোস ফোর্বসের গোলে ফের এগিয়ে যায় ব্রাগা।

ম্যাচের শুরু থেকে বল দখলের লড়াইয়ে বার্সা এগিয়ে থাকলেও গতিকে অস্ত্র করে বারবার বিপক্ষ রক্ষণে হানা দিল ব্রাগা। ৬১ মিনিটে গোল করে দ্বিতীয়বার বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরান লামিনে ইয়ামাল। দুই মিনিটের ব্যবধানে আবারও ব্রাগাকে এগিয়ে দেন সেই ফোর্বস। ৭৭ মিনিটে ইয়ামালের কোনাকুনি শট ব্রাগার ক্রিস্টোস জোলিসের মাথা ছুঁয়ে গোলে ঢুকে যায়। ওই আত্মঘাতী গোলের সুবাদেই ১ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল কাতালান ক্লাবটি। যদিও বিরতির আগে কার্যত ফাঁকা গোলে টোরেসের শট লক্ষ্যে থাকলে বা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ইয়ামাল সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে ফল অন্যরকম হতেই পারত।

অন্যদিকে, ডর্টমুন্ডকে ৪-১ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। জোড়া গোল করলেন ফিল ফোডেন। স্কোর শিটে নাম তুললেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড ও রায়ান শেরকি। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ফোডেন ও হাল্যান্ডের করা গোলে এগিয়ে যায় সিটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৩-০ করেন ফোডেন। মাঝে ৭২ মিনিটে একটি গোল শোধ করে ডর্টমুন্ড। সংযুক্তি সময়ে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন সিটির শেরকি।

ফলাফল

ক্লাব ব্রাগা ৩-৩ বার্সেলোনা
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৪-১ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
কারাবাগ এফকে ২-২ চেলসি
ইন্টার মিলান ২-১ এফসি কাইরাত
আয়াখস আমস্টারডাম ০-৩ গালাতাসারে
বেনফিকা ০-১ বেয়ার লেভারকুসেন
নিউক্যাসল ইউনাইটেড ২-০ অ্যাথলেটিক বিলবাও
মার্সেই ০-১ আটালান্টা
পাফোস এফসি ১-০ ভিয়ারিয়াল

জোড়া গোলের পর ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ফিল ফোডেন।

গোল করলেও দলকে জেতাতে পারলেন না বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল।

লোথার ম্যাথাউস

কলকাতায় ম্যাথাউস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : কলকাতায় আসছেন লোথার ম্যাথাউস। বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে তিনি আসছেন ১৬ নভেম্বর। সেদিন বেশ কিছু অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেবেন বলে এদিন বেঙ্গল সুপার লিগের আয়োজক শ্রাচী স্পোর্টস থেকে জানানো হয়। ম্যাথাউস এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এদেশে আসতে চলেছেন। আশা করা হচ্ছে, বেঙ্গল সুপার লিগ শুরু হলে হয়তো পরবর্তী সময়ে তিনি আবারও আসতে পারেন।

ম্যাথাউস বেঙ্গল সুপার লিগের তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে দুই-একটি ওয়ার্কশপেও অংশ নিতে পারেন বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য থাকবে জার্মানির এই বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে দিয়ে তরুণ ফুটবলারদের উৎসাহিত করা। আগামী ডিসেম্বরে এই বেঙ্গল সুপার লিগ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগেই এই বিশ্ববিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার আসায় টুর্নামেন্ট ঘিরে উৎসাহ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

সুপার কাপের সেমিতে মুম্বই

মারগাঁও, ৬ নভেম্বর : সুপার কাপে গ্রুপ 'ডি'-র শেষ ম্যাচে জিতল মুম্বই সিটি এফসি। বৃহস্পতিবার তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্সকে। ৮৮ মিনিটে ফ্রেডির আত্মঘাতী গোলে জয় নিশ্চিত করে মুম্বই। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে গেল তারা। কেরালা ব্লাস্টার্সও ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে কিন্তু হেড টু হেডের বিচারে গ্রুপ শীর্ষে থেকে নকআউটে উঠেছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা। সেমিফাইনালে তারা মুখোমুখি হবে এফসি গোয়ার।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে বাংলা সাব-জুনিয়র ফুটবল দল।

রোনাল্ডোহীন আল নাসেরের সামনে বিধ্বস্ত এফসি গোয়া

আল নাসের-৪
(আব্দুলরহমান-২, মারান, ফেলিক্স)
এফসি গোয়া-০

রিয়াধ, ৬ নভেম্বর : ঘরের মাঠে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল এফসি গোয়া। তবে নিজেদের মাঠে গোয়াকে মাথা তুলতে দিল না আল নাসের। রিয়াধে তাদের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচে ৪-০ গোলে হার হজম করল মানোলো মার্কুয়েজ রোকার গোয়া।

'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর প্রতিবেদনে আগেই জানানো হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাড়াই গোয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামছে আল নাসের। এদিন ১৮ জনের দলেও ছিলেন না পর্তুগিজ মহাতারকা। তবে ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সাদিও মানে, কিংসলে কোম্যান, জোয়াও ফেলিক্স, ইনিগো মার্টিনেজদেরও বেঞ্চে রেখে দল সাজান নাসের কোচ জোর্গে জেসুস। বলা চলে প্রায় দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েও গোয়ার বিরুদ্ধে অনায়াসেই জয় ছিনিয়ে নিল সৌদির ক্লাবটি।

২০ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত আল নাসের। ওয়েসলের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৩৫ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে নাসেরকে এগিয়ে দেন আব্দুলরহমান ঘরীব। গোয়ার গোলকিপার হৃতিক তিওয়ারি তখন যেন নীরব দর্শক। এরপরও আলি আলহাসান সুযোগ নষ্ট না করলে প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়তে পারত। ৫৩ মিনিটে নাসেরের দ্বিতীয় গোলটিও করেন আব্দুল রহমান। ৬৫ মিনিটে তৃতীয় গোল মহম্মদ মারানের। ৮৪ মিনিটে সাদিও মানের ক্রস দুর্দান্ত সাইডভলিতে জালে পাঠান ফেলিক্স। ম্যাচের সংযুক্তি সময় হ্যাটট্রিক হাতছাড়া করেন ঘরীব। হৃতিককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। উলটোদিকে গোটা ম্যাচে গোয়ার পক্ষে ইতিবাচক সুযোগ তৈরি হল একবারই। ৬৩ মিনিটে বিপক্ষের গোল লক্ষ করে শট নেন ডেজান ড্র্যাজিচ। যদিও তা অনায়াসেই রুখে দেন নাসের গোলকিপার।

এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এসিএল টুয়ে 'ডি' গ্রুপের শীর্ষে রইল আল নাসের। অন্যদিকে টানা চার ম্যাচে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল গোয়া।

সাব-জুনিয়ার ফুটবলে সেরা বাংলা

অমৃতসর, ৬ নভেম্বর : দশ বছরের খরা কাটিয়ে সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা।

বৃহস্পতিবার ফাইনালে গৌতম ঘোষের প্রশিক্ষণাধীন বাংলা ৩-০ গোলে হারিয়েছে দিল্লিকে। বাংলার হয়ে হ্যাটট্রিক করে সাগ্নিক কুণ্ডু। ১২ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেয় সে। ৪১ মিনিটে দিল্লির থৈথৈবা মিতেই লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় তাদের দশজনে খেলতে হয়। ৭৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করে সাগ্নিক। সংযোজিত সময়ে তৃতীয় গোলটি করে হ্যাটট্রিক করে সে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বয়সভিত্তিক দলে খেলা এই ফুটবলার প্রতিযোগিতায় ৯টি গোল করেছে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাংলার কোচ গৌতম বলেছেন, 'সমস্ত কৃতিত্ব ছেলেদের। ওরা প্রথমদিনই আমাকে কথা দিয়েছিল চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরব। সেই কথা ছেলেরা রেখেছে। এই দলের সব খেলোয়াড় প্রতিভাবান এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। ওদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।'

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সমস্ত কৃতিত্ব ফুটবলারদের ও কোচ গৌতম ঘোষের। ওরা আমাদেরকে গর্বিত করেছে।' এই দলের অনেক ফুটবলার বিভিন্ন দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাও পুরো দলটাকেই গৌতম ঘোষের তত্ত্বাবধানে এক ছাতার তলায় রেখে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএ-র।

হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি 'বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়াম'-এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা হকির নতুন প্রাণকেন্দ্র এবার কলকাতার নবনির্মিত এই স্টেডিয়াম। ২২ হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট এই স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের সমস্ত পরিকাঠামো রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের টার্ফ থেকে ওয়ার্ম আপ জোন, দুটি সুসজ্জিত সাজঘর, আম্পায়ার ও ভিডিও আম্পায়ারদের রুম, ডোপ টেস্ট, মেডিকেলের নির্দিষ্ট কক্ষ, ভিআইপি লাউঞ্জ সহ সমস্ত সুযোগসুবিধা মিলবে নতুন এই স্টেডিয়ামে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নতুন স্টেডিয়ামের উদ্বোধনে শামিল হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, হকি বেঙ্গলের সভাপতি এবং রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু সহ অন্যরা। নবনির্মিত এই হকি স্টেডিয়াম ইতিমধ্যেই 'ক্যাটিগোরি ২' সার্টিফিকেট পেয়েছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের যোগ্য এই টার্ফ। এদিকে, ৮ নভেম্বর শনিবার শুরু হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম হকি প্রতিযোগিতা বেটন কাপ। ওই দিনই প্রথমবার বল গড়াবে কলকাতার নতুন এই টার্ফে।

জয়ী জাবরালি

বাগডোগরা, ৬ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে বৃহস্পতিবার জাবরালি এফসি ৩-০ গোলে সামরিক বিভাগের ৪/৯ গোর্খা রেজিমেন্টকে হারিয়েছে। গোল করেন মৈদু তামাং, অর্পিত ওরাওঁ ও বিজয় টিগ্গা। শুক্রবার খেলবে সুবেধ এফসি এবং বাগডোগরার জেপিএফসি।

তৃতীয় মল্লিকা

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : চেন্নাইয়ের জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ২৩তম এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে আজ ইন্ডিয়ান অ্যাথলেটিক্স টিমে আলিপুরদুয়ারের মল্লিকা রায় ট্রিপল জাম্পে ৪৫ বছর ঊর্ধ্ব বিভাগে তৃতীয় হয়েছেন।

ডিপিএসের প্রো কাবাডি লিগ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির প্রথম বর্ষ রামবিলাস আগরওয়ালজি মেমোরিয়াল আন্তঃস্কুল ছেলে ও মেয়েদের প্রো কাবাডি লিগ বৃহস্পতিবার শুরু হল। ছেলেদের বিভাগে আয়োজকরা ছাড়াও রয়েছে ডিপিএস ফুলবাড়ি, লাইম লাইট হাইস্কুল, মডেলো কেয়ারটেকার সেন্টার অ্যান্ড স্কুল, মালবাজারের সিজার স্কুল, গুড শেফার্ড স্কুল, বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল ও লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল। মেয়েদের বিভাগে আয়োজকরা ছাড়াও রয়েছে ডিপিএস ফুলবাড়ি, লাইম লাইট, মডেলো, হিন্দি বালিকা বিদ্যাপীঠ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও বিএসএফ বৈকুণ্ঠপুর। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা, ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ, হেডমাস্টার অম্লান সরকার, সিনিয়ার শিক্ষিকা মৌমিতা দেবনাথ প্রধান, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি জয়ন্ত মৌলিক, শিব ট্রেডিংয়ের কর্ণধার বজরং আগরওয়াল, শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার প্রমুখ।

দিল্লি পাবলিক স্কুল শিলিগুড়িতে চলছে আন্তঃস্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতা।

জিতল এসএসবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার এসএসবি ২-১ গোলে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে এসএসবি-র যতীন সাইনি ও মণীশ ফাওয়া গোল করেন। মহানন্দার গোলটি তুষার বিশ্বকর্মার। ম্যাচের সেরা এসএসবি-র রাধাকান্ত সিং।

ম্যাচের সেরা হয়ে রাধাকান্ত সিং।

ম্যাচের সেরা অঙ্কিতা মাহাতো।

অঙ্কিতার ৫৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার এসএমকেপি রেড ২১ রানে এসএমকেপি ব্লুকে হারিয়েছে। হিন্দি হাইস্কুল মাঠে রেড ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪০ রান তোলে। অঙ্কিতা মাহাতো ৫৩ ও রত্না বর্মন ৩২ রান করেন। জবাবে ব্লু ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৯ রানে আটকে যায়। সিঞ্জিনী সরকার ৪৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা অঙ্কিতা ২০ রানে নেন ২ উইকেট।